বঙ্গসুহৃদ্।

মাসিক পত্র।

জন্মভূমি দুঃখে যার চখে আসে জল।
জ্ঞানবান সেই তার জনম সফল॥

১ম সংখ্যা [শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯] ১ম ভাগ

মঙ্গলাচরণ।

স্মরহে তাঁহার নাম আনন্দ অন্তরে।
যিনি নিত্য সুখধাম, যাঁর নামে পূরে কাম,
রবি শশী অবিশ্রাম, গুণ গান করে,
অপার মহিমা যাঁর ব্যাপ্ত চরাচরে।

যে সৃজিল এইধরা সুখের আগার,
বিপিনে বিটপিরাজি, বিমোহন সাজে সাজি
যাঁর কৃপাবলে আজি, হইয়া উদার
বিতরিছে ফুল ফল স্বভাবের সার।

৩

যে করিল মানবেরে সৃষ্টির প্রধান,
যাঁহার করুণা বলে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড চলে,
দৃষ্টি যাঁর চলাচলে, কৃপার নিধান,
সদত করেন যিনি, মঙ্গল বিধান।

৪

বার তিথি পক্ষমাস যাঁহার আজ্ঞায়—
গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু আদি, বসন্ত সুখের নিধি

ভ্রমিতেছে নিরবধি পর্য্যায় সেবায়
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লুটিতেছে পায়।

৫

এহেন অচিন্ত্য শক্তি পরম কারণে
ডাকিলে না ভয় রয়, সদত মঙ্গল হয়,
লহ তাঁর পদাশ্রয়, পরম যতনে,
যাবে দুখ পাবে সুখ জীবনে মরণে।

সুহৃদের জন্ম।

আমরা সাধারণ গোচরে বঙ্গসুহৃদ নামে এই ক্ষুদ্র পত্র খানি প্রচারে সাহসী হইলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত আমাদের নবকুমার সুহৃদকে পরিচিত করা কর্ত্তব্য, তজ্জন্য প্রথমেই তাহার জন্ম বৃত্তান্ত লিখিতে অগ্রসর হইলাম।

এখন সুহৃদ স্তনপায়ী শিশু। শৈশবাবস্থা হইতে ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারা যায়। সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃগুণাগুণের অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু যে কারণেই হউক, অনেক সন্তান আবার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। যাহাহউক সুহৃদ্ কে আমরা যেরূপ শিক্ষিত করিতে অভিলাষী, ও ভবিষ্যতে যেরূপ হইলে ইহা আমাদের মনোমত হইবে, এক্ষণে তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা সম্পূর্ণ আশা করি, এবিষয়ে আমাদিগের সহিত পাঠকগণের মতের বিভিন্নতা হইবেক না।

শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রাবণ মাসে (বর্ষাকালে) সুহৃদের জন্ম হইল। জন্ম লগ্ন ঠিক করিয়া জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ডাকিয়া জন্ম কুষ্ঠী করা হইল; তাহাতে গণক মহাশয় সর্ব্বশুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন বলিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। কিন্তু তাহাতে মনে কিছু ভয় হয়, কারণ তাঁহাদের উৎসাহ অনুগ্রহের মূল; তাঁহাদের গণনা মুদ্রাগণনানুসারে হইয়া থাকে। পাঠকগণ! এখন আপনারা সুহৃদকে এক একবার দেখুন। সুহৃদের বাহ্যিক রূপ নাই, ইহার স্বজনগণ তদ্রূপ আড়ম্বর প্রিয়ও নহে

ইহাকে নানা কৃত্রিম ভূষণে ভূষিত করিয়া আপনাদিগের মনস্তুষ্টি করিবে। লৌকিক পদ্ধতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুহৃদের হস্তে দিতে হইবেক বলিয়া কি আপনারা মনে মনে বিরক্ত হইবেন? তাহাই বা কেন, সেত আপনাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর। পরে আমরা সুহৃদের শিক্ষার বিষয় কিছু বলি। সুহৃদকে আমরা বিজাতীয় ইংরাজি ভাষা শিখাইব না, মাতৃভাষাদ্বারা যত দূর জ্ঞানোন্নতি হয় হইবে। আমরা এরূপ আশা করি না যে আমাদের সুহৃদ ইংরাজি শিখিয়া বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণের ন্যায় বড় বড় পাস করিবে, গাউন্ পরিয়া ক্যাপ মাথায় দিয়া টাউনহল্ হইতে সার্টিফিকিট আনিবে; সর্ব্বদা কোট্ পেন্‌টুলেন পরিধান করিয়া "আমরা রিফরমার" জানাইবার জন্য স্ব স্ব টেবেলে লেকচার ঠুকবেন এবং "বাঙ্গালি জাতি কি নীচ, দাসত্ব এত ভাল বাসে যে লিবার্‌টির এক-বার নাম করে না" বলিয়া বিকৃত মুখে তক্তপোসে মুষ্টি প্রহার করিবেন, এদিকে তাহাদের মাতৃভূমির চিৎকারে নিঃসম্বন্ধ বিদেশীয় গণের হৃদয় করুণারসে আর্দ্র হইতেছে, তথাপি তাঁহারা একবিন্দু চক্ষুর জল ফেলেন না। সিভিলিজেসনের এই সকল অমৃতময় ফল দেখিয়া সুহৃদকে স্বভাষাদীক্ষিত করিয়া অসভ্য করিব। আমাদের ইচ্ছা যে সুহৃদ বর্ত্তমান কতক গুলি ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় কপটাচারী না হয়; তাহাদের মুখে স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক কাজে কিছুই নাই। কোনটির সমাজের সহিত অন্যায় বিরোধ করিবার জন্যই জন্ম, কেহ বা "আমি কলহ মনান্তর ভাল বাসি না আমার বাল্য কাল হইতে বিবাদে বিষম ঘৃণা, কলহ বিবাদ হইলেই আমি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দি" এই রূপে নির্ব্বিরোধী বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু সুযোগ পাইলেই তিনিই আবার নারদ অবতার। কেহবা "আমি হক্ কথা বলি" এই বলিয়া যথেচ্ছাচারে অনেক গুণিগণাগ্রগণ্য ধার্ম্মিক লোককেও কুৎসা করেন; আবার কেহ বা হক্ কথা বলিতে গিয়া লৌহ-শৃঙ্খল পায় শ্রীমন্দিরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। সকলের অপেক্ষা একটি মজবুত বুড়া আছেন, তিনি দেশের হিত সাধন দেখিলেই জ্বলিয়া উঠেন; রাস্তার এক পার্শ্বে শয়ান ঘেয়ো কক্কুর গুলা ভ্যাক ভ্যাক করিয়া

না ডাকিলে কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করে না। তদ্রূপ ইহাদের এমন কোন সদ্গুণ নাই যে তদ্দ্বারা জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, অতএব সদ্‌গুণ প্রতিষ্ঠিত লোকের প্রতি ভ্যাক ভ্যাক না করিলে, কে তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষ পাত করিবে? এখন আমাদের সুহৃদ যাহাতে সুশিক্ষিত হইয়া এই সকল ভ্রাতৃবর্গের স্পর্শরোগ অথবা সঙ্গদোষ পরিহার পূর্ব্বক স্বদেশের যথার্থ হিত সাধন, সমাজ সংস্করণ, মূর্খকে উপদেশ, দোষীকে তিরস্কার, সদ্‌গুণের প্রশংসা, অজ্ঞানান্ধের জ্ঞানদান, ও পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণে ভূষিত হয় এই আমাদের চিরাভিলাষ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সুহৃদ নির্ব্বিরোধী হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্‌ভাব রক্ষা করিবে। অসমীক্ষ্যকারী উষ্টমস্তিষ্ক যুবকবৃন্দের ন্যায় কেবল যশঃ প্রাপ্তির ইচ্ছায় যাহাকে তাহাকে কটূক্তি করিবে না। সর্ব্বদাই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে। শাণিত ছুরি দেখিলে মূর্চ্ছিত হইতে, অথচ স্পষ্টবক্তা জানাইবার জন্য রুক্ষভাবে রাজতন্ত্রের প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক গালাগালি দিয়া গারদে শুরকি ভাঙ্গিতে আমরা সুহৃদকে কখনই উপদেশ দিব না, তাহাতে কেহ নিস্তেজ নির্বীর্য্য বলিয়া উপহাস করেন্ করিবেন। তবে এইটি জানিবেন যে" ইটটি মারিলে পাটকেলটি খেতে হয়।" নম্র সজ্জন দেখিলে অনেকে খোঁচা দিতে উৎসাহী হন, কিন্তু তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, যে আমাদের সুহৃদের আর শান্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন না। তখন সুহৃদ কালোচিত ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না।

অবশেষে বিশ্বজয়ী আশার উপর নিভর করিয়া সুহৃদকে সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে পাঠাইতেছি। পাঠক মহাশয়েরা প্রথমেই কুৎসিত দেখিয়া নিরাশ্রয় সুহৃদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না, আমাদের এই মাত্র বিনয় যে সুহৃদ সুরূপ হউক বা কুরূপই হউক একবার সুস্থ মনে স্থিরচক্ষে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিবেন। এক্ষণ অনেক নিগুর্ণ সুহৃদ সহাধ্যায়ী বড়বাপের ছেলে এই মাত্র অনুরোধে গুণবান্ বলিয়া জনসমাজে গণনীয় হয়, কিন্তু সুহৃদের অদৃষ্ট সেরূপ সুপ্রসন্ন নয়। ইহার নিজগুণাগুণের উপর জনসমাজের পুরস্কার বা ভর্ৎসনা নির্ভর করে। আমরা পাঠকগণকে

এইমাত্র নিশ্চয় বলিতে পারি যে যদ্যপি আমাদের সহায় সম্পত্তি হীন সুহৃদ যৌবনোদ্যানে প্রবেশ করিতে না করিতে দুর্নিবার করাল কাল কীটের বিষময় দংশনে প্রাণত্যাগ না করে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে জন সমাজের অবশ্যই প্রিয়দর্শন হইবে, ও সুহৃদ্ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে তিল মাত্র শিথিল হইবে না। এক্ষণে সর্ব্বমঙ্গলময় পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদ ও সরলহৃদয় মহামতি পাঠকবর্গের শুভদৃষ্টির উপর নির্ভর।

বঙ্গ সমাজ।

বঙ্গ সমাজ আজ কাল অব্যবস্থিত চিত্ত নব্যদলের শিকারের বস্তু হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উপযুক্ত বোধ করেন, লেখা পড়া জানুন বা না জানুন, তিনিই এই নিরাশ্রয় বঙ্গসমাজের উপর আক্রমণ করিয়া বসেন—নাটক লেখেন,কাব্য লেখেন,সংবাদ পত্রের সম্পাদক হন ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রাতঃকালের মেঘের ন্যায় লুক্কায়িত হইয়া পড়েন (অর্থাৎ তাঁহাদের বিদ্যা ফুরায়। বঙ্গ সমাজে আজকাল পুনঃ পুনঃ এই রূপ মেঘ উত্থিত ও লুক্কায়িত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা যে দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় না তাহা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র, ফলতঃ সমূহ অপকার হইতেছে। অনেকেই বলেন ক্রমে সমাজের উন্নতি হইতেছে, কিন্তু আমরা তো চর্ম্মচক্ষে তাহার কণামাত্র দেখিতে পাই না, তবে এই মাত্র দেখিতেছি যে অনুকরণ প্রিয় ভ্রাতৃগণ সভ্য জাতি বিশেষের অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদের ন্যক্কার বৎ কতকগুলি ঘৃণিত ব্যবহার অনুকরণ করিতেছেন। তাহাই যদি উন্নতির প্রকৃত সোপান হয় বলিতে পারি না। যে সকল গুণে সেই জাতি আজ কাল পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহা উপার্জ্জন করিতে যথার্থ যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, তাঁহারা সে দিকে যান না—কেবল কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের ভাষা শিক্ষা করিয়া ও তাঁহাদিগের ন্যায় বেশ ভূষা করিয়া আপনাকে ধন্য ও পৃথিবীকে তৃণ জ্ঞান করেন। আমরা অতি প্রাচীন জাতি। একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে এক আধুনিক জাতি হইতে আমাদিগকে সকল বিষয় অনুকরণ করিতে হইবে ? কেন, আমাদের

পুরুষেরা কি সেই জাতি অপেক্ষা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না? তাঁহাদের নিকট হইতে সভ্যতা জ্যোতিঃ কি শত শত দেশে বিস্তৃত হয় নাই? আমরা কি তাঁহাদের বংশাবলী নহি? উত্তর অবশ্য। এখন হে ভ্রাতৃগণ! যদি পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা প্রতীয়মান হইবে যে আমরা সিংহের সন্তান এক্ষণে শৃগাল হইয়াছি এবং কুক্কুরের ন্যায় সাহসিক ও বীর্য্যমান হইতে অভিলাষ করিতেছি। আমরা আজ কাল যাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া স্বীকার করি, বাস্তবিক যদি তাঁহারা স্বার্থশূন্য হইয়া যত্ন করেন তাহা হইলে অনেক পরিমাণে দেশের উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের সকলের না হউক অনেকেরই সেদিকে যত্ন নাই—কেবল "স্বনামো পুরুষো ধন্য" তাঁহাদের বাসনা। বঙ্গসমাজের যে উন্নতি হইতেছে না, এই সমস্ত তাহার প্রধান কারণ। আর দুঃখের বিষয় এই যে ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে "বৈষ্ণবের আখ্‌ড়া" হইয়াছে। যেকোন ব্যক্তি (হিন্দু) কোন কুকর্ম্ম করিয়া সমাজচ্যুত হইলেন, তিনিই ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় লইলেন, আর তাঁহাকে পায় কে? তিনি একজন গণনীয় লোক হইয়া বসিলেন। পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেরও আজকাল এই দশা। পূর্ব্বে পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিত, কিন্তু এক্ষণে (প্রয়াগের কাম্য করাতের ন্যায় ব্যবসাও চলিবে অথচ লোকে দোষ দিতে পারিবেনা) পাপ গোপন করণার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা হইতেছে। শৃগাল, উল্কামুখী প্রভৃতি রাত্রিচর শ্বাপদেরা যেরূপ গৃহ পালিত পশুদিগকে আক্রমণ করে এবং অনুসৃত হইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া নির্ভয় হয়; ব্রাহ্ম সমাজও আজ কাল সেইরূপ অনেক বক ধার্ম্মিকের গর্ত্ত হইয়াছে। ঘৃণিত, নিরতিশয় ঘৃণিত পাপের অনুষ্ঠান করিলে চতুর্দ্দিক হইতে দোষ দিতে লাগিল, (তাড়া করিল) কি করিবেন ব্রাহ্ম সমাজে (গর্ত্তে) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, নির্ভয় হইলেন, আর তাঁহার উপর কথা কয় এমন কে আছে? তিনি যে এখন ব্রাহ্ম, ঈশ্বর ভক্ত ব্রাহ্ম কে তাঁহাকে দোষ দিয়া ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইবেন!!! মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রাহ্ম ও এখনকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতি বিসদৃশতা লক্ষিত হয়, কারণ তখনকার তাঁহারা সকলেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন বটে কিন্তু লৌকিক

আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ জ্ঞান করিতেন না। তাঁহারা ইহ লোকের উন্নতি সাধন অপেক্ষা পরলোকের আত্মার উন্নতি অধিক মূল্যবান বোধ করিতেন, মনুষ্যের ভালবাসা অপেক্ষা ঈশ্বরের ভালবাসা অধিক প্রার্থনা করিতেন। স্বেচ্ছাচারিতা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু এক্ষণকার ব্রাহ্মেরা দুইদিক বজায় রাখিতে যান, কাজে কাজে কোন দিক বজায় রাখিতে পারেন না। যিনি সমাজে অতি পবিত্র ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই আবার পুত্রের কল্যাণে পঞ্চাননের নিকট "আধখানি পাঁটা ও একপালা (পালা) গীত" মানেন; ইষ্টদেবের (গুরুর) চরণামৃত পান করেন ও পূজার সময় টাকা দিয়া 'মহামায়াকে প্রণাম করেন। ইহাঁদের মধ্যে আবার শাক্ত, শৈব ও তান্ত্রিকও আছে। অনেকে এরূপ কালীভক্ত যে "মহাপ্রসাদ" ভিন্ন তাঁহাদের আহার হয়না। আবার অনেকে এ সমস্ত দেব দেবীর উপাসনায় ঘৃণা করিয়া এক "সর্ব্বদুঃখনাশিনী" দেবীর পূজা করিয়া থাকেন; ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই "সুরেশ্বরী দেবীর" নাম অব-অবগত আছেন, আজ কাল দেশ মধ্যে তিনিই অতিশয় "জাগ্রত"। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহাঁকে সমাজে চক্ষুমুদিত করিয়া ধ্যান করিতে দেখা যায়, তাঁহাকেই আবার নরদামায় পড়িয়া "সুরেশ্বরী" দেবীর ধ্যানে মগ্ন দেখি-লাম। এই সকল নরাকার পিশাচেরা ব্রাহ্ম নামের কলঙ্ক। আর ব্রাহ্ম সমাজেরও সেভাব নাই এখন কেবল দলে ভারি হইলেই হইল। এই সমস্ত কপট ব্যবহারী দিগকে দেখিলেও পাপহয়; ঈশ্বর বোধহয় এই দুরাত্মা দিগের নিমিত্ত নূতন "নরক" সৃষ্টি করিবেন।

আমরা এইবার ব্রাহ্মসমাজে যে অনেকগুলি ভয়ঙ্কর ঘৃণিত পাপ হইতেছে, পরিচিত ভণ্ড তপস্বী দিগের জন্য এমন পবিত্র সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের ও কলঙ্ক হইতেছে তদ্বিষয় কিছু বলিলাম। আগামী পত্রিকায় যে সকল সরলচিত্ত ব্রাহ্ম মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক বঙ্গের প্রকৃত হিতসাধন হইতেছে, তাঁহাদিগের সেই সকল স্বার্থপরতা শূন্য অসাধারণ গুণগুলি ও ক্রমানুয়ে বঙ্গসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা লিখিতে বাধ্য হইব। অর্থাৎ আমাদিগের উদ্দেশ্যটী যথাসাধ্য বিশেষরূপে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

নব্যদল! সুহৃদ সুহৃদনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে গিয়া আপনা

দিগের মধ্যে অনেকেরই বিবাদ, বিদ্রূপ, দ্বেষ ও ক্রোধের পাত্র হইবে; কিন্তু ভরসা করি যে এই কর্কশ সুহৃদবাক্য তাঁহাদিগেরই কোন না কোন সময়ে পরমোপকারী বলিয়া বোধ হইবে ও তাঁহারাই সর্ব্বদা শুনিতে সোৎসুক হইবেন।

ডেভিড্ হেয়ার।

উদারচরিত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খৃঃঅব্দে স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন লার্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, যখন চিরদুরদৃষ্টা বঙ্গভূমি বিষম বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন বিপদের রঙ্গভূমি ছিল, যে সময় দুষ্টাত্মা নন্দকুমারের ফাঁসী হয় এবং হেষ্টিংস সাহেব অযোধ্যার রাজমহিষীকে উৎপীড়ন করেন, সেই সময় তাঁহার জন্ম হয়। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হেয়ার ভারতের সৌভাগ্য ক্রমে কলিকাতা রাজধানীতে ঘড়ীর ব্যবসা করিতে শুভাগমন করিলেন। তিনি সাতিশয় অধ্যবসায়, যত্ন ও বিচক্ষণতা সহকারে অতি সুচারু রূপে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। পরে এদেশীয়দিগের অপূর্ব্ব বিদ্যা জ্যোতিরভাবে মানসিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া সদাশয় হেয়ারের মনঃ একবারে করুণারসে আর্দ্র হইল। বস্তুতঃ সে সময়ে বঙ্গের দুঃখ রজনী দেখিয়া কোন্ সদাশয় মনুজান্তঃকরণ ক্ষমতা সত্ত্বে দয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত না হয়? হেয়ার সামান্য ব্যবসায়ী ও বিদেশীয় হইয়া বঙ্গের এমত সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন বিষয়ে দৃঢ়ব্রত হইলেন। প্রথমে তিনি এদেশীয়দিগের ধর্ম্মনীতি ও বিদ্যাবিষয়ে নীচপ্রবৃত্তি দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সঙ্কল্পে শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। কেমনে হিন্দুসমাজের উন্নতি হইবে এই আলোচনা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। যদিও তিনি লেখাপড়া অতি সামান্য জানিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা স্ববন্ধুগণে সমবেত হইয়া বিদ্যা জ্ঞান প্রদান করাই বঙ্গের বর্ত্তমান অনিষ্ট প্রবাহ প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়, এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি এই অসামান্য মনোরথ সফল করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহোদয়গণের সাহায্যপ্রার্থনা

করিয়া ১৮১৭ খৃঃ অব্দে সাধারণ গোচরে স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সে সময়ে সুপ্রিম কোর্টের (এক্ষণে হাইকোর্টের) প্রধান বিচারপতি সার এড্ওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট্ মহানন্দিত মনের সহিত হেয়ারের এই উদ্যমে যোগদানার্থ সমুৎসাহী হইলেন। হেয়ার এতাদৃশ বিদ্যোৎসাহী মহামতিগণের উৎসাহে হিন্দুকালেজ নামক বিদ্যালয় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ১০ই জানুয়ারি দিবসে স্থাপন করিলেন। কেন না, পূর্ব্বকাল হইতে দুর্ব্বল হিন্দুগণ দুরাচার যবনকর্ত্তৃক এত দূর উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, যবন নাম মাত্রেই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম নিরত হৃদয়ত্রাসে কম্পিত হইত এবং মলিন বিকৃত বদনে ঈশ্বর নামোচ্চারণ করতঃ পাপ কলুষ হইতে বিমুক্ত হইতেন যদিও বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা কিরণ বিকীর্ণ হওয়াতে যবন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকটা ভ্রাতৃভাব দৃষ্ট হয়; তথাপি কোন্ হিন্দুর হৃদয়, যবনদিগের পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণে, হিংসা ও প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত না হয়? যে হেয়ার অতি সামান্য ঘড়ীব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, যাঁহার গতি-বিধি আপণ ইত্যাদি নিকৃষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সেই হেয়ারকে কি আর জনসমাজ ক্ষুদ্রব্যবসায়ী বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারিবেন? কখনই না। যদিও ভ্রমান্ধ হিন্দু জাতি তখন তাঁহার উচ্চ মানস সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারেন নাই, এমন কি তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পরম হিতৈষী বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিবেন না? তাঁহার শান্তমূর্ত্তি কোন্ বর্ত্তমান জ্ঞানা-মৃত রসগ্রাহী জনের হৃদয়ে অঙ্কিত না থাকিবে? বঙ্গে ইংরাজ রাজ্যশাসন বিরাজমান থাকিতে তাঁহার যশোরাশির কণামাত্র কি বিলুপ্ত হইবে? হে-য়া-র না আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা যবন জাতীয় ছিলেন? তদীয় নামোচ্চারণকৃত পাপ কলুষ কি হরিনাম দ্বারা ধৌত করিতে হয়? না আমরা হেয়ার এই তিনটী অক্ষর আমাদিগের হৃদয় পটে চিত্রিত করিয়া রাখিব, আমরা যেখানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে না পাইব, চক্ষুঃ মুদিত করিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহার উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিব ও "তাঁহার উদার আত্মা সেই অনন্ত ধামে চিরসুখী হউক" বলিব। আমরা (হিন্দু) আর্য্যবংশ বলিয়া প্রণাম করিলে কি আমাদিগের সমাজচ্যুতি দোষ হইবে? ইনি সে ইংরাজ যবনদিগের শ্রেণীস্থ নহেন যাহারা উন্নতি করা দূরে

থাকুক, সেই মহাত্মাকৃত পরোপকারিতা বিলুপ্ত করিতে যত্নবান্ হয়েন, তবু না জানি ঘরের পয়সা ব্যয় হইলে কি হইত। যখন হেয়ার হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত করিলেন, তখন হইতে তাঁহার অদৃষ্টচক্রেও পরিবর্ত্তন হইল। অনেক বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ধন রাশীকৃত করিতে পারিলে শুভাদৃষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু হেয়ারের স্বভাব সেরূপ নহে। তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহা ব্যয় করিয়া পবিত্র যশঃ পথের পথিক হইলেন।

ডেভিড্ হেয়ার স্বভাব-সিদ্ধ নম্রতা বশতঃ ম্যানেজিং কমিটীর সভ্য হইতে অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দান ও ছাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রারম্ভেই অনেক সভ্য নানা কারণে বিরক্ত হইতে লাগিলেন; বিশেষতঃ যখন দেখিলেন যে সকল সভ্য উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন করেন না, তখন তাঁহারা একবারে নিরাশ হইলেন এবং আর যত্ন করা বিফল জ্ঞানে বিরত হইলেন। আমাদিগের দেশে এই ব্যাপার সচরাচর ঘটিয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায় একটি নূতন সভা অথবা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে অনেকে অসীম উৎসাহ ও যত্ন সহকারে তাহার উন্নতির চেষ্টা করেন, কিন্তু এক অতি মাত্র সামান্য কারণ উপস্থিত হইলে তাঁহারা একবারে সমস্ত অধ্যবসায়, সমস্ত যত্ন হইতে বিরত হন। যাহাহউক ডেভিড হেয়ার কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যে পরোপকার ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, শত শত প্রতিবন্ধক সত্বেও অপরিসীম যত্ন প্রভাবে অচিরেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। প্রগাঢ় কুসংস্কার বশতঃ হিন্দুরা প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়াছিলেন, কিন্তু হেয়ার বঙ্গবাসীগণের চরিত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় গণ অপেক্ষা বঙ্গবাসিগণকে অধিক স্নেহ করিতেন, সুতরাং সহস্র প্রতিবন্ধক থাকুক না কেন, অবশেষে তাঁহাদের সেই ভ্রম দূরীকরণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হয়, হেয়ার তাহার এক জন সভ্য হন। এই সময়ে তিনি ঘড়ী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন, এবং সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অধ্যবসায় তাঁহার

এক মাত্র প্রিয় ব্রতানুষ্ঠানে (এতদ্দেশীয়গণের ইংরাজী শিক্ষায়) উৎসর্গ করিলেন। পাঠক মহাশয়গণ! এই স্থলে অস্মদ্দেশীয় ধন-কুবেরদিগকে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ কাল উচ্চ শিক্ষা লইয়া যেরূপ হুলস্থুল পড়িয়াছে, তাহাতে কোনক্রমেই এরূপ ভরসা করা যায় না যে উহা চিরস্থায়ী হইবেক। ভাল, এই রাজধানীতে ত এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এক এক জন এক একটী কালেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ঘৃণিত, লোক বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া (পৌরুষ জ্ঞানে) রাজদ্বারে প্রচুর অর্থ অপব্যয় অপেক্ষা কি বিদ্যাদানে অধিক ফল নাই?

এক সময়ে সাধারণ সমক্ষে হেয়ার স্বীকার করিয়াছিলেন যে এতদ্দেশ-বাসিগণের হিতসাধন করিতে তাঁহার মনঃ অপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। অধুনা এ দেশে অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতেছেন, কিন্তু সকলের স্মরণ থাকা উচিত যে অতুল শ্রদ্ধাস্পদ হেয়ার সাহেবই তাঁহাদিগের পথ-প্রদর্শক। বাস্তবিক তিনি এতদ্দেশবাসিগণের ইংরাজী শিক্ষার জনক ছিলেন। কি দিবস, কি রজনী, এমন কি সমস্ত জীবন তিনি কেবল বঙ্গবাসী বালক-গণের উন্নতি চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। প্রাতঃকালে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এক বিদ্যালয় হইতে অপর বিদ্যালয়ে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সন্ধ্যাকালে স্কুল সোসাইটী বিদ্যালয়ে গমন করিতেন এবং তত্রত্য বালক-দিগের মধ্যে কাহাকে প্রশংসা, কাহাকে ভৎর্সনা, কাহাকে ক্রীড়নক প্রদান এবং সকলকেই দয়াপূর্ণ নেত্রে অবলোকন করিতেন। কোন বালকের চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ হইলে রজনীযোগে নানা স্থানে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। কোন বালকের দরিদ্রতার বিষয় শ্রবণ করিলে তাহার ভরণপোষণ এবং পাঠোপযোগী সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করিতেন। বস্তুতঃ অনাথ দরিদ্র মাত্রেই তাঁহাকে মহোপকারী বন্ধু বলিয়া জানিত। কোন বালকের পীড়া হইলে স্বয়ং তাহার বাটীতে উপস্থিত হইতেন, স্বহস্তে তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতেন, (একটী ঔষধের বাক্স সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত) এবং যে পর্য্যন্ত সেই বালক অসুস্থ থাকিত, হেয়ার প্রত্যহ নিয়মিত রূপে তাহাকে দেখিতে যাইতেন।

বঙ্গবাসী বালকগণ তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল, তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখী, তাহাদের সুখে সুখী ছিলেন। বিদ্যালয়ের কোন বালক যদ্যপি তাঁহার বস্ত্রাকর্ষণ করিত অথবা খেলানার নিমিত্ত পীড়াপীড়ী করিত, তাহাহইলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। বালকেরাও তাঁহাকে তাহাদের পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। শেষ দশায় যখন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত হইল, তখন তিনি কোর্ট অফ্ রিকোস্টের এক জন কমিসনার নিযুক্ত হইলেন এবং সেখানেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তিনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন, তাঁহার দুই জন কিঙ্কর ছিল, তাহাদিগকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

৬৭ বৎসর বয়সে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা নগরে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি হিন্দু, কি অপর জাতি সকলেই পদব্রজে তাঁহার সমাধি স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং এত দিনে তাঁহাদের মহোপকারী বন্ধুকে হারাইলেন বলিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

ডেভিড্ হেয়ারের কোন রূপ উৎকৃষ্ট জীবন চরিত নাই বটে, কিন্তু যত দিন বঙ্গদেশে বিদ্যার গৌরব থাকিবে ততদিন এই অতীব ভক্তিভাজন মহোপকারী ব্যক্তির নাম অবিনশ্বর থাকিবে।

বর্ত্তমান বঙ্গ কামিনী।

১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বের এদেশীয় কামিনীগণের অবস্থা সমালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই অজ্ঞান তিমিরে তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল। যেমন কুজ্ঝটিকার মধ্যস্থিত স্বাভাবিক পদার্থ সকলের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তখনকার অবলাগণ 'অজ্ঞানতায় কুজ্ঝটিকায় সকল জগৎকে আচ্ছন্ন দেখিতেন, কোন বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না। যে যে বিষয় তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর, তাহা ভাল বলিয়াই বা কিপ্রকারে

গ্রাহ্য করিবেন? শুনা গিয়াছে তখন যদি কোন স্ত্রীলোক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যাইত, তাহাহইলে তাঁহার আত্মীয়গণ খড়্গহস্ত হইয়া তিরস্কার দ্বারা তাহাকে সে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতেন; অধিক কি অনেক স্থানে স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হইবে, এইরূপ কুসংস্কার ছিল। হায় কত শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গবাসিনীগণের কি দুর্দ্দশা ছিল! পালিত পশু পক্ষী অপেক্ষা তাহাদের প্রতি অধিক যত্ন ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে ভাবি মঙ্গলের আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহাহউক এখন আমরা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির বিষয় কিছু বলিব না, কেবল ইহার দোষ কএকটি যাহাতে সংশোধিত হয় তাহারই কথা বলিব।

স্ত্রীশিক্ষার অথবা স্ত্রী চরিত্রের এখনও অনেক উন্নতি অবশিষ্ট আছে। এখন ও স্ত্রীগণ বিদ্যা বিশারদ বলিয়া গৌরব করিতে পারেন না, এখনও তাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি দেখাযায় না। এখন ও তাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত হয় নাই। এখনও তাঁহারা হিংসা দ্বেষাদির দংশন হইতে মুক্ত হন নাই। নারীগণ অতিশয় হিংস্র স্বভাব, এবাক্যটি অদ্যাপি সকল কৃতবিদ্যের অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কুঠারের উপর তাহাদের কুসংস্কার বৃক্ষের উচ্ছেদ নির্ভর করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে কুঠারের তীক্ষ্ণতা নাই। অদ্যাপিও সে বিষয়ে সকলের যত্ন দৃষ্ট হয় না। কয়েক বৎসর হইল "বামাবোধিনী পত্রিকা" প্রচারিত হওয়াতে. দেশের অনেক মঙ্গল সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়. কিন্তু একা "বামাবোধিনী" কত করিবেন? আজি কালি যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী সংশোধিত না হইলে তাহার দ্বারা স্ত্রীলোক দিগের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কেবল নাটক পড়িতে পারিলেই কি লেখা পড়া শেখা হয়? কএক পংক্তি পদ্য লিখিতে পারিলেই কি তাঁহারা বিদ্যাবতী বলিয়া গণনীয় হন (পদ্য যেমন তেমন হউক।) এই শিক্ষা কি শিক্ষাব চরম ফল? এই শিক্ষা হইলে কি তাঁহারা সন্তান সন্ততি, গণের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবেন? এই শিক্ষা হইলে কি তাঁহারা সংসারের শ্রী সম্পাদন করিতে পারিবেন? আজি কালি অনেকে কারপেটের কাজ করিতে পারিলেই শিল্প কর্ম্মের

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন মনে করেন, কিন্তু কয়জন লোক কারপেট কিনিতে সমর্থ এবং কারপেটের কাজ শিখিলে সংসারের কি অভাব দূর হইবে? কারপেটের কাজ মন্দনয়, কিন্তু অবস্থা সাপেক্ষ। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায় বলিতে পারি না কিন্তু অনেক উপকার হইতে পারে।

মধ্যবিত্ত লোকের স্ত্রীগণ যদি বস্ত্রাদি শেলাইয়ের কাজ শিখেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। আর একটি বিশেষ দোষ এই অনেকে কিছু পড়িতে অথবা কারপেটের কাজ করিতে শিখিলে গৃহকর্ম্মে তাচ্ছিল্য করেন। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের এই রূপ স্ত্রী সহবাস ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। একেত বঙ্গবাসিগণের স্বাধীন বৃত্তি নাই, অনেককে পরদাস হইতে হয়, তাহাতে আবার যদি গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত অপর লোক রাখিতে হয়, তাহা হইলে সমূহ কষ্ট হয় তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত অনেকে ঋণী হইয়া পড়েন, একবার ঋণী হইলে মধ্যবিত্ত লোকের ঋণ পরিশোধ করা দুষ্কর। যাহারা ধনবান্ তাঁহাদের পক্ষে সকলই সম্ভব, আমরা তাঁহাদিগকে উল্লেখ করিলাম না।

স্ত্রী শিক্ষার ফল।

১। সন্তান সন্ততির প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপালন।

২। সন্তান সন্ততির নীতি শিক্ষা।

৩। সন্তান সন্ততি গণকে বিদ্যা শিখান।

৪। গৃহ কার্য্যের সৌকার্য্য।

৫। ভর্ত্তাকে সুখীকরা।

৬। প্রতিবাসিগণকে স্নেহ করা।

৭। ভর্ত্তার অনুপস্থিতিতে নিয়মিত সাংসারিক কর্ম্ম করা।

কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দ্বারা ইহার একটিও হওয়া সুকঠিন, অতএব আমরা একটি স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর প্রস্তাব করিতেছি।

১। সরল নীতিগর্ভ ২ খানি পুস্তক।

২। পাটীগণিত সমুদায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সীতার বনবাস ইত্যাদির ন্যায় কোন পুস্তক।

৩। শিল্পকার্য্য কারপেট (যাহাদের অবস্থা উত্তম) কিন্তু মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদের বস্ত্রশেলাই।

বিদ্যালয়ে এই তিনটি শিখিতে ৭ বৎসর লাগিবে।

৮ বৎসরের সময়ে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে ১২।১৩ বৎসরে এক প্রকার শিক্ষা লাভ করিবে। বিবাহ হইলে স্বচেষ্টায় অনেক শিখিতে পারিবে। বাল্যকালে নাটক পড়িতে দেওয়া অতি অনুচিত।

নর-নশ্বরতা।

১

হে মানব ভাব দেখি স্বরূপ তোমার।
কোথা হইতে আগত, কোথা বা হইবে নীত,
ধন জন আর যত, সব পরিবার
হবে কিহে সহগামী সহিত তোমার?

২

নিশি দিন সুখ হীন আছ যার লাগি—
সেই যতনের ধন, হলে এ দেহ পতন,
তব হেতু কি কখন, হবে দুঃখ ভাগী?
তবে কেন এ যাতনা সে ধনের লাগি?

৩

এবে নিবসিছ যেই প্রাসাদে সুন্দর
স্থানে স্থানে মনোমত, সাজায়েছ দিয়া কত.
হেম মকুতা খচিত, পালঙ্ক নিকর,
বিনাশে এ সুখ বাসে কে বসিবে নর?

৪

সদত বাসনা তব কেমনে গঠিবে
সর্ব্বজন বিমোহন, সুখের যশো ভবন,

খ্যাতি রূপ সমীরণ, যাহাতে বহিবে ;
কালসহ যে প্রাসাদ অক্ষয় রহিবে।

৫

সুগঠন, সুশোভন সুমোহন যার
হেরি ধরাবাসী সবে, ধন্য ধন্য ধন্য কবে,
কত সুখ উপজিবে, হৃদয়ে তোমার,
সস্মিত বদনে বসি উপরে তাহার।

৬

কিন্তু হে নশ্বর! হায় ভাব দেখি মনে,
কালকীট যে সময়, ধরিয়া বিকট কায়,
জীব গ্রন্থি হায় হায়, কাটিবে দশনে,
কেবা নিবসিবে আর এ সুখ ভবনে?

৭

দেহ নাশে মহাবাসে করিলে গমন,
অগণ্য ধন্যের রবে, সকলি ধ্বনিত হবে,
"কিন্তু তুমি কোথা রবে" করিতে শ্রবণ,
রবে মাত্র রবে তব যতনের ধন।

৮

ললনা-লাবণ্য গর্ব্বলীনা সুলোচনা,
সুমুখে সুন্দর হাসি, সুভাষ কোকিল ভাষী,
সুচামর কেশরাশি, মরাল গমনা,
প্রেমের প্রতিমা তব হৃদয় আসীনা।

৯

সেই সুখ সিন্ধু আহা রমণী তোমার
ভুজ লতা প্রসারিয়া, কণ্ঠ তব আচ্ছাদিয়া,
নয়নাসারে তিতিয়া, কহিবে কি আর,
"ভুলনা দাসীরে নাথ" এ ভিক্ষা আমার!

১০

হেম কান্তি বিমলিন কান্তিতে যাহার,
এহেন সোনার অঙ্গ, জীবলীলা হলে সাঙ্গ,
ছাড়িয়া একত্র সঙ্গ, মানব আকার,
ভূতে ভূত মিশাইবে কেহ নহে কার!

বিধবা বালিকা।

১

"কবে মা আমার বিয়ে হবে গো বল না?"
ধরি জননী অঞ্চল, তাম্রকচাকরে
কহিলা বালিকা এক বালেন্দু বদনা,
গঞ্জিয়া অলিগুঞ্জনে মৃদুমন্দস্বরে।

২

আহা! সেই অভাগিনী জানে কি মনেতে,
শূন্যকরি সুখময় পিঞ্জর তাহার
উড়ে গেছে প্রেম পাখি প্রণয় নাহতে
রাখি তারে বহিবারে সুধু দুখভার!

৩

অদ্যাপি অষ্টমে বালা হয় নি উদয়,
অদ্যাপি কনিষ্ঠা তার পঞ্চম বরষে।
মাতা পিতা দুঃখী, তবু বিবাহের দায়,
সদত ভাবনা মনে পাছে লোকে দোষে।

৪

মায়ে দেখি নিরুত্তর অবোধ কামিনী
পুনঃ জিজ্ঞাসিলা তাঁরে করুণ ভাষেতে
"কেন মা না কও কথা হতেছ দুখিনী,
বিয়ে কি হবে না মোর রাঙ্গা বর সাথে?"

৫

আব কি মায়ের প্রাণে থাকযে ধীরতা ?
আর কি নয়ন জল নিবারিতে পারে ?
আব কি শুনিতে চায বিবাহ বাবতা ?
বিষবাণ বৃষ্টি যেন হলো হৃদিপরে।

৬

একেবারে ধবি তারে উন্মাদিনীমত
লইল কোলেতে তুলি চুম্বিয়া বদন,
বলে "বিধি আব তোর মনে আছে কত ?
এখনো আমার কেন না হয় মরণ!"

৭

"কেন বে অভাগী আর পোড়াও আমায,
পুড়েছে কপাল তোর জনমেব মত
সুখশশী অস্ত গেছে না হতে উদয,
আঁধারে আববি তোর জীবনের পথ।

৮

"এখনো জ্ঞানের রবি হযনি উদয,
এখনো চিন্তার ঝড় উঠে নি মনেতে,
এখনো জীবন ভার নহে বিষময
কব রে বালিকা খেলা মনের সুখেতে।

৯

"যৌবন বসন্ত যবে দেহ কাননেতে
উদিয়ে সাজাবে যত সৌন্দর্য্য মোহন,
নাচাবে ইন্দ্রিয় গণে, তুলিবে মনেতে
বিষম চিন্তার বায়ু কবিতে দহন।

১০

"সেকালে—ভাবিলে প্রাণ যায বে ফাটিয়া
কেমন করিয়া হায় জনমের মত,

ত্যজিবে সংসার সুখ উদাসী হইয়া
নিশিদিন অশ্রুনীরে করিবে বে গত।

১১

"কোকিল বসিয়া ডালে কুহু কুহু স্বরে
মোহিবে জগৎ যবে মধু আগমনে,
মলয় মারুত যবে প্রতি ঘরে ঘরে
পূষিবে স্মবভিগুণ প্রফুল্লিত মনে।

১২

"প্রাণ সখা তরে প্রাণ কাঁদিবে যখন
কেমন করিয়া তবে ধৈবজ ধরিবে?
তরুহীন মরুভূমি করিবে দর্শন
সান্ত্বনার তরে বাছ' যেদিগে চাহিবে।

১৩

"দিবা অবসানে যবে কঙ্কতিকাকবে,
বসিবে দপণ কাছে কুল বালা গণ,
কভু বা বদনশশী কভু পয়োধরে
দেখিয়া আনন্দ নীবে হইবে মগন।

১৪

"যদি কভু ভাগ্য দোষে তুমি অভাগিনী
যাও তথা যথা তাবা প্রমত্ত প্রমোদে,
দারুণ শোকের বেগ উথলি অমনি,
কত যে কাদাবে প্রাণ, ভেদ কবি হৃদে।

১৫

"হায় বে সাজিছে তাবা পতি পাশে যেতে
প্রেমালাপে সুখনিশি যাপিবে বলিয়া।
তোমাব দুখেব নিশি আসিবে কাদাতে,
কেদ বে তাহাব কোলে হৃদয় খুলিয়া।

১৬

"পিতা ভ্রাতা সকলেই ত্যজেছে তোমায়
ধরায় নাহিক তব শান্তির আগার,
কেনরে বধিছ মোরে দারুণ কথায়
নারিব করিতে লঘু তব দুঃখ ভার।

১৭

"কাঁদরে ধরিয়া পায় সেই ভ্রাতৃগণে
তোমাদের দুখে যারা নাহি দেন মন।
বল রে করুণস্বরে নবীন জীবনে
করেছি কি এত পাপ হবে না মোচন।"

১৮

অবলার দুঃখ যদি সকলে জানিত
তবে কি পাইতে হয় এতেক যাতনা ?
তবে কি কৌমারে এই বৈধব্য হইত
বিসর্জ্জন দিতে যত সুখের কামনা।"

১৯

জননী বলিল যত হৃদয়ে তাপিয়া
অবোধ বালিকা মাত্র করিল শ্রবণ।
ক্ষণতরে মুখ পানে রহিল চাহিয়া
ক্রীড়াবশে পুনঃ হেসে হইল মগন।

সংবাদাবলী।

যে ডাক্তার লিভংষ্টোন্ সাহেবকে অনেকে মনে করিয়াছিলেন মরিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ষ্ট্যান্লী সাহেবের সহিত আফ্রিকা খণ্ডে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি মধ্য আফ্রিকার সমুদয় দেশ দেখিয়াছেন। পরে দক্ষিণাংশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ প্রচারিত হইলে জগতের একটী মহোপকার সাধিত হইবেক।

সম্প্রতি নিজামের রাজ্য মধ্যে করা নামক স্থানে একটী লৌহের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে!

আগামী আগষ্ট মাস হইতে চুঁচড়া হইতে এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবেক। ইহার সম্পাদক রেবারেণ্ড লালবেহারী দে এবং অন্যান্য উত্তম-ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার সাহায্য করিবেন। আমরা আশা করি যে বঙ্গদেশের হিতকরাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

ইহা জনরব উঠিয়াছে যে ষ্ট্রাচী সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী এলাহাবাদ হইতে মুসড়ী নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। এলাহাবাদ ঐস্থান অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট।

সিংহল দ্বীপের আদিবৃত্তান্ত সংগ্রেহের জন্য তত্রস্থ গভরনর ডবলিউ, এচ, গ্রে সাহেব বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। এই প্রকার উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়।

শুনিয়া আশ্চর্য্য হওয়া গেল যে পাতীয়ালার মহারাজা সম্প্রতি তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইংরাজ গভরমেণ্টের টাকা প্রচলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মহারাজার যথেষ্ট স্বাধীনতার ইচ্ছা!

সিন্ধু দেশস্থ মুসলমানদিগের আদ্যোপান্ত বিবরণ যিনি গুজরাটী বা ঐ দেশের ভাষাতে উত্তম রূপে লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে বোম্বা-এর শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব ৪০০০ চারিসহস্র টাকা পুরস্কার দিবেন।

বৰ্দ্ধমানের সংক্রামক জ্বরের বিবরণ কলিকাতা মেডিকাল কালেজের যে ছাত্র লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে লর্ড নর্থব্রুক একটী স্বর্ণ মেডাল প্রদান করিবেন। লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়ের উদার চরিত্র দেখিয়া তত্রস্থ জমীদারেরা দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এলাহাবাদে মিয়র কালেজ খুলিয়াছে। উহাতে ছাত্রের সংখ্যা অত্যল্প।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে মাননীয় বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার উভয়ে মহাত্মা মৃত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সকল পুনর্ব্বার প্রচার করিবেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার বেথুন স্কুলের সাহায্যের জন্য ১০০০ এক

সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার উদাহরণ অন্যান্য ধনীরা অনুসরণ করিলে আজ কি বঙ্গদেশের এই অবস্থা থাকে?

বর্দ্ধমানে জলের কল হইবেক। এ স্থানে হওয়া উচিত।

বিলাতে প্রায় পঁচিশ জন বাঙ্গালী এক্ষণে অবস্থান করিতেছেন। কেহ বা ডাক্তার, সিবিলিয়ান এবং বারিষ্টার হইতে গিয়াছেন। স্বদেশের দুঃখ মোচন কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না? তাঁহারা আমাদের মহারাণী কিম্বা প্রধান মন্ত্রীর কর্ণে এ দেশের দুঃখের কথা বলুন না কেন? না তাঁহারা সাগরের ওপারে গিয়া ইংরাজ হইলেন?

হুগলী কালেজের মধ্যে কাম্বেল সাহেবের সব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের শ্রেণী আগামী মাস হইতে খুলিবেক। ইহাতে সাঁতার দেওয়া, ঘোড়াচড়া ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবেক।

সমস্ত ইউরোপের রাণীরা অসুস্থা, কেবল স্পেনের মহারাণী সুস্থশরীরে আছেন।

"মদ না গরল" নামক পত্রিকা খানি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সুরেশ্বরী দেবীর আরাধনা কেহ কমাইতে পারিলেন না।

ভারতবর্ষ হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবেক স্থির হইয়াছে।

আমাদের দয়ালু গ্রে মহোদয় ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের মন্ত্রী হইয়া পুনর্ব্বার আগামী মাসে এ দেশে আসিতেছেন।

সোমপ্রকাশ কহেন যে কলিকাতার জষ্টিস্ দিগের জুনিয়ার কালেক্টর আর, এ এচ, লবিঙ্ সাহেব তহবিল ভাঙ্গা এবং বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য পুলিষে সমর্পিত হইয়াছে। সম্প্রতি কাজলিতে এই প্রকার কাজ একটী ইংরাজ করিয়াছেন। জুয়াচোর সকল জাতিতে আছে, কেবল বাঙ্গালী নহে।

আমরা সাহ্লাদে নিম্ন লিখিত সমাচারটী প্রকাশ করিতেছি—"সহৃদয় বর্গের গোচরার্থে আমরা বিনয় সহকারে নিবেদন করিতেছি যে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল" বাহির সিম্‌লা প্রার্থনা সমাজ" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে দীন দরিদ্রগণের সাহায্য প্রদানোদ্দেশে ঐ সভা দাতব্য বিভাগ নামে এক অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব

যে সহৃদয় দেশহিতৈষী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বিভাগের জন্য যাহা কিছু দান বা চাঁদা প্রদান করেন তাহা শ্রী যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ঝামাপুকুর লেন ৩২ নং ভবনে প্রেরণ করিবেন"। আমরা বলিতে পারি যে ইহার অধ্যক্ষগণ সরল প্রকৃতি, স্বার্থপরতা শূন্য ও উদ্দেশ্যসাধনে একাগ্র চিত্ত।

মান্দ্রাজস্থ ছোট আদালতে এক দুঃখিনী জননী তাহার পুত্রের নিকট ভরণ পোষণ পাইবার আশায় অভিযোগ করে, জজ ডিক্রী দেন। পুত্রের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ আইন অনুসারে আদালত এইরূপ হুকুম দেন? জজ কহিলেন" মনুষ্যকৃত আইন নহে, ঈশ্বর কৃত বিধি অনুসারে এই আজ্ঞা দিলাম।"

একখানি ইংরাজী পত্র হইতে অবগত হইলাম যে লণ্ডন নগরে ১ সপ্তাহের মধ্যে ৫ জন বিদগ্ধ, ২৩ জন আহত, ৬১ জন অপঘাত, ৯ জন আত্মঘাতী, ৪ জন সন্তান মাতৃকর্ত্তৃক নষ্ট, হত ১ জন, এতদ্ব্যতীত মাতৃকর্ত্তৃক ১৯ জন শিশু সন্তান নিদ্রিতাবস্থায় বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতায় ২৭৫ খানা ও ইহার উপনগরে ২৭৭ খানা মদের ও তাড়ির দোকান আছে।

সোম প্রকাশ বলেন যে পানিহাটীব ১ জন যুবক জমীদার ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যোয় ১ জন বেশ্যা ও ২ জন উপপতিকে রুদ্ধ করিয়া জরিমানা স্বরূপ কিঞ্চিৎ টাকা আদায় করাতে বারাকপুরের মাজিষ্ট্রেট তাহার ১৫ দিবস মেয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

'মুখার্য্যিস মেগাজিন' নামে এক খানি মাসিক পত্র জুলাই মাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইহাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের সি, টনি, এম, এ, ও বেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুলি বিদ্যা বিশারদ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী ব্যক্তি লিখিবেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন এলাহাবাদ হাইকোটের চিফজষ্টিস কোকিলের ধ্বনি শুনিলে বিরক্ত হন। তিনি কোর্টের নিকটস্থ গাছে যে সকল কোকিল থাকে, তাহাদিগকে তাড়াইবাব আজ্ঞা দিয়াছেন।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বঙ্গসুহৃদ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

চিকিৎসালয়।

২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজীলপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতি, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান্ ও সঙ্গতিপন্ন ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল ব্যক্তি থাকিয়াও অদ্যাবধি এপ্রদেশে একটীও সাধারণ চিকিৎসালয় হয় নাই। অন্য অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক এক জনের আনুকূল্যে এক একটী চিকিৎসালয় চলিতেছে। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ও অন্যান্য সদাশয় মহাত্মাগণ কেবল স্বদেশের উপকার করিয়া ক্ষান্ত হন না, প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই ইহাঁরা আনুকূল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! উক্ত গ্রাম সকলের জমীদার গণ স্বার্থপর ও পরশ্রী কাতর! ইহাদিগের চিত্ত যদি প্রশস্ত হইত, তাহা হইলে ইহারা আপনাদের অনিষ্ট বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিতেন। এই সকল ব্যক্তির কাহার পীড়া হইলে যেরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, চিকিৎসালয় নিকটে থাকিলে তাহার দশাংশের এক অংশ ব্যয় হইত না এবং সর্ব্বসাধারণের পরম উপকার হইত। হা হতভাগ্য জমীদারগণ! গত বৎসরের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়াও তোমাদিগের হৃদয় কি আর্দ্র হয় না? দশ সহস্র ব্যক্তির মধ্যে প্রায় ২৫০ আড়াই শত ব্যক্তির অকাল কালগ্রাসে কি তোমাদিগের পাষাণময় হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে পারে নাই? এক্ষণে তোমাদিগকে অনুরোধ করিলে কি হইবে? অরণ্যে রোদন করা মাত্র। এক্ষণে আমরা দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের শরণ লইতে বাধ্য হইলাম উক্ত মহোদয়গণ কি তাঁহাদিগের এই চির স্মরণীয় কীর্ত্তি করিবেন না? মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাদিগের প্রতি কি মুখ তুলিয়া চাহিয়া অপর একটী স্বর্ণময়ী কীর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত সংস্থাপন করিতে অসমর্থ হইবেন? কখনই এরূপ নহে। অতএব হে স্বদেশীয় মহাশয়গণ! এক্ষণে এই সকল পরোপকারিগণের সাহায্য লইতে যত্নবান হন ও আপনাপন পরিশ্রম ও অর্থ আনুকূল্য স্বীকার করিতে আর পরাঙ্‌মুখ না হন এই আমাদিগের একান্ত বাসনা।

কলিকাতা } জনৈক ভুক্তভোগী।
২৪ জুলাই ১৮৭২ } শ্রীয. না. ভ.।

বঙ্গসুহৃদ।

মাসিক পত্র।

জন্মভূমি দুঃখে যায় চক্ষে আসে জল,
জ্ঞানবান সেই তার জনম সফল।

২য় সংখ্যা [ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৯] ১ম ভাগ

মনের প্রতি উপদেশ।

ওরে পাপীমনঃ, হয়ে সচেতন
ডাক্‌রে বারেক, পরমধনে।
বিষয়ের আশা, বিষম পিপাসা,
পূরাতে পারিবে, ভেবেছ মনে ?
কভু পারিবে না, ছাড় সে বাসনা,
ধর সুমন্ত্রণা, বলি তোমারে।
কর রে যতন, লভিতে সে ধন,
হলেও মরণ, পাবে যা পরে।
ধরার বিভব, ধরাতেই সব,
হইবে রে লয় দেহেরি সনে।
এসেছ একাকী, যাইবে একাকী,
তবে কর একি, ভুলি আপনে ?
যখন শমন, ঘোর দরশন,
আসিয়া তোমায় ধরিবে করে,
কি করিবে হায়, দেখি অসহায়,
কে লবে তোমায় কোলেতে করে !

ত্যজি অন্যকাম, লহ অবিরাম.
সেই ব্রহ্ম নাম হইয়া ভাবী।.
জ্বালা যাবে দূরে, শীতল অন্তরে,
সদত জপিবে এলেও ভাবী।

সুধু শাস্ত্র পাঠে লোক জ্ঞানী হয় না।

কি ভাবেতে দিবানিশি রয়েছ মগন?
একবার ভাব দেখি "আমি কোন জন।"
আত্মতত্ত্ব সার তত্ত্ব যদি না করিবে
ক্ষেত্রতত্ত্ব করি বল কি ফল হইবে?
পড়েছ বিবিধ শাস্ত্র লোকে জ্ঞানী মানে
মূর্খতা ত যায় নাই সুনীতি বিহনে।

মনুষ্য জীবনেব অনিত্যতার বিষয় ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের মনে যে কি ভাবেব উদয় হয় তাহা বলা যায় না। যখন জ্যোতিষ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে ঐ রূপার থালার ন্যায় চন্দ্র মণ্ডল এক প্রকাণ্ড পদার্থ এবং উহাতেও পৃথিবীর ন্যায় স্থানে স্থানে পর্ব্বত, নদী, বন, উপবন প্রভৃতি অনেক অনেক বড় বড় পদার্থ আছে তখন আমাদিগের মনে এক বিমল আনন্দের উদ্রেক হয়। কিন্তু যখন আবার বিবেচনা করি যে এই চন্দ্র শত শত বর্ষ পূর্ব্বে এই রূপ আলোক প্রদান করিয়া কত শত লোককে পুলকিত করিয়াছিল, যাহাদিগের এক্ষণে কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না, তখন আমাদিগের হৃদয় অমনি চমকিয়া উঠে এবং প্রাণ কাঁদিতে থাকে। যখন কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদিগের কাব্যাদি বিনির্গত রসাভিষিক্ত হইয়া আমাদিগের মনঃ নৃত্য করিতে থাকে, সেই সময় আবার যদ্যপি আমরা ভাবি যে ঐ কাব্যাদি শত শত রসিক পুরুষের রসোদ্রেক করাইয়াছিল, যাহাদিগের কর্ণ আর এখন কোন বিষয়ে কর্ণপাত করে না এবং নয়ন আর কিছুই দর্শন করিতেছে না, তাঁহাদের পক্ষে সকলই এখন রসহীন হইয়াছে, তখন আর আমাদিগের মনঃ কি সামান্য

রসে সিক্ত হয়? পুরাণ ইতিহাসাদিতে যখন আমরা দেখি যে মহামানী দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজগণ এক মানের জন্য ধর্ম্মধনকেও বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং রঘু আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতি মহা মহা বীর পুরুষগণ বাহুবলে প্রায় সমুদায় ধরাতল করগত করিয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখিতেছি তাঁহারা সেই সমুদায় মান ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া রিক্তহস্তে এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন এবং সক্রেটিস্‌ প্রভৃতি পরম ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ নিরপরাধে নিহত, শকুনি প্রভৃতি দুরাত্মারা কুক্রিয়া করিয়া রাজ সমীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এক্ষণে আর তাহারা তিরস্কারে মলিন বা পুরস্কারে প্রফুল্ল হইতেছে না, লজ্জা আর তাহাদিগকে লজ্জা দিতে পারে না, দুর্ভাগ্য আর দুঃখিত করিতে পারে না সকলই তাহাদিগের পক্ষে সমান হইয়াছে, তাহারা কেবল একমাত্র কর্ম্মের ফলাফল অনন্তধামে ভোগ করিতেছে তখন কি আর আমাদিগের লোকের তিরস্কার বা পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্য থাকে? আর কি আমাদিগের মনঃ যশোলিপ্‌সা প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কুক্রিয়া করে? জীবন অনিত্য কি স্পষ্টই বোধ হয় না? একেবারে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পাপের প্রতি বিষম ঘৃণা এবং ধর্ম্ম লাভের একান্ত বাসনা হইতে থাকে, আর মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করিয়া অনিত্য ধনলোভে নিত্য ধনকে হারাইতে চাহি না।

আমাদিগের এই মহাজ্ঞান সামান্য জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয় এবং যাঁহারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহাদিগেরত অগ্রেই হইবেক ইহার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা ইহার বিপরীত ফল সর্ব্বদা দেখিতে পাই। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উৎকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনিই আবার ধর্ম্মের নাম শুনিলে বিরক্ত হইয়া উঠেন। ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা হয় না বলিয়া কি নহে? কেবল শুকপক্ষীর ন্যায় কণ্ঠস্থ করিলেই কি জ্ঞান লাভ হয়? "মিথ্যাকথা কহিও না" ইহার কর্ত্তা "তুমি" ক্রিয়া "কহিও না" কেবল ইহাই কি শিক্ষা দেওয়া উচিত? এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? এবং ছাত্রেরা যাহাতে মিথ্যাকথা না কহে এমত করা কি শিক্ষকের উচিত নহে? "জীবন অচিরস্থায়ী"

ইহাদ্বারা কি মরণের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে? আত্মতত্ব যে সার তত্ব তাহা না করিয়া কেবল ক্ষেত্রতত্ব অধ্যয়ন করাইলে কি হইবেক? আমি কে? এ বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়া, বায়ু কি পদার্থ? কেবল ইহার আলোচনা করিলে কি হইবে? বিজ্ঞান ধর্ম্মজ্ঞানের একটী প্রধান উপায়, এটি কেবল কথা মাত্র হইল!!!

অতএব সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকানেক বিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষকেরা (যদি ও লেখা পড়া জানেন বটে) অতিশয় দুশ্চরিত্র। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই বোতল গ্লাস খোঁজেন। কোট পেন্টুলেন খুলিয়া কালা পেড়ের বাহার ন্যান। এই সকল পাপীদিগের দ্বারা ধর্ম্মনীতি কখনই সম্ভবে না। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের একটুকু বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে ধর্ম্মনীতি নিয়মিত রূপে শিক্ষা দেওয়া হয় এমত করিলে দেশের যৎপরোনাস্তি মঙ্গল সাধন এবং তাহাদেরও ধর্ম্মলাভ হইবেক ইহার কোন সন্দেহ নাই।

বঙ্গ সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গুণীর সামান্য দোষ আগে দৃষ্ট হয়
নির্গুণের শত দোষ কেহ না গণয়।

গত মাসের "সুহৃদে" আমরা কপটচারি ব্রাহ্ম গণের দোষের বিষয় লিখিয়াছি তাহাতে যে তাঁহারা যারপর নাই কুপিত হইয়াছেন (আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।) তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় যে পেচকের দিকে বিকৃত মুখ ভঙ্গি করিলে সেও সেইরূপ করে; বস্তুতঃ সেই মুখভঙ্গি যে তাহার মুখের প্রতিকৃতি তাহা সে জানে না এবং জানিলে বোধ হয় কখন সেরূপ করিত না। আমাদের এইরূপ মুখ ভঙ্গির তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ জ্ঞানি ব্যক্তিকে তাঁহার দোষের বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি কখনই রাগ করেন না, প্রত্যুতঃ কৃতজ্ঞচিত্তে জ্ঞাতকারিকে

ধন্যবাদ দেন ও আপনার দোষ সংশোধনের চেষ্টা করেন। আমরা ব্রাহ্মদিগের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি—কুপথগামি ব্রাহ্মদিগকে সৎপথ অবলম্বন করাইতে প্রকৃত ব্রাহ্মগণকে বলিতেছি, কারণ ইহা কথিত আছে যে জ্ঞানিকেই দোষের বিষয় জ্ঞাত করাইবে।

"উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় নশান্তয়ে
বানরায় মতিং দত্বা স্থান ভ্রষ্টাঃ যযুঃখগাঃ।"

আমাদিগের উদ্দেশ্য যখন দোষ সংশোধন করিবার জন্য তখন দোষি ব্রাহ্মগণ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইলেও আমরা কি স্থির থাকিতে পারি? না—কিরূপেই বা পারিব? সুহৃদের বিপদ কালে সুহৃদ কি সুস্থ চিত্তে থাকিতে পারে? না আপনি অপমানিত, হতসর্ব্বস্ব হইয়া—এমন কি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তাঁহার বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করে? প্রকৃত বন্ধু—হিতার্থি বন্ধু কাহাকে বলে? বন্ধু তিরস্কার—অন্যায় তিরস্কার—বিপদকালে হিতকর উপদেশের নিমিত্ত তিরস্কার করিলে—ঘৃণা করিলে—কোন নীচ পশুর ন্যায় ঘৃণা করিলে যাঁহার মন পরিবর্ত্তন না হয় সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু !!!

অতএব এমন স্থলে আমরা কিরূপে নিরস্ত থাকিতে পারি? সুহৃদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিরূপে মুখ ফিরাইয়া লইতে পারি? তাঁহারা তিরস্কার করুন—ঘৃণা করুন আমরা কখনই নিবৃত্ত হইব না। ভ্রমান্ধ কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগকে তাঁহাদের দোষের কথা বলিলে বিপরীত ফল হয়—অনেক স্থলে অপমানিত হইতে হয় তাহা আমরা জানি, কিন্তু নবজাত বৎসকে যদি ব্যাঘ্রও আক্রমণ করে তথাপি কি গাভী সেই আক্রমণে বাধা দেয় না? আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে না? অতএব আমরা বিনয় করিয়া বলিতেছি হে ভ্রাতৃগণ কপটাচার পরিত্যাগ কর। আমরা আশা করি ব্রাহ্মসমাজের অলঙ্কার স্বরূপ অন্যান্য ব্রাহ্ম মহোদয়গণ তাহাদের কুপথগামি ভ্রাতাদিগকে সৎপথ অবলম্বন করাইতে বিশেষ যত্ন করিবেন এবং তদ্দ্বারা আমাদিগকেও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবেন। আমাদের এ আশা কি দুরাশা? না, কখনই নহে—কারণ আজ কাল দেশের যে সকল উন্নতি হইতেছে তাহার অধিকাংশের জন্য আমরা

কি ব্রাহ্মসমাজের নিকট—পরম পবিত্র শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মগণের নিকট ঋণী নহি? আমরা যদি এরূপ পাষণ্ড হই, যদি আমাদিগের জ্ঞানকাণ্ড এরূপ শূন্যগর্ভ হয় যে আমরা মুখে তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন না করি তথাচ আমাদের হিতাহিত জ্ঞান যে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে "ব্রাহ্মনাম আমাদের সমাজের অলঙ্কার"। স্ত্রী শিক্ষা উন্নতিমন্দিরের একটি প্রধান সোপান কাহাদের যত্নে? কোন্ মহোদয়গণ আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিদেশে —অতিদূর দেশে গিয়া তদ্দেশবাসিগণের উন্নতির চেষ্টা করেন? তাহা সকলই আমরা জানি এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; তবে কতকগুলি উষ্ণশোণিত অপদার্থ ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ও পবিত্র ব্রাহ্মনামের কলঙ্ক উৎপাদন করিতেছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সকল নরাধম ভণ্ডদিগের ধর্ম্মের আভাস মাত্রও বোধগম্য হয় নাই, কেবল "আমি ব্রাহ্ম আমি বড়লোক" এই বাক্যই তাঁহাদের আত্মপ্রসাদ। তাঁহারা যে কোন প্রস্তাব শ্রবণ করেন, স্বমত বিরুদ্ধ হইলে (যদি সেই প্রস্তাব চন্দ্র সূর্য্যবৎ প্রত্যক্ষ হয়) তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করেন। এই কারণেই আমরা পূর্ব্ব পত্রে প্রকৃত ব্রাহ্ম গণকে লিখিয়াছিলাম, ব্রাহ্ম নাম ধারি ভণ্ডগণকে লিখি নাই। যাহাহউক এক্ষণে অপর সমাজের বিষয় কিছু বলিব।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের একটি মহৎ দোষ এই স্বমত বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যা তর্ক করা। এই দোষ সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার এই দোষ যদি সামান্য লোকের থাকে তাহা হইলে তত অনিষ্ট হয় না। কিন্তু যে সমাজের বড় লোকদিগের এই দোষ আছে সে সমাজের সর্ব্বনাশ। এই এক দোষ হইতে শত শত ভয়ানক অনিষ্ট হয়, শত শত উন্নতিপথ অবরুদ্ধ হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত—বড়লোক বলিয়া কি আমরা দোষ কথনে ও গুণ কীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইব? না কখনই নহে। বিধবা বিবাহ লইয়া যখন হুলস্থূল পড়িয়াছিল, যখন আমাদের দেশের একটী প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন হিন্দু সমাজের মুরব্বি মহাশয় তাহার বিপক্ষ হইলেন, বিধবা বিবাহ নিবারিত হইল। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই উক্ত

মহামান্য মহাশয় মনে মনে অবশ্যই স্বীকার করিতেন যে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত (এবং অনেক স্থলে প্রকাশও করিয়াছেন), কিন্তু কি করেন হিন্দু সমাজের ও আত্মমত বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যা তর্ক করিয়া এই অসীম উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিলেন। এই কথার জন্য আবার গোঁড়া হিন্দুরা আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন তাহাব আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের কথা খুলে বলিলেই লোকে পাগল বলে তাহা আমরা জানি ও তজ্জন্য তাঁহাদের সকল প্রকার তিরস্কার অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি বিষম প্রপীড়িত হইয়া মুখে এ কথা অস্বীকার করি আমাদের অন্তরাত্মাত প্রতিক্ষণে আমাদের কর্ণ কুহরে কহিবে "তোমরা যথার্থ বলিয়াছ"। এই বিষয়ের আব একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হই-তেছে। বহু বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা রহিত হইলে দেশের কি একটী সাংঘাতিক অনিষ্ট দূরীভূত হইত না? কৌলীন্য প্রথার সহিত ধর্ম্মের কি সংস্রব আছে? ইহাতে কি পশুবৎ অপদার্থ লোকেরা হিন্দু সমাজে দেব তুল্য পূজ্য হইতেছে না? হায় এক জন বৃথাভিমানী কুলীনের জন্য কত ব্যভিচার, কত ভ্রুণ হত্যা হইতেছে!! অনেক নির্দয় পাষণ্ডগণের বিবাহই ব্যবসায়, বিবাহই জীবিকা!!! এমন স্থলে এই বিষম অনর্থের মূল স্বরূপ প্রথা নিবারিত হইল দেশের পরম সৌভাগ্য এ কথা কে অস্বী-কার করেন? (যদিও অনেকে অহঙ্কারের খাতিরে সাধারণে প্রকাশ করেন না) কিন্তু এই উপলক্ষে কোন নামজাদা "হিন্দু কুল তিলক" কত মিথ্যা তর্কই বা করিযাছিলেন! সেটি কি তাঁহার স্বমত বজায় রাখি-বার জন্য নহে? কে অস্বীকার কবিবেন? অন্ততঃ মনের কাছে? অনেকে বালক সুহৃদের উপর কুটিল ভ্রুভঙ্গি করিবেন, কিন্তু সুহৃদ এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হহবে যে "আমি তাহাদের মনের কথাই মনে করিয়া দিতেছি।"

হিন্দুসমাজের আর একটী মহৎ দোষ (সকলের না হউক অনে-কের বটে) তাঁহারা পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত আচার ব্যবহারের দোষ দর্শনে অন্ধ। উক্ত আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ কোন কথা যাহার মুখে শ্রবণ করেন তাঁহাদের মতে সে বিধর্ম্মী! এই আচার ব্যবহার যত দোষাবহ হউক না কেন তাঁহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত। ফলতঃ হিন্দুসমাজের

অনেকের নিকট "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং" এটী একটী কথার কথা মাত্র। কিন্তু কোন দেশের চিরাগত পদ্ধতি একেবারে সংস্কৃত এরূপ জ্ঞান থাকিলে কস্মিন কালেও সেই জাতি আর উন্নত হইতে পারে না, যে অবস্থায় এরূপ জ্ঞান জন্মে চিরকাল সেই অবস্থাতেই থাকিতে হয়। পুরাবৃত্ত দৃষ্টি করিলে তাহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন চীন দেশে কাষ্ঠনির্ম্মিত কামানের সৃষ্টি হয়, তখন ইঙ্গরেজরা পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন। কিন্তু ইঙ্গলণ্ড ও চীনবাসী এদুয়ের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে শেষোক্ত গণের উন্নতি অনেক দিন হইতে নিশ্চল হইয়াছে। তাহার কারণ কি? "চিরাগত পদ্ধতি অভ্রান্ত" এই সংস্কার—এই দারুণ অনিষ্টকর কুসংস্কার যে মুহূর্ত্তে সেই দেশে প্রবেশ করিল, উন্নতি অমনি উত্থান শক্তি হারাইলেন, এক পাও চলিতে পারিলেন না। হিন্দু সমাজে সেই কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, তজ্জন্য উন্নতির স্রোতও বদ্ধ হইয়াছে এবং যত দিন এই সংস্কার থাকিবেক ততদিনের নিমিত্ত উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবেই হইবে। এই কুসংস্কার নিবারণের নিমিত্ত আমরা "সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী" সভাকে অনুরোধ করি, বৃথা "আগড়ম বাগড়ম" না বকিয়া (যাহারা সংস্কৃতের বিন্দু বিসর্গ জানে না, ন্যায়ের বিচার তাহাদের নিকট আগড়ম বাগড়ম বই আর কি?) যদি এই সকল কুসংস্কার নিবারণ চেষ্টা করেন তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে এবং সভারও যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হয়! নচেৎ "বেদ কয় প্রকার; হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম" এই সকল বিষয় লইয়া কেবল তর্ক বিতর্ক করিলে কয়জনেব যথার্থ উপকার হইতে পারে? বালক প্রথমে কথা কহিতে শিখুক পরে পুস্তক পাঠ করিবে, নচেৎ কথা কহিবার পূর্ব্বে পাঠ করাইবার যত্ন বিফল হইবে। প্রথমে কুসংস্কার যাক পরে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিবে। কুসংস্কার রূপ প্রস্তারাচ্ছাদিত মনে ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতি কখনই প্রবেশ করিতে পারে না, একথা সকলেরই স্বীকার্য্য।

বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণ।

আমরা পক্ষপাত শূন্য হইয়া আমাদের পুর্ব্বাপর অবস্থা সুক্ষ্ম রূপে পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কতদূর সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের জ্ঞানের সীমা কত সামান্য ও অল্প বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল, তাঁহারা কোন্ সম্রাটের রাজত্বে বসতি করেন তাহাও সকলে জানিতেন না কেবল গৃহ কার্য্য কি রূপে সুসম্পন্ন হইবে তাহাতেই ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা ভীষণ মূর্খতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠ-শালায় যৎ সামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত। এই সকল মহাপুরুষগণের বক্তৃতা শক্তি কেবল দলাদলির সময় দেখা যাইত; আসবাবের মধ্যে কেবল এক একটি হুকা হস্তে মাদুরের উপর বসিয়া মৃত্তিকা পরিমার্জ্জিত দেয়াল ঠেসান মাত্র। তখন আর এ সময়ের ন্যায় কোন সামাজিক বিষয়ে সংশোধন হেতু কোন প্রকার বাক বিতণ্ডা হইত না, সুতরাং ক্রিয়া কলাপ স্থির ভাবে সম্পন্ন হইত, সেই সময়ে কপট ব্রাহ্মণগণ এক প্রকার স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিয়াছে তাহারা দেব পূজাযোগ্য পূজিত হইয়া দুই একটি পৈত্রিক ওজা মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিপালিত হইত ও স্বগর্ব্বে শূদ্রদিগের শিরোদেশে সরজ পদ সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিত। এখন আর সে কাল নাই। বিলাতিদিগের সহিত বিলাতি বিদ্যা, বিলাতি সভ্যতা, বিলাতি বিলাস কামনা রত্নগর্ভা ভারতভূমির উপর উচ্চ গিরি নিঃসৃত প্রবল প্রবাহ স্বরূপ পড়িয়া গুগলী শুক্তির সহিত রত্ন গুলি ও দুর্নিবার স্রোতে লইয়া যাই-তেছে। যাহাহউক সেই বিলাতি দিগের দ্বারা যে আমরা এমত "বিদ্যা রত্নংমহাধনং" লাভ করিতেছি তজ্জন্য সরল অন্তঃকরণে তাঁহাদিগের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব ও বিদ্যা রসগ্রাহী কৃতবিদ্যগণ-তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। বিদ্যা শিক্ষোত্তেজিত কৃতবিদ্যগণ স্বদেশে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বন্ধু হীন প্রদেশে কত শত যন্ত্রণা সহ্য করতঃ অবস্থান করিতেছে ও পরিশ্রমের অমৃত ফল লাভ করিতেছে। কোন যুবক দল "পক্ষিগণ কি পিঞ্জর-বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে?" অতএব মহিলা-

গণকে অন্তঃপুর পিঞ্জর হইতে মুক্ত কর ও পক্ষীদিগের ন্যায় স্বাধীন ভাবে আহার বিহার করিতে দেও” এই রূপ বক্তৃতা করিয়া রোষকসায়িত লোচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দিগের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। কোনস্থানে বা দুই যুবক আলেক্‌জাণ্ডার কি নেপোলিয়ন বড় যোদ্ধা এই বিষয় লইয়া আপনারা তর্ক যুদ্ধ করিতেছে ও কোথায় বা শ্রীরাম চন্দ্র বানর জাতীয় কি না ও বৌদ্ধ মতে তিনি সীতাকে (ভগ্নীকে) কি প্রকারে বিবাহ করিলেন তদ্‌বিষয় বাচস্পতি, বিদ্যা ভূষণ প্রভৃতিব নিকট সিদ্ধান্ত হইতেছে। কোন শ্রেণীতে বা বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া অতিশয় কর্ত্তব্য, এতদ্‌বিষয় পর্য্যালোচনা হইতেছে, তন্মধ্যে কোন দেশহিতৈষী যুবক আমাদিগের অবলা বালাগণের দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা অনুধাবন করিয়া দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “যে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যদ্যপি আমার স্ত্রী কখন বিধবা হয় তাহা হইলে আমিই অগ্রে তাহাকে বিধবা বিবাহ দিয়া উদাহারণ স্থল হইব। কোন স্থানে বা পবিত্র পবম ব্রহ্মোপসনা হইতেছেও কতশত যুবক শ্রোতাদিগের পাপে ঘৃণা ও সংসার অসাব বোধ হইতেছে। কোন আলয়ে বা সুধীর ছাত্রগণ পাঠে মনসংযোগ কবিয়া মস্তিস্ক নষ্ট করিতেছে, এই সকল যুবক মুকুলের প্রতি একবার লক্ষ্য করিলে হৃদয় কি আনন্দ রসে মগ্ন হয় ও মন কি অপূর্ব্ব সুখ স্বপ্ন দেখিতে থাকে; কিন্তু হায়। প্রস্ফুটিত না হইতে হইতেই সংসার বলপূর্ব্বক পল্লব হইতে বিচ্ছিন্ন করিল, দিনে দিনে সৌগন্ধ বিলীন হইয়া গেল, পাতা গুলি ঝরিয়া পড়িল, এক্ষণে মানবের অহিতের জন্যই কীট গুলি রহিল, ঘ্রাণ মাত্রেই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবে ও তিরস্কৃত হইয়া পদতলেদলিত হইবে। যাঁহারা যৌবনে এতদূর উৎসাহের মূল, উন্নতি সোপান, ও সুখের অঙ্কুর ছিলেন তাঁহাবা এক্ষণে অনুৎসাহ অধোগতি ও অসুখের পাত্র হইলেন। তাহাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্তির সহিত সমাজের সুখ আশাব সমাপ্তি হইল তাঁহারা যে দিনে চূড়ান্ত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন সেই দিন হইতে পুনঃ সাধারণ মূর্খ অপেক্ষা অধিকতর মূর্খ হইতে আরম্ভ করিলেন। কারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? বিদ্যার ফল কি? তাহাও সম্যক রূপে উপদেশ পাইয়া তাঁহারা

স্বেচ্ছা-ক্রমে তুচ্ছ করিলেন। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে গাউন পরিধান করিলেন সেইক্ষণ হইতে সাহেবি বাতাশ গায় লাগিল ও তৎক্ষণাৎ ধেনো বাঙ্গালি রং চন্দ্রিমা হইল কি না দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহ "নেভার মাইণ্ড" বলিয়া চলিলেন। তাঁহারা যখন পরীক্ষার পাঠ্য সকল উৎগীরণ করিলেন সেই সময় হইতেই উদর খালি হইল তাঁহাদের ক্ষুধায় টাকা টাকা করিয়া চিৎকার আরম্ভ করিলেন। সংসার আলিঙ্গন করিল। মোহিনীগণের কি অলৌকিক মোহিনী শক্তি এক আলিঙ্গনে নিবৃত্তি পলায়ন করিল। মন বিস্মৃতি মোহে আচ্ছন্ন হইল। হায় এখন কি পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগের মনের স্বাধীন ভাব, উৎসাহপূর্ণ নয়ন ও শক্রুহীন হইতে দেখিতে পাইব? কখনই নয়!

যাহাদিগের অবিশ্রাম কঠোর পরিশ্রম দেখিয়া সূর্য্যদেব লজ্জায় গণ্ড ঈষৎ রক্তিমা রাগে রঞ্জিত করিয়া দ্রুত পদে পলায়ন করিত, যাঁহারা বিভাবরীর বিশ্ববিনোদিনী কন্যা নিদ্রা দেবীর মধুর প্রসাদ স্বকার্য্য সিদ্ধির পরবৈরি জ্ঞান করিত,এক্ষণে তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্যক্তি হইতে বিভিন্ন করা যায় না মাতৃ ভাষার সহিত ইংরাজী দুই একটি মিশ্রিত পদ ও করে কর পীড়ন প্রভৃতি কয়েকটি তাহাদিগেব স্বাস্থ্য ক্ষয় ও ধন ব্যযের স্মরণার্থ কীর্ত্তি স্তম্ভ রহিয়াছে, তাহাদিগের পরস্পব কথোপকথন ও সম্বোধন তাদৃশ সংশোধিত হয় নাই। তাঁহারা এখনও কাল্পনিক আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিতে থাকেন। অনেকেই বলেন যে বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম হয় কিন্তু রক্তের জোর কমিয়া গেলেই অর্থাৎ মনুষ্যত্বে বিবেক শক্তি পরিপক্ক হইলে পুনঃ তাহারা পরম হিন্দু হয় তাহার কারণ যে যৌবনে দুর্নিবার ধন লিপ্সা ও সাংসারিক কাল্পনিক সুখ বিদ্যা শিক্ষায় মন গাঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাতে প্রবেশ করিতে পারে না সুতরাং এরূপ সত্যনিষ্ট হইয়া পরম ব্রহ্মাশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, পরক্ষণেই (তাঁহারা চূড়ান্ত বিদ্যা বিশারদ হইলেই) পরম হিন্দু বা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ তাঁহাদের দীর্ঘ তিলক ও রুদ্রাক্ষ মালা মনের ভীষণ পাপ ক্রিয়াভিসন্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এখন ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে তাহাদিগের মহিলাগণ তদ্রূপ ও দুরবস্থাপন্ন হইবে, কারণ পুরুষগণ নারীজাতির আদর্শ

স্বরূপ। আমরা সর্ব্বক্ষণ শুনিতেছি যে সভ্যতা জ্যোতি বিকীর্ণ হওয়াতে আমাদিগের ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন মন পবিত্র আলোকে আলোকিত হইয়াছে, কিন্তু হক্ কথা বলিতে হইলে যে আমাদিগের সেই ট্যানা পরা মট্কা উড়া পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদিগের এই বর্ত্তমান সুসভ্য সচ্চিদানন্দ বিদ্যাসাগরমন্থন কারী কৃতবিদ্যগণ অপেক্ষা সহস্র গুণে সরলসহৃদয়, নিরহঙ্কার ও তজ্জন্য সুখী ও ছিলেন। এক্ষণে ভ্রাতৃগণ! তোমাদের বিদ্যা শিক্ষার ফল কোথায়! বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কি কখন কেহ মূর্খ হয়। কখনই না, তবে তোমরা বলিতে পার যে আমরা এত দিন কালেজে কি করিলাম? কেমন করিয়াই বা এমত সকল প্রশংসা পত্র পাইলাম? তাহার উত্তর, তোমরা গ্রাস ও উদ্গীরণ করিতে উত্তমরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছ ও তজ্জন্যই তোমারা এরূপ পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হইয়াছ। এক্ষণে কৃতবিদ্যগণের কর্ত্তব্য কি? তদ্বিষয় লিখিতে সাহসী হইলাম। জগদীশ্বর জগৎস্থ মনুষ্যদিগকে এমন একটি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করিয়াছেন, যে আমারা বাল্যকাল হইতে যে পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার বয়সে পরিণত না হই, ততকাল পিতা মাতার উপরে আমাদিগের লালন পালন, সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। পরে তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ও জগতের এক একটি অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা কালে পিতা যাহা ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হন। পরম পাতা পরমেশ্বর মনুষ্য প্রকৃতি মধ্যে কতক গুলি সদ্বৃত্তি ও তৎ পরীক্ষার নিমিত্ত কতক গুলি অসদবৃত্তি ও প্রদান করিয়াছেন, হিতাহিত বিবেক শক্তি দ্বারা ঐ সকল রিপুগণকে দমন করা প্রকৃত জয়লাভ, এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ যদ্যপি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় উক্ত পরম শত্রুগণে বশবর্ত্তী হন, তাহা হইলে তাহাদিগের বিদ্বান বলিয়া গৌরব করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বর্ত্তমান যথার্থ ব্রাহ্ম কৃতবিদ্যগণ আমাদিগের বঙ্গ সমাজের সর্ব্বতো ভাবে প্রধান সম্প্রদায়, দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা, সমাজ সংস্করণ সদালাপ ও সদুপদেশ যাঁহাদিগের জীবনের ব্রত হইয়াছে, তজ্জন্য

সাধারণ কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা উপরিউক্ত ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের সদনুষ্ঠান গুলি অনুকরণ করুন, যে মহাত্মাগণ সামান্য, দুরাবস্থাপন্ন, হইতে ভ্রমান্ধ রাজাধিরাজগণ প্রভৃতি সকলের প্রতি সমান ভাবে ব্যবহার করিতে শঙ্কুচিত হন না। যদি'ও তাঁহারা সামাজিক উন্নতি করিতে দুই একটী কার্য্য অহিতকর করিয়া ফেলেন, তথাপি সে দোষও মার্জ্জনীয়, কারণ মনুষ্য প্রকৃতি সকল বিষয়েই পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না। কৃতবিদ্যগণ! তোমাদিগের নানা বিজ্ঞান শাস্ত্র জনিত কুটিল তর্ক শক্তির উপরে আমরা ধর্ম্মের বিষয় কিছুই উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! খচ্চরভাব পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম্ম অভিমত হয় সেইটীই দৃঢ় ব্রত হইয়া প্রতি পালন কর। বর্ত্তমান সামাজিক অন্যান্য নিয়মের বিশৃঙ্খলতার সহিত ধর্ম্মও এরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে,যে ব্যক্তি যখন যে ধর্ম্মে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের ছিদ্র দেখিতে পান তখন তিনি কেবল মাত্র বিলাস বিহার জন্যই, ক্ষণকাল সেই ধর্ম্মাবলম্বী হন। বিধবা যুবতী বিবাহ কালে ব্রাহ্ম, বিলাতি চারুনেত্রা সহবাস করিতে খৃষ্টীয়, দেব দেবী পূজোপলক্ষে জঘন্য নৃত্যগীতাদিতে মগ্ন হইয়া পরমহিন্দু হন। অবশেষে কৃতবিদ্যগণের নিকটে আমাদের এই ঐকান্তিক মিনতি যে তাঁহারা বৃথা পরনিন্দা আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে চিরদুঃখিনী বঙ্গমাতার দুর্গতি অবসান হয়, এমত উপায় করতঃ "আমরা বিদ্বান হইয়াছি" এই ব্যক্যটীর স্যার্থকতা সম্প্যাদন করুন।

অদ্য আমরা সাধারণ বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণ কিরূপ হইতেছেন ও তাঁহাদিগের কিরূপ হওয়া উচিত তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলিলাম। পদ্মাসনা বীণাপানির বরপুত্রদিগের উপরে লেখনী চালান সামান্য বিষয় নহে, উঃ কত যে বিদ্যাভাও পান করিতে হয় তাহা বরপুত্রেরাই জানেন !!! কিন্তু আমরা ভাণ্ড, গ্লাস বোতল কিছুই স্পর্শ না করিয়া এরূপ সুকঠিন বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিলাম, তাহাতে যে আমাদিগের এই লেখনী নিঃসৃত প্রবন্ধটী জনসমাজের রুচিকর হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু পানীয় পদার্থেরও বিশ্বাস নাই। কারণ মহাত্মাগণ যে সুধাপান করিয়া জগৎ মনোরমা * নন্দিনী, পবিত্রা * তপস্বিনী ও বিরজয়ি মেঘনাদের জন্মদাতা

হইলেন তাঁহারাই পুনঃ সেই মধু মদোন্মত্ত হইয়া কেহ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের বিষে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কেহ বৃদ্ধ বয়সে একছড়া মধুহীন ভাঁট ফুলের মালা গলদেশে ঝুলাইয়া জন সমাজের ভৎর্সনার পাত্র হইলেন। কেহ বা বঙ্গের রঙ্গভূমিতে হেকটারের রঙ্গ দেখাইয়া একবারেই মস্তকাবনত করিলেন।

স্ত্রী স্বাধীনতা।

বর্ত্তমানকালে স্ত্রী স্বাধীনতা হইয়া যেরূপ চতুর্দ্দিকে হুলুস্থূল পড়িয়াছে তাহাতে আর অধিক অভিনব মত প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। তথাপি বঙ্গসমাজের এইটী একটী প্রধান শুভাশুভের বিষয় তজ্জন্য স্বাভিলাষ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

জগদীশ্বর যথার্থতই নারী ও পুরুষ জাতিকে একভাবে সৃজন করিয়াছেন। পুরুষ যেমন তাঁহার প্রিয়, পুত্র, স্ত্রীগণও সেই পরিমাণে তাঁহার প্রিয়তমা পুত্রী। কিন্তু সংসার যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করণের জন্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের উপরে স্বতন্ত্র কার্য্যের ভার নিরূপিত হইয়াছে। পুরুষগণ যেমন বীর্য্যবান, নির্ভয় ও তেজস্বী, স্ত্রীগণ তেমনি কমনীয়, ভীরু ও মধুর। পুরুষগণের কর্ত্তব্য যে তাহাদিগের স্বাভাবিক শারীরিক শক্তি ও দৃঢ় মনোবৃত্তির দ্বারা পরিবার প্রতিপালনের উপায় সংগ্রহ করিবে। স্ত্রীগণও স্বাভাবিক বিনয় ও মধুরতা গুণে পরিবারস্থ সকলকে শান্তিরসে বিগলিত ও প্রেম ডোরে বদ্ধ করিবে। এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ পরমপাতা পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পরের অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মে, তাহাদিগকে এমত ভিন্ন ভিন্ন গুণালঙ্কৃত করিয়াছেন। স্বভাব উদ্যানে রমণী কুসুম কি অনির্ব্বচনীয় মধুভাণ্ড ও মনোহর। কিন্তু তন্মধ্যেও দুর্নিবার দুষ্ট কীট বাস করে। এক্ষণে সেই মধুসম্ভোগ ও কীটের দংশন দর্শকগণের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব যে পূর্ব্বে আমাদিগের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের প্রতি যেরূপ নীচ নিষ্ঠুরাচরণ করা হইত তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যে সে সময়ের পুরুষগণ পুরুষ জাতিই

স্বভাবের প্রধান সৃষ্টি ও নারীজাতিই অন্যান্য ইন্দ্রিয় উপভোগের মধ্যে একটী এরূপ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে বিদ্যা ও সভ্যতার জ্যোতি প্রভাবে অনেক পরিমাণে সেই বিষম ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে। পুরুষগণের অবস্থার উন্নতির সহিত এখন স্ত্রীগণের ও সৌভাগ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। বস্তুত এক্ষণে পূর্ব্বের একটি বৃদ্ধ মহিলার সহিত বর্ত্তমান তাঁহার একটী বিদ্যাবতী কন্যা বা পৌত্রীর তুলনা করিলে একবংশাবলি বলিয়া প্রভেদ করা দুঃসাধ্য। আমাদিগের মহিলাগণের মানসিক বৃত্তি, আচার, ব্যবহার ধর্ম্মনীতি ও কথোপকথন এতদূর পূর্ব্বাপর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান মহিলাগণ যতই কেন পাণ্ডিত্য লাভ করুন না, তাহারা নৃশংস পুরুষগণ কর্ত্তৃক চির প্রপীড়িত ও স্বাধীন সদ্গুণ পরিচালনে নিবারিত হওয়াতে এখনও সহস্র গুণে বিবেক শক্তি ও জ্ঞানের পরিপক্কতা বিষয়ে পুরুষগণের পশ্চাতে রহিয়াছেন। এখন পাঠকগণ! একবার স্থিরমনে বিবেচনা করুন এ সময়ে আমাদিগের সেই হীনবুদ্ধিমতি নারী জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত কি না? যখন এমত স্থলে নারীজাতি পুরুষগণের আদর্শ গ্রহণ করিবে তখন আমাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে আমরা (পুরুষগণ) কত দূর তাহাদিগের আদর্শ পাত্র। আমাদিগের সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা হইয়াছে, আমাদের মধ্যে কত শত বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন কৃতবিদ্যগণ ভীষণ মদ্রিকাসেবনেতৎপর ও তৎসহচর পাপে লিপ্ত হইয়া কি হৃদয় ভেদী সন্তাপের আস্পদ হইতেছে। কত পিতা মাতা সুসভ্য সন্তানগণের কুক্রিয়া গঞ্জনা শুনিয়া কি দারুণ শোকানলে অকালে জীবনাহূতি দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা এক্ষণে সমাজের যে কোন বিষয় সংশোধন করিতেছি তাহাতে শুভ সাধন অপেক্ষা অনিষ্ট কত পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে! তাহার কারণ সংশোধনের মূল দৃঢ় রূপে বদ্ধ হয় না এবং আরো একটী প্রধান কারণ যে অনেকেই সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া আপনারাই সেই দোষে লিপ্ত হয়। তাহার উদাহরণ স্থল বর্ত্তমান এতদ্দেশীয় অনেক গ্রন্থকর্ত্তা মদ্রিকা সেবন কি ভীষণ পাপ তদ্বিষয় নাটক, কাব্যচ্ছলে তিরস্কার করেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে সেই, পুস্তকলেখক ও তদভিনয়কারিগণ* সেই নিরয় বাসিনী

সুরা দেবীর উপাসক। যদি বলেন যে স্ত্রীগণ সকল বিষয়ে পুরুষগণের কেনই বা অনুকরণ করিবে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই এইটী জানিবেন যে আমাদিগের মধুরতাময় বিনয় শীলা ধর্ম্মব্রতী ললনাগণ সভ্য আমেরিকান অঙ্গনাগণের ন্যায় স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পুরুষগণের কি ভয়ানক বিপর্দ ও লজ্জার পাত্রী হইবে। ঐ বিজাতীয় স্ত্রীগণ এতদূর বিষম স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়াছে, যে হয় ত তাহারা পুরুষগণকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুর বদ্ধ রাখিতে প্রস্তাব করিতে পারে। যে ইংরাজ জাতি আমাদিগের নব্য বাবু গণেব সর্ব্ব বিষয়ে অনুকরণস্থল হইয়াছে তাহাদিগের স্বাধীন স্ত্রীগণের অনেক দুর্ভাগ্য সন্তান সন্ততিগণের জন্মদাতা স্থির করিতে অস্থির পঞ্চম হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদিগের স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদানেচ্ছু মহোদয়-গণ একবার বিবেচনা করুন যে ঐসকল সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন জাতিদিগের এবিষয়ে অনুকরণ করিলে আমাদিগের এই বিশৃঙ্খল বঙ্গ সমাজের উপর আর এক দুঃসহ বিপত্তি ঘটিবে! আমাদিগের মধ্যে রীতিনীতি ও ধর্ম্মাদি বিষয়ে এরূপ যথেচ্ছাচার দৃষ্ট হইতেছে যে এখন স্ত্রীগণের স্বাধীনতা দান অপেক্ষা কতক পরিমাণে আমাদিগের স্বাধীনতা প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। আর যখন স্ত্রীগণের পুরুষদিগের ন্যায় সকল সদ্গুণের পরিচালন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মে পুরুষগণের সহিত সমভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছে তখন কেবল স্বাধীনতা দান অর্থাৎ পুরুষ গণের ন্যায় যথেচ্ছাচারে সকল প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও সকল পুরুষ-গণের সহিত আলাপ পরিচয় না করিতে পারিলে কি সমুদায় প্রদত্ত সুখ পথে কণ্টক পড়িল ও তাহাদিগের কিছুই ইষ্টসিদ্ধ হইল না? আমা-দিগের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী কোন স্থলে নারীগণ সাধারণ প্রকাশ্য স্বাধীনতা প্রার্থনা করিলে বলিয়াছিলেন যে—"ভগ্নীগণ! ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। রিপুদিগের অধীন হওয়া-পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা।" হায়! এইরূপ বিবেচক সুধীর হিতাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় যদি আমাদিগের উন্নতিশীল নব্য দলের সকলেই হইতেন তাহা হইলে কি আমরা এ সমুদায় বিষয়ে হক্ কথা বলিতে গিয়া তাঁহাদিগের ক্রোধের পাত্র হইতাম?

অবশেষে সেই উন্নতিশীল মহাত্মাগণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা (যাঁহারা এক্ষণে বঙ্গ সমাজোন্নতির এক মাত্র দৃঢ়ব্রতী সম্প্রদায়) যে আমাদিগের সমাজ সংস্করণ করিতে গিযা তাহার চির প্রতিষ্ঠিত হিতকর বিষয় গুলি লইয়া টানাটানি না করেন। এই মতটী হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিবেন যে বিলাতি সভ্যতা মাত্রেই আমাদিগের খেনো বাঙ্গালি ধাতে সহ্য হয় না। তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ভীষণ সুরাপান !!!

বর্ষা।

১

আইল বরষা, কৃষক ভরসা,
নিদাঘের আশা, নিহত হল ;
সলিলে সফরি, শোক পরিহরি
প্রাণ আশা কবি, পুনঃ নাচিল।

২

পাদপ সকল, আনন্দে বিহ্বল,
পল্লব কোমল, শাখা ধরিল ;
যেন হৃষ্টমনে, প্রফুল্ল বদনে
সখা দরশনে, সখা হাসিল।

৩

পর্ব্বত উপরে, কেকারব করে,
শিখীকুল চরে, পুচ্ছ প্রকাশি ;
ছাড়িয়া গগণ, সহস্র বরণ
ইন্দ্র ধনুঃ যেন, পড়িছে খসি !

৪

ফুটিল সেফালি, হাসে বনস্থলি,
হয়ে কুতূহলী, তটিনী তায় ;

কলকল করে, সুমোহন স্বরে,
সাগর মাঝারে, চলিয়া যায়।

৫

ভেকের উৎসব, করে কলরব,
পূরে দিক্ সব, আমোদে মাতি ;
সলিল মাঝারে, লম্ফ ঝম্প করে,
কভু উঠে তীরে, যতনে অতি।

৬

নব ঘন মাঝে, বিমোহন সাজে,
বিজুলি বিরাজে, চমকি হাসি ;
দেবাঙ্গনা যেন, পরিয়া ভূষণ,
করে বিচরণ, সেখানে আসি।

৭

ঝর ঝর করে, দিবসে আঁধারে,
বারিধারা ঝরে, বিরাম নাই ;
তাপিত গগণ, মলিন বদন,
বোধ হয় যেন, ঘেমেছে তাই।

৮

পর্ণের কুটীরে, যত দুঃখী নরে,
প্রাণপণ করে, নিবারে জল ;
না পারে রাখিতে, পড়ে চারি ভিতে,
দেবরাজ তাতে, দেখান বল।

৯

শয্যা ভেসে যায়, কি হবে উপায়,
করে হায় হায়, কপালে হানি ;
কার কাছে যাব, কোথা স্থান পাব
বসিয়া জাগিব, সারা রজনী !

১০

রমনী তাহার, মলিন আকার,
ত্যজিদুঃখ ভার, ধরিয়া করে,
বলে "গুণাধার, কেন কাঁদ আর
সকলি আমার দুঃখের তরে।"

১১

হে প্রেম! তোমারে, বলি পায় ধরে,
বল হে আমারে, স্বরূপ করি;
না পান রাজনে, হেন সুখ দানে,
বল হে কেমনে, তোষ ভিকারি?

১২

পালঙ্কে প্রাসাদে, প্রমত্ত প্রমোদে,
ধনী মনঃ সাধে, ভাবয়ে আর,
সুখের বরষা, আহা চির আশা,
ঘুচাবে পিপাসা, করি বিহার!

১৩

প্রাণের প্রতিমা, আহা প্রাণ সমা,
নাহিক উপমা, ভুবনে যার;
লইয়া সেধনে, পরম যতনে
প্রেম সুধাপানে, সুখী অপার।

১৪

নিদারুণ বিধি, এই কিরে বিধি;
একে বাদ সাধি, সুখী অপরে;
হয়ে ধরাধার, অন্যায় আচার,
হলো অবিচার, তোর্ ও বিচারে!

১৫

নিদাঘ শাসনে ,ভয় পেয়ে মনে,
যেন কোন খানে, পলায়েছিল;

ওষধি সকল, হইয়া সবল,
দেখা পেয়ে জল, পুনঃ আসিল।

১৬

এই ছলে বিধি, শিখান সুবিধি,
আহা নিরবধি, মানবগণে.
"বরষাব মত, হও অবিরত,
মহামতি যত, বিচারাসনে।"

কাল।

কালমূল মিদং সর্ব্বং ভবাভবৌ সুখাসুখে।

মহাভারত।

ওহে কাল! সদাকাল করিছ ভ্রমণ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হইয়া কারণ।
ঘূমাইলে প্রাণীগণ তুমি না ঘূমাও
হরিয়া জীবন কাল হুতাশ বাড়াও।
মায়ের কোলেতে শুয়ে প্রফুল্ল বদন
(যেই মাত্র অভাগীর হৃদয়ে ধন)
এহেন কুমার-প্রাণ করিতে হরণ
হে নিদয়! হৃদে তব না হয় বেদন?
শোণিত মাংসেতে যদি হৃদয় তোমার
গঠিত হইত ওরে কাল দুরাচার,
জানিতে পারিতে তবে দিয়া কি বেদন
হরিয়াছ অভাগীর হৃদয়ের ধন!
হৃদি বিদ্ধ শূল আহা জীবন থাকিতে
যায় না কখন-তার হৃদয় হইতে।
কিন্তু অভাগিনী-দুঃখ করিতে মোচন
পুনঃ তুমি বন্ধু ভাবে দেও দরশন।

এ প্রকার চমৎকার প্রকৃতি তোমার
ভাবি বল কেবা নাহি হয় চমৎকার !
যায়াপতি সুখী অতি উভয় মিলনে,
হাসিছে খেলিছে কত প্রফুল্ল বদনে,
প্রণয় শিকলে বাঁধি উভয়ের মনঃ,
সহবাসে নাহি জানে অন্তর কেমন ;
সে সুখ অন্তর হায় করিবার তরে
অনায়াসে পতি ধনে নিতেছ হে হরে !
সতী কি সে ছার প্রাণ রাখিবারে পারে
ঐ দেখ নাশিতেছে আপনার করে !
এই না সে প্রেমডোর আপনি বাঁধিলে
কেমন করিয়া পুনঃ স্বকরে ছেদিলে ?
নির্দ্দয় নির্ম্মম হায় সমান তোমার
ধরা ধামে নাহি আর জানিলাম সার।
তবদেহে জন্ম, তব শরীরেই লয়,
সলিলজ বিম্ব যথা সলিলে মিশায়।
কালে, যথা দেখিয়াছি প্রাসাদ সুন্দর
দর্শকের তৃপ্তি কর, অতি মনোহর,
শরদের শতদল কাননের মত,
সুখের সংসার আহা কি শোভা ধরিত !
কই হে অন্তক সেই শোভার আধার,
মনোহর গৃহ কেন নাহি দেখি আর ?
কই সেই কোলাহল আনন্দের রব,
কই সে ভাণ্ডার পূর্ণ অতুল বিভব ?
কই সে শশিবদনা পুরাঙ্গণাগণ,
কই সে শিশু মণ্ডলী আনন্দে মগন ?
কই সে বিকটাকার প্রতিহারী যত
প্রবেশিতে পুরে যারা বাধিত সদত ?

কেন এবে শিবাকুল প্রফুল্ল অন্তরে
নিশীতে মিলিয়া তথা ঘোর নাদ করে!
বুঝেছি বুঝেছি কাল তোর অত্যাচার,
নতুবা সে সুখ কেন হবে ছারখার।
হেরিলে এ সব হায় বুক ফেটে যায়,
সুখের বাসনা সব অকালে শুখায়!
হ্যাঁ কাল সকাল কিরে তোর চিরকাল,
কখন কি আসিবে না তোর ঘোর কাল?
যে কাল হইতে তুই নাশ ব্রতে ব্রতী
সেকালে একালে তোর সমান মূরতি।
স্বভাব স্বভাব কিরে ত্যজি তোর ভয়ে
রাখে তোরে এক কালে, পরাজিত হয়ে?
বিশ্বাস ঘাতক কেবা আছে তোর মত
যে তোরে বিশ্বাসে সেই প্রথমেই হত।
দশাস্য যখন হায় মৈথিলী হরিল
মনে ভাবে এইকাল রবে চিরকাল!
কিন্তু হায় যদি সে ভাবিত একবার
কালের নাহিক কাল অকাল বিচার,
সুখ সূর্য্য তবে তাব অস্ত কি হইত?
অকালে কবলে তোর কভু কি যাইত?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রেরিত।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বঙ্গসুহৃদ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

আমাদিগের পরম বন্ধু জয়সগর নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের ঔদার্য্যগুণে বিমোহিত হইয়া আমরা ঐকান্তিক চিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তৎসদৃশ গুণবান ও দয়ালু

ব্যক্তি এখানে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অত্রস্থ কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে যদি তাঁহার অর্থ থাকে তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই চিকিৎসা দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহার অর্থ নাই তাঁহার আর উপায় নাই; কারণ এখানে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত এমন একটীও দাতব্য চিকিৎসালয় নাই যে তাহার সাহায্যে অর্থহীন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা রোগ হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়েন, এবং এখানে যে সমস্ত ডাক্তার মহাশয়গণ আছেন তাঁহারা ঔষধের মূল্য এক গুণে পাঁচ গুণ চার্জ করায় দীন দুঃখী ব্যক্তিরা কোন মতেই চিকিৎসা করাইতে অসমর্থ বিধায় অকালে কাল কবলে পতিত হয়েন, হায়! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! কিন্তু এক্ষণে সেই অভাবটি বহুল পরিমাণে আনন্দ বাবুর দ্বারা দূরীভূত হইতেছে—অধিক কি যদি কোন ব্যক্তি পীড়িত হইযাছে একবার কর্ণে শ্রবণ করেন তবে তিনি যাবৎ ঐ ব্যক্তির রোগ আরোগ্য না হয় তাবৎ সর্ব্বদা তথায় গমন করিয়া তাহাকে সাধ্যমতে চিকিৎসা এবং নিজ ব্যয়ে ঔষধ দান করতঃ আরোগ্য করেন এমন কি পথ্যের খরচাদি পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এখানে একটী বালিকার ব্ল্যাক ফিবার হওয়াতে উক্ত মহাত্মা তাহাকে হাইড্রপেথিক মতে চিকিৎসা করেন, তাহার মস্তকে শীতল জলের পটী, শরীরের কাল কাল স্থানে শীতল জল প্রদান এবং উহা পান করিতে ব্যবস্থা দেন, অবশেষে ছয় ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বালিকাকে এই শঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে আরোগ্য করেন। এরূপ দেশহিতৈষি শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া কোন্ পাষাণ হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? ঐ রূপ তিনি আরো একটী মহৎ কার্য্যে ব্রতী আছেন—আপনি নিজ ব্যয়ে বালকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য একটী বাঙ্গালা স্কুল নিজ বাটীতে স্থাপন করিয়া যথাবিধি তত্ত্বাবধান করতঃ দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে তৎপর হইয়াছেন। অবশেষে আমাদিগের এই প্রার্থনা যে এতদ্দেশীয় দত্ত বাবু প্রভৃতি জমীদারগণ প্রজাপীড়ন করিয়া যে ধন সঞ্চয় করেন তাহার একাংশও যদি আনন্দ বাবুর অনুকরণ করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন তাহা হইলে অস্মদ্দেশের যে কতদূর উন্নতি সাধন হইবে তাহা বর্ণনাতীত।

জেলা ২৪ পরগণা
জয়নগর।
৫ ভাদ্র ১২৭৯।

বশম্বদ
শ্রী

প্রাপ্ত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গসুহৃদ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

ফতেপুর স্কুল।

মহাশয়!

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি আপনার বঙ্গসুহৃদের এক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল সব্‌ডিবিজন ডায়মণ্ড হারবরের অন্তর্গত ফতেপুর গ্রামে একটি সাহায্য কৃত ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় কোন ভদ্রলোক অর্থাৎ কায়স্থ ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই সুবিদ্যাসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের অবস্থা ও সমধিক উন্নত নয়; তথাচ স্কুলটি সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, এমন কি অনেকানেক ভদ্র পল্লিতে এরূপ দেখ যায় না। স্বল্পকাল মধ্যেই ইহা দ্বারা প্রত্যাশাধিক ফল লাভ হইয়াছে। স্কুলটি এস্থানে না থাকিলে এই সমস্ত ছাত্রগণ এতদিনে হয় গোরক্ষকের কার্য্যে না হয় কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত হইত। সম্পাদক মহাশয়! একি সামান্য উপকারের বিষয়। ছাত্রগণের পড়াশুনারও এক প্রকার উত্তমরূপ উন্নতি হইতেছে, স্কুলের প্রথম অবস্থাতে এই স্থানে যাহাদের বর্ণ পরিচয় হইয়াছে ও যাহারা সেই কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগামী বর্ষে মাইনর্ স্কলার সিপ্ পরীক্ষাতে উপস্থিত হইতে পারিবেক; ইহাতে বোধ হয় স্কুলটির প্রতি মেম্বরগণের সাতিশয় যত্ন আছে ও তাঁহারা ইহার হিতার্থে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। স্কুলটি চিরস্থায়ী হয় ও মেম্বর গণের এরূপ উৎসাহ ও যত্ন থাকে আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

৬ই ভাদ্র }
১২৭৯ শাল। }

কস্যচিৎ দর্শকস্য।

বঙ্গসুহৃদ।

মাসিক পত্র।

জন্মভূমি দুঃখে যার চক্ষে আসে জল,
জ্ঞানবান সেই তার জনম সফল।

৩য় সংখ্যা [আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৯] ১ম ভাগ

প্রার্থনা।

হে দয়াপয়োধি জীবন জীবন
কৃপা কর নাথ পাপী বলিয়া,
দুঃখের অনলে ঢাল হে জীবন
শান্তিরসে প্রাণ যাক্ গলিয়া।১

ওই যে গগনে সুধার আধার
শরদের শশী হয়ে উদিত
ভূপতি ভবন, দুঃখীর আগার
সমভাবে সব করে শোভিত।২

ও নহে শশাঙ্ক, করুণা তোমার
মূর্ত্তিমতী হয়ে শোভে ভুবনে,
নতুবা এমন ক্ষমতা কাহার
প্রকাশ পাইবে ক্ষিতি গগনে?৩

ঐই যে অনিল ব্যাপিয়া অবনী
রহেছে বলিয়া বাঁচিছে প্রাণ
সকল সময়ে সলিল অমনি
তৃষিত জগতে করিছে ত্রাণ।৪

রবির কিরণ তরুলতা আদি
কার কৃপাগুণ সদা প্রচারে?
পীড়িত হইলে আরোগ্য ঔষধি
তোমা বিনে কেহ দিতে কি পারে? ৫
এত দয়া দানে জীবন যাহার
রেখেছ সদত সুখে অপার
হে দয়ানিধান প্রেমের আধার
কেন নাহি ঘুচে যাতনা তার? ৬

বঙ্গবাসিগণের অবস্থা সমালোচনা।

বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বঙ্গবাসিগণ ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা উন্নত, ইহা সকলে একবাক্য হইয়া স্বীকার করিবেন। কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয় সকল ভাষায় ইঁহারা যত শীঘ্র পারদর্শী হইয়া কার্য্যক্ষম হইতে পারেন, এমন আর ভারতের অন্য কোন স্থানের লোককে দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনাবধি প্রায় অধিকাংশ ছাত্র বঙ্গদেশ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরোত্তর পরীক্ষা সমূহে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় ছাত্রগণের বুদ্ধি চাতুর্য্য ও অধ্যবসায় গুণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ হইয়াছে ইহা কি বঙ্গের ও বঙ্গবাসিগণের সামান্য গৌরবের বিষয়! বঙ্গবাসিগণ যে কার্য্যে হস্তার্পণ করেন তাহাতে প্রায়ই কৃতকার্য্য হন। মান্দ্রাজ ও বম্বের বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি কলিকাতাস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য হইতে পারিতেছে না কেন? ইহাতে কি গবর্ণমেণ্টের কোন ত্রুটি আছে? কখনই নয়। এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে গবর্ণমেণ্টের সমান যত্ন, সমান তত্ত্বাবধান, তবে কেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের এত উৎকর্ষতা? ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, যে বঙ্গীয় ছাত্রগণের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বৎসর বৎসর পুস্তক পরিবর্ত্তন

করিয়া দিতেছেন, পরীক্ষাও নিতান্ত সহজ হইতেছে না, তথাপি বঙ্গযুবক গণ্ তাহাতে ভীত না হইয়া অধিকতর আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত যাবতীয় উপাধি যথা বি, এ এম, এ, বি, এল, ষ্ট ডে-ণ্টসিপ ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ধারণ করিয়াছেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে বঙ্গবাসি-গণ এত উন্নত বটে কিন্তু ইঁহাদের অবস্থা তদনুরূপ নহে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গবাসিগণ যত দিন বিদ্যা লয়ে পাঠাভ্যাস করেন, তত দিন তাহাদের প্রখর বুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যবসায় সকলের চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু পঠদ্দশা শেষ না হইতে হইতে তাঁহাদের সেই অধ্যবসায় আলস্য ও অভিমানে পরিণত হয়। তখন কত দূর শিখিয়াছি মনে করিয়া জ্ঞানালোচনা একবারে পরিত্যাগ করেন, সুতরাং যাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন তাহাও ক্রমে ক্রমে শূন্যে বিলীন হইতে থাকে। এই অবস্থায় তাঁহারা কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া অর্থো-পার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। অথের আস্বাদনে পূর্ব্বের সরল ভাব ও পরিমিতাচার আর অবস্থিতি করিতে পাবে না। বড় লোক হইযাছি, বড় লোকের মত চলিতে হইবে, ক্রমশঃ মনে এই ভাবনার উদয় হয় এবং তাহাই চবিতার্থ করিবার জন্য অহর্নিশ ব্যস্ত থাকেন। এ দিকে সকল সদ্ভাব ও সদ্বৃত্তি মন হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে থাকে। স্বদেশের হিত সাধন ও পরোপকার তখন সামাজিক হইয়া পড়ে। এতেই বঙ্গের এত দুর্গতি এই জন্যই ত রাজপুরুষগণ ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত যাবতীয় উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়া কিছু দিন হাই-কোর্টে গমন করেন, কিছু দিন মুনসেফ হইবার চেষ্টায় বেড়ান, অবশেষে উপযুক্ত কর্ম্ম জুটিল না বলিযা নিকৃষ্ট আমোদে কালক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। কি ভ্রম!! কি অভিমান!! বড় কর্ম্ম উপস্থিত নাই বলিয়া আলস্য দেবীর উপাসক হইবেন, এর ওর নিন্দা করিয়া বেড়াইবেন সেও ভাল, তথাপি অন্য কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করেন না। অধুনা বিদ্যার যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অল্পকা-লের মধ্যে সকলেই এম' এ বি, এল্ হইতে পারিবেন, সকলেই যে বড় কর্ম্ম পাইবেন এমন আশা করা যায় না অতএব সকলেই তাঁহাদের মত

আলস্যের উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইবেন। একি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় কোথায় বঙ্গের মুখোজ্জল করিবেন, ইহার গৌরব দেশ বিদেশে বিস্তার করিবেন, তাহা না হইয়া তাঁহারা শেষ সমস্ত দিবস আলস্য মন্দিরে বৃথা আমোদ প্রমোদে রত থাকিয়া সকলের অশ্রদ্ধা ভাজন হইবেন।

বঙ্গবাসীগণের ঈদৃশ অবস্থার অপর একটি কারণ ভীরুতা। 'যাহা হয় হউক সকলে সহ্য করে আমি ও সহ্য করিব' আমরা বাল্যকাল হইতে এই প্রকার ভাবিতে ও বলিতে শিক্ষিত হইয়াছি। কোন সাধারণ অমঙ্গল উপস্থিত হইলে ভীরুতাই আমাদিগকে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা হইতে বিরত রাখে। সমাজ সংস্করণ, স্বদেশ হিতানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ভীরুতাই আমাদিগের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করে। ভীরুতা আমাদিগকে কোন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেয় না। সামান্যতঃ ভীরুতাই বঙ্গবাসিগণের শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ। যত দিন না এই প্রবল শত্রু বঙ্গসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে তত দিন বঙ্গের ভদ্রস্থতা নাই। অন্যান্য পাপ ও দোষ ইহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া আমাদের সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু ইহার করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হওয়া বড় সহজ নহে। এ পক্ষে আর এক ভীমমূর্ত্তি পিশাচ আছে তাহার নাম ঔদ্ধত্য এই উভয়ের হস্ত ছাড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে হইলে, তাহা না হইলেই বিপদ ভীরুতা যেমন একদিকে আমাদিগকে নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন করে, ঔদ্ধত্য সেইরূপ আমাদিগকে দুর্দ্দান্ত করিয়া তুলে, ইহা মানব সুলভ বিবেক ও জ্ঞান অপহরণ করিয়া আমাদিগকে সকলের নিকট ঘৃণিত করে।

বঙ্গবাসি গণ! জাগ্রত হও, উঠ, প্রস্তুত হও, আর কাল বিলম্ব করিও না, দেশ ছার খার হইল এখনও আলস্য ও ভীরুতাকে বিদায় দাও এখনও আপনাদের দোষদর্শী হইয়া সেই গুলি সংশোধনের চেষ্টা কর। দেখ! এই বিজাতীয় রাজপুরুষগণ এক্ষণে আমাদের উপর শাসন করিতেছেন কিন্তু পুর্ব্বে ইঁহাদিগের মত অসভ্য জাতি পৃথিবীতে আর ছিল না, ঐক্য পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সাহস গুণে আজ কাল ইঁহারা অদ্বিতীয় হইয়াছেন। এবিষয়ে ইঁহাদের অনুবর্ত্তী হও। জন্মভূমি তোমাদের এত অত্যাচার

সহ্য করিতেছেন ইঁহাকে কি তোমরা এক দিনের জন্য সুখী করিবে না? ইঁহার পুত্র কন্যাগণের প্রতি একবারও কি দৃষ্টিকরিবে না? কেবলই কি আত্মোদর পূর্ণ, আত্মসুখ অন্বেষণ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। এই ভয়ানক সময়ে সকলে ঐক্য হও, আলস্য মন্দির পরিত্যাগ কর, পরিশ্রমী হও ধৈর্য্যাবলম্বন কর বঙ্গের দুঃখ কখনই থাকিবে না।

চিত্রশালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"কে তুমি কাহার নারী কহলো ললনা!"

কি সর্ব্বনাশ! কি সাহসে এই পথিক এ সময় এই রাঢ় অঞ্চলের মাঠ দে গমন কচ্চেন? সঙ্গে কেহই নাই, একাকী;—যে দিকে চান, সেই দিকেই ধূ ধূ কচ্চে; মাঠটী চারকোশী, কোন দিকে কিছুই দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে দু একটা অশ্বত্থ বটের গাছ, তলায় প্রকাণ্ড পুষ্করণী। পথিক মাঠের মধ্যস্থলে, বেলাও অপরাহ্ন হয়ে এসেচে।

শুদ্ধ যে এক সাহসে ভর করে পথিক এ অসময়ে এই ভয়ঙ্কর মাঠে নেবেছিলেন, বেলার সঙ্গে সঙ্গে সে সাহসও শেষ হতে লাগ্‌ল, আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সে দিকেই ভয়ের ভীষণ মূর্ত্তি; যা কিছু ভাবেন, সবই শূন্য,—বিপদে পূর্ণ। দুস্তর মাঠ, পলাবারও যো নাই, ভাব্‌বারও অবসর নাই, সূর্য্যমণ্ডল ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে আস্‌চে।

আর নিস্তার নাই, আগেই সেইরূপ এক প্রকাণ্ড পুষ্করণীর উচ্চ পাড় দেখা যায়, পাড়ের উপর দুইটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ,—বাতাসে ডালপালা লড়্‌চে;—অতি ভয়ঙ্কর স্থান! সম্মুখেও ঘোররূপা ভয়ঙ্করী রাত্রি। পথি

কের দেহে প্রাণ নাই; নির্ঘাত সময় নির্ঘাত স্থলে এসে উপস্থিত হয়েচেন! কোন দিকে আশ্রয় পান, এমন স্থানও দেখ্‌তে পাচ্চেন না। চক্ষের জ্যোতি মরিয়া যায়, অথচ মাঠের প্রান্তভাগ দেখা যায় না;—সমুদায় ধূমাকার। হৃদয়ের সাহস, শরীরের বল, সমুদায় নির্ম্মূল হল, হাতের যষ্টি নয়নের জল ভূমে পড়িল। ভয়ে পদ যুগল থর থর কাঁপ্‌চে, এক পাও চল্‌বার শক্তি নাই। কি কর্ব্বেন, কিছুই ভেবে পাচ্চেন না, একদৃষ্টে পুষ্করণীর পাড়ের দিকে চেয়ে আছেন।

এমন সময় বোধ হইল যেন, পাড়ের ওপর একটি কামিনী দণ্ডায়মান—বয়স কুড়ি বাইশ। কামিনী যুবতী; অথচ কি সাহসে এ সময় এই ভয়ঙ্কর মাঠে একলা? যুবতী কি মানবী? না অন্য কিছু? বা আমার চক্ষের ভ্রম? পথিক কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চেন না, এক দৃষ্টেই চেয়ে আছেন। এখনো যুবতী সেই ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, ও হস্ত সংকেতে যেন তাঁকেই ডাক্‌চে।

পথিকের জ্ঞান নাই, প্রাণের আশায় তাতেই আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে সেই দিকে গিয়ে পাড়ের ওপর উঠ্‌লেন; সব শূন্য, যে একলা সেই একলা; কেহ কোথাও নাই। আরো আশঙ্কা বেড়ে উঠ্‌ল, সভয় দৃষ্টে পার্শ্বে চেয়ে দেখেন, অশ্বত্থ তলায় এক খানা দোকান,—জীর্ণ—ভগ্ন প্রায়। দোকানী দোকানে সন্ধ্যে দেবার উদ্যোগ কচ্চে;—মূর্ত্তি কালান্তক যমের ন্যায়—কৃষ্ণবর্ণ।

দোকান দেখে পথিকের মনে কথঞ্চিৎ সাহসের উদ্রেক হল। অল্পে অল্পে দোকানে গে বল্লেন, "বাপু, তোমার দোকানে কি আছে, বল, আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি।"

দোকানী। কি খাবেন মশাই, আপনার যুগ্যি খাবার জিনিষ আমার দোকানে কিছুই নাই, থাক্‌বার মধ্যে কেবল চিনি আছে, ইচ্ছা হয় নিতে পারেন।

পথিক। বাপু! অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে একটুকু বিশ্রাম করি, পরে নিচ্চি।

দোকানী। (কল্‌কেয় তামাক সেজে বল্লে,) মশায়, বামনের হুঁকা নাই, নতুন কলকে, একবার ইচ্ছে করুন।

পথিক অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেম, কল্‌কেতেই তামাক খেয়ে বল্লেন, "বাপু, দু পয়সার চিনি আর এক ঘটি জল এনে দেও।"

দো। দু পয়সার চিনিতে কি কর্ব্বেন মশাই? জল করে খেতে গেলে অন্তত দু আনার চিনি নিতে হবে।

প। দু আনার?—আচ্ছা তাইই দেও।

দোকানী। "মশাই, কালে ভদ্রে বিক্রী, এই দেখুন, এক টাকার চিনি, পিঁপ্‌ড়েতেই অর্দ্ধেক নিকেষ করেচে।" বলে চিনি ও জল এনে দিল। পথিক চিনির সরবৎ পান করে বল্লেন, বাপু, তোমার গলায় তুল্‌সীর মালা দেখ্‌চি, দেবতা ব্রাহ্মণে যে বিশেষ ভক্তি আছে, তাতে আর সন্দেহ নাই; আমি বাপু বিদেশী পথিক,—ব্রাহ্মণ; সম্মুখে এই অন্ধকার রাত্রি; এক্ষণে কোথায় যাই? যা নাও তাই দিতে প্রস্তুত আছি, আমাকে একটু স্থান দিতে হবে।

দো। এই অ্যাক খানি ঘর, অ্যাক পাশে দোকান, অ্যাক পাশে আমি থাকি, এর ভেতর আর স্থান কোথায়?

প। এই না লাগাও আর একখানা ঘর রয়েছে।

দো। ও খানি রান্না ঘর, ওর ভেতর থাকবার জায়গা হবে না।

প। আমি ব্রাহ্মণ, তোমাদের রান্না ঘরে থাক্‌লে কোন ক্ষতি নাই।

দো। অত কথায় কায কি, এখানে থাক্‌বার স্থান হবে না, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখ।

প। আর কোথায় চেষ্টা দেখ্‌ব; চার্দ্দিকে মাঠ। অন্তত দু কোশ না গেলে আর গ্রাম পাব না। বাপু, যেখানে হয়, একটু স্থান দিতে হবে; যা নেও এখনি দিচ্চি।

দো। এক শ টাকা দিলেও হবে না; শীগ্‌গির ওঠ; দোকান বন্দ করি।

প। বাপু, তুমি ত হিঁদু, একটী ব্রহ্মহত্যে হলেই কি ভাল হয়?

দো। এ ত ভাল জ্বালা! বল্লেম এখানে হবে না; অন্যত্রে চেষ্টা দেখ। ওঠ ওঠ, দোকান বন্দ করি।

পথিক রোদন কর্ত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু কেবা তাঁর দিকে চায়? দোকানী ঝাঁপ তাড়া বাঁধবার উদ্যোগ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

পথিক তখনও দোকানে বসে আছেন। অবশেষে দোকানী চক্ষু রক্তবর্ণ করে বল্লে, ভালয় ভালয় বল্‌চি, এখনো ওঠ, নতুবা অপমান হবে, আর উট্‌বে।

পথিক কি করেন, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দোকান থেকে বাহিরে এলেন। দোকানীও ঝাঁপ বন্ধ করে রান্না ঘরের ভিতর গেল।

ঘোর অন্ধকার,—কিছুই দেখা যায় না; আকাশেও ঘোরতর মেঘাড়ম্বর, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতেব চক্‌মকি, ও মেঘের গভীর ঘর্ঘর স্বরে পথিকের হৃদয় আকুল হয়ে উঠ্‌ল।

শূন্যমনে পাড়ের ওপর কিয়ৎক্ষণ বিচরণ করে ভাবিলেন, অশ্বত্থ গাছে উঠে আজ্‌কের মত রাত্রি কাটাই, তাও হল্‌ না; পেকাণ্ড গাছ, অনেক চেষ্টা কল্লেন, উঠ্‌তে পাল্লেন না; নিরাশ হয়ে নেবে আস্‌চেন, হঠাৎ সেই পাড়ের ওপর যে স্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন, তাবি কথা মনে হলো। 'কে সে কামিনী?—দোকানেও দেখলেম না, আশ পাশ অন্য ঘরও নেই; তবে কি? সভয়ে পেছনে চেয়ে দেখেন, যেন একটা পেতিনী তাঁর অদূরে দাঁড়িয়ে বিকট হাস্য কচ্চে। মূর্ত্তি কঙ্কালসার, শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, হস্তপদ দীর্ঘ পেট পিটের ডাঁড়ায় ঠেকেছে। দু হাতে দুটা মড়ার মাথা, পরস্পর ঠুক্‌ছে ও বিকৃত স্বরে হাস্‌ছে।

কি ভয়ঙ্কর—পথিকের দেহে প্রাণ নাই। এক লম্ফে অশ্বত্থের শেকড় হতে নেবে দোকানের দিকে গেলেন। দোকান রুদ্ধ। সেই রান্না ঘরে সেই একটী প্রদীপ জ্বলছে। কোন দিকে চোঁ শব্দ নেই, সঘনে দোকানীকে ডাক্‌তে লাগলেন, কিন্তু ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ, মনে কচ্চেন, চেঁচিয়ে ডাকচি, কিন্তু মৃদুস্বর, কাছের লোক ভিন্ন অন্যের শোন্‌বার যো নাই। পথিক বারংবার ডাক্‌ছেন কারু সাড়া নাই।

পরে "ভয় নি, ভয় নি, এই ব্যালা শীগগির মাচার নীচে এস" এই কথা যেন পথিক শুন্‌তে পেলেন।

পথিক। "কেমন করে যাব?" "ইটের উপর মাচার তক্তা আছে, আস্তে আস্তে ইট সরিয়ে এস।"

"ইট যেমন ছিল, তেমনি করে রাখ। সাবধান! রাত্রি মধ্যে কোন শব্দ সাড়া কর না, যখন আমি ডাক্‌ব, তখনি বাইরে আস্‌বে।"

পথিক মাচার তলে গিয়ে দেখ্‌লেন, ঘরের দিকে কতকগুলা কাঠ থাকাতে ভিতরে কি আছে, দিনের ব্যালাও সেখানে থেকে দেখা যায় না। অন্য অন্য পাশ দেয়ালে বদ্ধ, বাইরের দিকও সেই ইটে আবদ্ধ। পথিক আবর্জ্জনাদি দ্বারা বাইরের দিক আরো রুদ্ধ করে কথঞ্চিৎ নিঃশঙ্ক হলেন বটে, কিন্তু মনে নানা সন্দেহ হতে লাগ্‌ল।—"কে আমাকে মাচার তলে আস্‌তে বল্লে? গলার স্বরে দোকানীর ন্যায় বোধ হয় না, মৃতুস্বর। দোকানীই বা কোথায়? অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্তে বল্লেন, কে আমাকে প্রাণ দান দিলেন, বলুন।

"কথা কইও না, যদি প্রাণে প্রাণে রাৎটী কাটাতে পার, তবে রক্ষা পেলে, নচেৎ তোমার অদেষ্টে যে কি আছে, বল্‌তে পারি নে।"

শুনে পথিকের হৃদয় কেঁপে উঠ্‌ল, জ্ঞান থাক্‌তেও অজ্ঞানের ন্যায় সেই আবর্জ্জনাপূর্ণ মাটিতে একখান কাঠ ঠেস দে পড়ে রইলেন।

ক্রমে রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ। কষ্ট ও শ্রমে পথিকের নয়ন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আস্‌চে; গৃহস্থ প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়, কখন স্থির, কখন অস্থির, প্রকৃতি নিস্তব্ধ। এমন সময় "শীগ্‌গির ঝাঁপ খোল, বড় বৃষ্টি এসেচে" এই কঠিন কর্কশ স্বর যেন অস্পষ্ট ভাবে পথিকের কর্ণে প্রবিষ্ট হল, চট্‌কা ভেঙে গেল। "এখনো উঠলি নে।" পথিক এককালে চমকে উঠলেন। সেই দোকানীর পরিচিত স্বর,—বজ্র হতেও ভয়ঙ্কর।

তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ উন্মুক্ত হল। দোকানী ঘরে প্রবেশ গামছা দিয়ে গা মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে, "কেমন সে ব্যাটা আর এসেছিল?"

"হাতের শোল ছেড়ে দিলে কি আর এসে থাকে?"

"আরে পাগ্‌লি বুঝিস নে, সে যাবে কোথা? হয় এই অশ্বত্থ গাছে, না হয় এই দিগীর আড়ালেতেই আছে। যাবার কি যো আছে? চেহারা দেখে বোধ হয়, ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে। সঙ্গে অনেক টাকা কড়ি আছে।"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বঙ্গসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বপত্রে বঙ্গসমাজের কএকটি সাংঘাতিক দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে আর কএকটি উল্লিখিত হইতেছে; ফলতঃ এইরূপ দোষ উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে উক্ত দোষ সমূহ সম্ভাবিত রূপে নিরাকৃত হইবে।

অবৈধ দান। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে যে সকল দান করা হয় তাহার প্রায় শতাংশের একাংশও উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয় না; ইহা যে কতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা মনুষ্য মাত্রেরই সদসৎ জ্ঞানই বলিয়া দেয়। আহা! পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের কি উৎকৃষ্ট নিয়ম! কোন ব্যক্তি উপার্জ্জন সক্ষম হইলে প্রথমে আপনার পরিবারের ভরণ পোষণ পরে আত্মীয় স্বজনের দুঃখ দূরীকরণ এবং তৎপরে দেশের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিবে। বাস্তবিক দান বিষয়ে হিন্দুরা অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত শ্রাদ্ধাদি তাহার প্রমাণ। এমন কি কোন স্থলে একটি শ্রাদ্ধোপলক্ষে এক ব্যক্তি যাহা দান করেন, অপর ধর্ম্মাবলম্বী এক ব্যক্তির সমস্ত জীবনেও তাহা ব্যয় হয় কিনা সন্দেহ!!! কিন্তু আমাদিগের হস্তে এরূপ সৎকর্ম্মেরও অবমাননা হইতেছে; "শ্রাদ্ধাদির সমস্ত দান" ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া এরূপ বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। শ্রাদ্ধকালে অধ্যাপকদিগকে যে সকল মোটা মোটা "বিদায়" দেওয়া হয়, তাহাতে দোষ হইতে পারে না, কারণ (যদিও দাতা, অধ্যাপক দান গ্রহণ করিলে, অধিক পুণ্য হইবে বিবেচনা করেন) তাহা তাঁহাদিগের বিদ্যার পুরস্কার। অপর ব্রাহ্মণগণকে দান বিষয়ে সাধারণ লোক হইতে কি নিমিত্ত উচ্চ শ্রেণীতে ধরা হয়? এমন কি যে শ্রাদ্ধে দুই হাজার টাকা ব্রাহ্মণগণের ভোগজাত হয় সে শ্রাদ্ধে পঁচিশ টাকা অপর লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই অপর ব্রাহ্মণগণকে কি দুঃখী বলিয়া দান করা হয়? যদি হয় তবে অপর লোক দিগের সহিত তাহাদের এত ইতর বিশেষ করা কি অন্যায় নহে? দরিদ্রকে দান করিবার তাৎপর্য্য কি? সম্ভবতঃ

তাহার দারিদ্র্য নিবন্ধন ক্লেশের হ্রাস করা, তুল্যাবস্থ দুই দরিদ্র ব্যক্তি (এক জন ব্রাহ্মণ ও অপর ব্যক্তি অন্য জাতিয়) কি দারিদ্র ভার সমান রূপে বহন করে না এবং তজ্জন্য কি সমান রূপে দয়ার পাত্র নহে? এক জন ইতর লোক অনেক গুলি অপগণ্ড পুত্র কন্যার সহিত সমস্ত দিন উপবাসী থাকিলেও অনেক ধনী ব্যক্তি সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু তাঁহাদেরই আবার পর্ব্বাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের ধুম দেখে কে! ভ্রাতৃগণ! একবার মন খুলিয়া মনকে জিজ্ঞাসা কর দেখি সে কি বলে! একবার পক্ষ পাত শূন্য হইয়া ঈশ্বর দত্ত বিবেক শক্তিকে (যদি থাকে) জিজ্ঞাসা কর দেখি সেই বা কি যুক্তি দেয়! বস্তুতঃ সাধারণের ব্রাহ্মণ গণের প্রতি এইরূপ পক্ষপাতিতায় একটি মহৎ দোষ সমুৎপন্ন হইতেছে; অনেক ব্রাহ্মণ "দশকর্ম্মোপযুক্ত" কএক মন্ত্র তন্ত্র অভ্যাস করিয়া আপনাকে জীবিকা লাভে (ফলতঃ উহাই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠে) সমর্থ বিবেচনা করেন, সুতরাং আয়াস লব্ধ জ্ঞানোপার্জ্জন অনাবশ্যক বোধে সে দিকে বড় একটা ঘেসেন না!!! বাস্তবিক "দশকর্ম্মান্বিত" পণ্ডিতের (প্রকৃতমূর্খের) সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবেক সমাজ ততই কণ্টকময় হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এতে ত তাঁহারা কুসংস্কার অবতার, তাহাতে আবার অজ্ঞলোকদিগকে ঠকাইবার বাসনায় নূতন মিথ্যার সৃষ্টি করেন, কত কুসংস্কার বিশিস্ট লোক "পুরুত মশার" বাক্যে "বেই! তুমি নাকি মরেচ? যে বলেছে সে মিথ্যা কহিবার লোক নহে!" এই রূপ বিশ্বাস করে সুতরাং "পুরুত মহাশয়ের" দ্বারা হিত না হইয়া অহিত হইল।

এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এইরূপ "পুরুতমশার" সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, কুসংস্কার বিশিষ্ট মনে ততই সোনায় রসায়ন পড়িবে!! তবে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মদান হইতে কি এই ফল উৎপন্ন হইল? কএক ব্যক্তিকে অসার, অকর্ম্মণ্য ও অসৎ কর্ম্মে নিরত করা কি দানের উদ্দেশ্য হইল?

তবে কি "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্
ব্যাধি তসৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কি মৌষধৈঃ"

একটি কথার কথা মাত্র? তবে কি দুঃখী গণের প্রাপ্য ধন অপর ব্যক্তিকে

দেওয়া হইল না? এবং তজ্জন্য অধর্ম্মভাগী হইতে হইল না? পাঁচশত ব্যক্তিকে এক দিন ভোজন করাইলে প্রত্যেক ব্যক্তির কি পরিমানে উপকার হইল আবার হয়ত সেই পাঁচশতের মধ্যে চারিশত নিরানব্বুই-জন সঙ্গতিপন্ন!!! ভাল! সেই অর্থ যে সকল ব্যক্তির দুই দিবস আহার হয় নাই, যাহাদের শিশু সন্তান গণ (আহা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।) ক্ষুধার জ্বালায় লালাইত হইয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের উপকারে ব্যয় করিলে ভাল হয় না? একবার মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি বলিতে লজ্জা হয়। ভ্রাতৃগণ এখন ও কি এইরূপ দান অবৈধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না; ইহাতে সমাজের মহৎ অনিষ্ট হইতেছে এখন ও তাহা স্বীকার করিবে না, মনেও ভাবিবে না? একবার চক্ষুউন্মীলন করিয়া দেখ দেখি কত অনিষ্টই ঘটিয়াছে এক অপাত্রে দান বশতঃ কত, সাংঘাতিক অনিষ্টই হইতেছে, ভাল দান তো দয়ার কার্য্য? সেই দয়া বৃত্তি মনুষ্যের অন্তকরণে কি নিমিত্ত? পর দুঃখ মোচনের জন্য না দুঃখ বৃদ্ধির জন্য? যদি দুঃখ মোচনের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে দেখ দেখি কি বিপরিত ফলই ফলিতেছে কি শোচনীয় অবস্থাই!!! ঘটিতেছে!

উদ্ভট কবিতাবলী।

(বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত।)

বাল্মীকেরজনি প্রকাশিত গুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্
যাঽস্মৃতামরসিংহশঙ্কধনিকান্ সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কংবা জনংনাশ্রিতা।১।

কেন গো কবিতা দেবি! এ দশা তোমার,
ভাবিতে নয়নে বারি বহে অনিবার।
মহর্ষি বাল্মীকি হোতে, জন্মে ছিলে এ ভারতে,
তব কীর্ত্তি সৌরভেতে পূরেছে সংসার,

ক্রমে হলে লীলাবতী, ব্যাসদেব মহামতি,
তোমারি গুণ সংহতি করেন প্রচার,
রসবতী হয়ে পরে, কবিকালিদাস করে,
সঁপিলে প্রণয় ভরে যৌবনের ভার,
ধনিক শঙ্কু অমর, আদি সব কবিবর,
যে তব পুত্র নিকর, বহু গুণাধার,
সেই সে তুমি সম্প্রতি, জরায় নীরসা অতি,
গিয়াছে সে সব জ্যোতি বিনা অলঙ্কার,
স্খলিতপদা সদাই ক্ষীণ পদে বল নাই,
শরণ লয়েছ তাই বুঝি যার তার। ।১।

কৃতান্তঃ কান্তো মে সমজনি নভেদঃ প্রথমতঃ
ক্রমাদ্দ্বিত্রির্মাসৈর্ম্মনুজ ইতি জগ্রাহ হৃদয়ম্।
ততোহসৌ মৎপ্রেয়ানহমপি চ তস্য প্রিয়তমা
ক্রমাদ্ বর্ষে যাতে প্রিয়তমময়ংজাত মখিলম্ ॥ ২ ॥
পিরীতি এমন পোড়া আগে কি লো জানি সই!
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরিনে সে রূপ বই,
প্রথম দর্শনে সখি! ভয়ে মেলি নাই আঁখি,
প্রিয়তমে হেরি যম সম,
দুই তিন মাস পরে, সে ভয় গেল অন্তরে
হেরি তাঁরে পরম সুজন,
মমতা জন্মিল ক্রমে, জানিলাম প্রিয়তমে
আমি তাঁর তিনিই আমার,
শেষে কি লো এই হয়, সকলি সে রূপময়,
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সার ।২।

ন দৃষ্টা তাং নেত্রৈর বত নিয়তমশ্রুপ্রণয়িণী
পরীরম্ভাভাবে তনুরপি সমায়াতু তনুতাম্।

তথা কর্ণৌ শীর্ণৌ মধুরলপনাস্বাদনমৃতে
কথং স্বান্তঃ ক্লান্তং ভবসি চিরতৎসঙ্গত মপি।৩।

অবোধ মন রে! তুমি কেন হতেছ কাতর?
তুমিত প্রিয়ার কাছে আছ নিরন্তর,
আঁখি যে কাতর এত, আমি তারে দূষিনে ত,
পায়না সে রূপরাশি আপন গোচর,
কর্ণ যে বিশীর্ণ এত, তবু তারে দূষিনে ত,
শুনিতে না পায় কভু সে মধুর স্বর,
অনুদিন ক্ষীণ কায়, তবুও দুষিতে তায়,
আলিঙ্গিতে পায় না সে প্রিয়া কলেবর।৩।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

জাতীয় সভা।

গত ৩১ ভাদ্র রবিবার ট্রেনিং এাকাডেমি স্কুল ভবনে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশন হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মানসে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্ম চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়া প্রায় আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। রাজনারায়ণ বাবু হিন্দু দিগের প্রাচীন বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে যুক্তি সকল লইয়া হিন্দু ধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেন। প্রথমে ঐ সকল বেদাদির উৎপত্তি ও সংগ্রহকর্ত্তা দিগের কতদূর মানসিক দূরদর্শিতা সেইটী সুচারু রূপে দেখান। পরে হিন্দু ধর্ম্মের উপরে যে কতকগুলি অমূলক অপবাদ দেওয়া হয় সেই গুলি প্রদর্শন ও সঙ্গত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন। তাহার মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া অপবাদিত হয়, তাহা রাজনারায়ণ বাবু অস্বীকার করিয়া যুক্তি দ্বারা সেই বিষয় ভ্রম নিরাকরণ করেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে আরোপিত বিষয় মাত্রেই তাহার দ্বারা প্রদর্শিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। তৎপরে হিন্দুধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত বিশেষ

খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম) তুলনা করিয়া প্রমাণ করেন। হিন্দুরা সকল ধর্ম্মাবলম্বী জাতি অপেক্ষা যেমন স্বধর্ম্মে নিরত ও দৃঢ় ব্রত এমন অন্য কোন জাতিই নাই। আরো তিনি বলেন যে এই হিন্দুধর্ম্ম দুদ্ধর্ষ হস্তী-স্বরূপ, দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা ইহার উপর কত শত নৃশংস অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু ইহা সেই হস্তীরঙ্গে মোশক দংশন স্বরূপ সামান্য বোধ করিয়া সমভাবে অচল রহিয়াছে। পরে বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্মই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সারতত্ব, তাহা রাজ নারায়ণ বাবুর বক্তৃতায় সরল হৃদয় ও সুবিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; আপনাদিগের কুটীল কুতর্ক বজায় রাখিবার জন্য ঈর্ষ্যায় যিনি যাহা বলুন, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরাত্মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছে। হিন্দু নামই যে হিন্দু দিগের কতদূর গৌরব ও উৎসাহের স্থল, হিন্দুস্থান ও হিন্দুদিগের কি অপূর্ব্ব বীর যোনী ও সেই আর্য্যবংশীয় বীর পুরুষ গণের বীরগর্ব্ব ও মহিলাগণের সতীত্বদর্প জগতের আদর্শ স্বরূপ সমতেজে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে এবং সেই আর্য্যবংশীয় হিন্দুরা এক্ষণে কি নীচ লঘুচিত্ত সভ্যতা অনুরোধে মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছে ও অনুকরণ প্রিয় হইয়া আপনাদিগের অমূল্য ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতা বিনিময়ে নিস্তেজ কাপুরুষ সাজিতেছে, এই কটী বিষয়ে বক্তা এত দূর চমৎকার বক্তৃতা শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে সে সময়ে হিন্দু নাম ধারি মাত্রেই আনন্দে উৎফুল্ল ও দুঃখে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ নারায়ণ বাবু বলেন যে হিন্দু ধর্ম্মের উপর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর উপদেশ অনধিকার চর্চ্চা। বক্তা হিন্দু ধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রদর্শন কালে বলেন, যে হিন্দু ধর্ম্ম কোন ব্যক্তির নামোৎপাদিত নহে, যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম খৃষ্ট হইতে, মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদ হইতে হইয়াছে, কিম্বা ইহারা (হিন্দুরা) কোন ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য লইয়া ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা করেন। ইহাদিগের ধর্ম্মই এক মাত্র স্বর্গ পথ প্রদর্শক; হিন্দু দিগের ন্যায় এমন কোন জাতিই পৃথিবীতে নাই, যাহারা সামান্য কথোপকথনে ও পত্রাদি লিখনে ঈশ্বরনামোউচ্চারণ না করিয়া কোন কার্য্য করে না; হিন্দু ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে উপদেশ দেয় না, ইহার উদ্দেশ্য যে, যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন

তিনি একাগ্র চিত্ত হইয়া তাহার সেই ধর্ম্মই প্রতিপালন করুন। বক্তা অবশেষে একটী সুমধুর সঙ্গীত গাইয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

রাজনারায়ণ বাবু বসিলে পর, এক জন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী (বাঙ্গালি) সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করিয়া, রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় অনুযায়ী সমুদয় অংশে সুসম্পন্ন হয় নাই বলিয়া তাঁহার বিপক্ষে বলিতে আরম্ভ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র বক্তা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এই সূত্র ধরিয়া তাহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, কোন কোন শ্রোতা সময় নাই সময় নাই বলিয়া কিছুতেই ঐ দুর্ভাগার মিনতি গ্রাহ্য করিলেন না। সভাপতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী শুনিয়াই উঠিলেন, কিন্তু সভাভঙ্গের পর অর্থাৎ ঐ দুর্ভাগা থামিলেই পুনঃ আসন গ্রহণ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ পুনঃ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইল, পরে শ্রীযুক্ত বাবু মন্মোহন বসু (মধ্যস্থ সম্পাদক) মধ্যস্থ করিতে উঠিলেন। তিনি বলেন যে এই বক্তৃতাটি উপযুক্ত সময়ে হইয়াছে, এক্ষণে যুবকবৃন্দ হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিতেছে কিন্তু তাহারা যদ্যপি হিন্দুসমাজ একবারেই পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে কাহার উপরে আমরা আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভরসা করিব, অতএব তাহাদিগের উচিত যে তাহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া হিন্দুসমাজ সংস্করণ করিতে উদ্যোগী হওয়া ও এইরূপ করিলে তাহারা সমাজ সংস্করণে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা উত্তমরূপে সম্পন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে কিন্তু একটি বিষয় তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন হিন্দুদিগের উপরে অন্যান্য অপবাদের সহিত তাহাদিগের দান তাদৃশ নাই অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। মন্মোহন বাবু সেই ভ্রমটী এই উদাহরণটী দ্বারা নিরাকরণ করেন যে হিন্দুদিগের ন্যায় দানশীল এমন কোন্ জাতী আছে, যাহারা মৃত অগ্নি দগ্ধ পূর্ব্ব পুরুষ গণের স্মরণার্থে শ্রাদ্ধে প্রতিবৎসর কত ব্যয় করিয়া থাকে। মধ্যস্থ সম্পাদক যে যথার্থই মধ্যস্থ নামের উপযুক্ত তাহা তিনি সেই দিনে দুই চারিটি কথায় পরিচিত হইয়াছেন। পরে সভাপতি মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া একবারেই সভাভঙ্গ করিলেন। তার পর সেই দিনে আর সভা হইল না।

শরৎ বর্ণন।

দুখের বরষাগত, সুখের সরদাগত,
হইল রে ধরণী মাঝেতে।
অবিরল বরিষণ, নাহি আর করে ঘন,
রহিলরে প্রশান্ত সাজেতে। ১।
নভো মাঝে প্রফুল্লিত, শশধর সমুদিত,
উজলিত চারি দিক তায়।
তড়াগ পল্লল জলে, কমুদিনী কুতুহলে,
নাথ সনে যামিনী কাটায়। ২।
চকোর নিকর সুখে, শশাঙ্ক উদয় দেখে,
প্রিয়া সহ করে সুধাপান।
বরষায় গিরিরাণী, কাঁদি দিবস যামিনী,
পাগলিনী প্রায় নিদ্রাযান। ৩।
যামিনা বিগত প্রায়, হেন কালে অন্নদায়,
স্বপ্নযোগে দেখিলা সম্মুখে।
মুখ চন্দ্র জ্যোতিঃহিন, স্বর্ণলতা বিমলিন,
অবিরল বারি বহে চখে। ৪।
পরণে মলিন বাস, আলুয়িত কেশ পাশ,
ধুলায় ধূসর কলেবর।
আমরি কি শোভাতায়, হেরিমন মোহ যায়,
মেঘ আড়ে যেন সুধাকর। ৫।
শঙ্খের বলয় করে, কহেন কব্যা স্বরে,
"আছে কি মা মনে তনয়ার।
দিয়ে বে ভিকারী সনে, ভুলে আছ কোন প্রাণে,
দেখ মাগো এক বর্ষ যায়। ৬।
যখন ছিলাম ঘরে, না দেখিলে ক্ষণ তরে,
হতে মাগো যেন পাগলিনী।

পিতার পাষাণ প্রাণ, কখন না ফিরে চান,
হলে কি মা তুমিও পাষাণী। ৭।
আদরের মেয়ে বলে, আদরিত ছেলে কালে,
ব্যজনিতে ঘামিলে বদন।
দেখ্ মাবারেক চেয়ে, এবে তোর সেই মেয়ে,
ক্ষীণ কায় না পেয়ে ও দন। ৮।
পিতা যার মহারাজ, ভিক্ষা করা তারি কায!
দেখে মরি হায় রে কপাল।
অন্নদা যাহার নাম, অন্ন নাহি তারি ধাম,
দুঃখীমাগো আমি চিরকাল। ৯।
সদা সাধ হয় মনে, দুদিন তব সদনে,
আসিয়া কম্মাই দুঃখ ভাব।
মা তোর হিয়া কঠিন, কন্যা বলে এক দিন,
স্মরণ করনা একবার। ১০।"
প্রসারি যুগল পাণি, কাঁদিয়া উঠিয়া রাণী,
করিবারে যান আলিঙ্গন।
নির্দ্দয় প্রবোধ হায়, প্রাণ সম অন্নদায়,
নিদ্রা সহ করিছে হরণ। ১১।

১

বাতায়ন পথে হায়, চন্দ্রমা দেখিতে পায়,
শিশিরের বিন্দু সব চারিদিকে পড়িছে।
বলে রাণী জ্ঞানহারা, আয় মা আয় মা তারা,
আহা মুখশশী কেন আঁখিনীরে ভাসিছে।

২

হায় বিধি একি ধারা, আমার নয়ন তারা,
তারামুখ একি দুঃখ বিমলিন হয়েছে।

মা বলে মা কোলে আয়, জুড়াই তাপিত কায়,
দেখ মাত্র অভাগিনী কি দশায় রয়েছে।

৩

মাখাতাম সরননী, ছিলে কত আদরিণী,
কালিমা হয়েছে সার সে সোনার বরণ।
মরি মরি হায় হায়, খেদে প্রাণ বাহিরায়,
ভুলেছে লিখিতে বিধি অভাগীর মরণ।

৪

হায়রে দুঃখের কথা, আমার সোনার লতা,
দারিদ্র আতপতাপে শুখাইয়া যাইল।
আহা মম উমা নিধি, কাঁদি কাঁদি নিরবধি,
সে হেন সোনার অঙ্গ কিছি কি হইল।

৫

বাড়তে মায়ের ব্যথা, কেন মা রহিলে হেথা,
এস কোলে চাঁদ মুখ অঞ্চলেতে মুছিব।
মা তোমার লইবারে, জামতা আইলে পরে,
না দিব যাইতে তার পায় ধরে কাঁদিব।

৬

এত বলি গিরিযায়া, লইতে যান তনয়া,
কিন্তু হায় বাহুতার বাতায়নে বাধিল।
চমকি উঠি অমনি, কাঁদিয়া কহেন রাণী,
বিধু যদি ওই তবে উমা কোথা যাইল।

৭

ম্যানকা মলিন মুখী, অবিরল ঝরে আঁখি,
ত্বরিতা তটিনী সম গিরিপাশে ধাইল।
যেন ফণী মণীহারা, আনিতে জীবন তারা,
ভর্ৎসিয়া জীবিত নাথে ক্রোধ ভরে কহিল।

"হে নির্দ্দয় গিরি পাষাণ হৃদয়।
এই কি তোমার সুখের সময়॥
সুখের শয্যায় সুখে শুইয়া।
অনায়াসে আছ আঁখি মুদিয়া॥
কোথা গেল সুত কোথা তনয়া।
বারেক দেখনা মনে ভাবিয়া॥
যে জলধীজলে জীবন ধন।
তনয়া হইয়া আছে মগন॥
কোন প্রাণে তুমি বাড়াও তারে।
দিয়া জাহ্নবীরে শতেক ধারে॥
দেবরাজ যদি ক্ষমিল তায়।
তব দোষে নাহি উঠিতে পায়॥
তনয়ায় দিয়া ভিখারী করে।
রাজ ভোগে আছ কেমন করে॥
তুমি আছ নানা উপভোগেতে।
দিনান্তে ও উমা না পায় খেতে॥
দিবা নিশি মরি দুঃখেতে গত।
মা হয়ে কেমনে সহিব এত॥
ওহে গিরি বুক ফাটে বলিতে।
দেখেছি স্বপন গত নিশিতে॥
মা যেন আসিয়া মা মা মা বলে।
চাহিলা আমার বসিতে কোলে॥
ওহে গিরি বুক ফাটে বলিতে।
মা মোর মলিনা না পেয়ে খেতে॥
আমি রাজরাণী ভিখারী যায়া।
ওহে গিরি মোর উমা তনয়া॥
কিছুতে আমার নাহিক সুখ।
হেরিয়া উমার মলিন মুখ॥

বৎসরান্তে সুধু দেখিতে পাই।
তাতে ও তোমার যতন নাই॥
এইত সুখের শরদ্ এলো।
কবে আর তবে যাইবে বল॥
নিতান্ত তোমার পাষাণ হিয়া।
নতুবা কাঁদিতে বলি তনয়া॥”
এত বলি রাণী রোদন করে।
পতির নিকটে করুণ স্বরে॥

মেনকার বচনেতে গিরি লাজ পাইল।
শান্তনা করিয়া পুনঃ রাণী কাছে কহিল॥
এখনি যাইব আমি আনিবারে তনয়া।
শান্ত হও সুধামুখী আসিবেন অভয়া॥
এত বলি নগরাজ নন্দিনীর আনিতে।
চলিল কৈলাশেতে দেব দেব ধামেতে॥

১

অপর হইল গত, দেবীপক্ষ সমাগত,
ধরাবাসীগণ যত, আনন্দেতে ভাসিল।
চারি দিকে মহোৎসব, সদা আনন্দের রব,
প্রফুল্লিত দিক্ সব, আহা যেন হাসিল।

২

বিলাস বিপণী যত, সাজায়েছে মনোমত,
ধনী দুখী আদি যত, আসি তথা মিলিছে।
প্রিয়তমা প্রিয়া তরে, সুবসন লইবারে,
নিদয় দোকানী তারে, দশগুণ বলিছে।

৩

যুবতী রমণীগণ, করে পথ নিরীক্ষণ,
মনে ভাবে কতক্ষণ, প্রাণপতি আসিবে।
দূরে যাবে দুখ ভার, হেরিবে জীবনা ধার,
আহা মরি এই বার, সুখনীরে ভাসিবে।

৪

সুবসন পরি সতী, সদত প্রফুল্লমতী,
বাহিরেব পথ প্রতি, ক্ষণে ক্ষণে চাহিছে।
ভাবে এলো প্রাণধন, লয়ে বসন ভূষণ,
আহা মোর সুভক্ষণ, বলি ধনী হাসিছে।

৫

প্রফুল্লিত শিশু যত, পেয়ে দিন মনোমত,
চারিদিকে অবিবত, মনসুখে ছুটিছে।
ক্ষণে ক্ষণে গৃহে আসি, জননীর পাশে বসি,
বলিতেছে হাসি হাসি, "বাবা কি মা এসেছে।

৬

ঘোষেদের বাড়ী গিয়া, আমি এলেম দেখিয়া,
কেমন কাপড় নিয়া, কালীমামা এসেছে।
কেদার রাখাল ভুতো, পরিযা নুতন জুতো,
অহঙ্কার করি কত, দালানেতে বসেছে।"

৭

মা তারে ভুলায়ে ছলে, ওরে বাপ হাবা ছেলে,
আমাদের কর্ত্তা এলে, তোর ও জুতো আসিবে।
মনে মনে ভাবে ধনী, কেন না আসেন তিনি,
দেবতার পূজা মানি, সবদুখ নাশিবে।

৮

শিশু সুত লয়ে কোলে, কোন ধনী কুতূহলে,
"আজি কি আসিবে" বলে, মুখ পাণে চাহিছে।
হুঁ বলিলে শিশু তার, আনন্দ ধরে না আর,
চুম্ব দিয়ে মুখে তার, হৃদয়েতে রাখিছে।

৯

কোথা বহু দিনপরে, পুত্রটী আসিবে ঘরে,
নানা দ্রব্য থরে থরে, কারো মাতা রেখেছে।
একান্তে ভাবেন বসে, এই আসে এই আসে,
আহা বাছা পরবাসে, কত দুখ পেয়েছে।

১০

কোন খানে কোন ছেলে, বাবা এলো এলো বলে,
আদরে বাবার কোলে, আগে গিয়া উঠিছে।
জননী, রমণী শুনি, মুখেতে নাহিক বাণী,
যেখানে আছেন তিনি, সেই খানে ছুটিছে।

১১

মা বসিয়া নিকটেতে, বলিছেন কতমতে,
আহা বাছা বিদেশেতে, আধখানি হয়েছে।
রমণী দূরেতে থাকি, আনন্দে প্রফুল্ল আঁখি,
বসন ভূষণ দেখি, নিকটেতে রয়েছে।

১২

ধরিয়া মায়ের গলে, পিতৃহীন কোন ছেলে,
কোমল স্বরেতে বলে, "বাবা কবে আসিবে,"
উথলে জননী দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কপালে থাকিলে সুখ; কেন হেন হইবে?

১৩

নিশি শেষে কোন জন, অনন্দে হয়ে মগন,
সারদার আগমন, আগমনী গাইছে।
বহুকাল গত প্রাণ, তনয়ে করি স্মরণ,
অভাগিনী কোন জন, তাব সহ মিলিছে।

কোথায় বিজন দেশে বিমলিন বদনে।
বসি বামা নিরূপমা মগ্ন আছে রোদনে॥
যামিনী কামিনী শীরে শশিকলা সাজিছে।
তরুগণ উর্দ্ধমুখে প্রেমানন্দে নাচিছে॥
সরসি হৃদয়ে কোথা কুমুদিনী হাসিছে।
ঢল ঢল সুবিমল জল তাহে হাসিছে॥
খদ্যোত বিদ্যুতসম তরু শীবে জ্বলিছে।
ঝি ঝি ববে ঝিল্লীগণ চাবি দিক্ পুরিছে॥
সতর্ক বায়স কুল তরু শাখে বসিযা।
চমকি উঠিছে নিশি পোহাইল বলিয়া॥
হেন সুখসময়েতে করে রাখি কপোলে।
কেন একা বসিয়াছ স্থিব ভাবে চপলে॥
শশীর সৌন্দর্য্য গর্ব্ব চূর্ণিবার তরেতে।
চাহিছ কি ক্ষণে ক্ষণে গগণের পানেতে॥
বদন কমল কেন আঁখি নীরে ভাসিল।
চাঁদ ত ও মুখ চাঁদে পরাজয মানিল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অনুপম ললনা।
কহিতে লাগিল নিজ হৃদযেব যাতনা॥

এবারে স্থানাভাবে শেষ হইল না আগামি বারে শেষ করিব।

বঙ্গসুহৃদ।

মাসিক পত্র।

জন্মভূমি দুঃখে যার চক্ষে আসে জল।
জ্ঞানবান সেই, তার জনম সফল ॥

৪র্থ সংখ্যা [কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৯] ১ম ভাগ

প্রার্থনা।

হে নাথ অনাথ আমি, অনাথের নাথ তুমি,
অনাথ বলিয়া প্রাণ তবে কেন কাঁদেহে?
তোমার সমান আর, ঘুচাইতে দুঃখ ভার
কাহার ক্ষমতা আছে, কে সাহস বাঁধে হে

চাহিনা লোকেতে যশ, হোক্ হে ইন্দ্রিয় বশ
তব প্রেম-সুধা-সিন্ধু, সুধু তাতে নাই হে।
রসনা না রসহীন, হইবে হে যত দিন,
তব নাম সুধাভাণ্ড, খেতে যেন পাই হে

নয়ন দেখিবে যত, দেখে যেন অবিরত
সকলের মূল তুমি, তুমিই সকল হে
শ্রবণ শ্রবণ যেন, করে নাথ অনুক্ষণ
তোমার মহিমা গান, আনন্দে কেবল হে।

পুরাইলে এ বাসনা, আর কিছু চাহিব না
একেবারে শিব হয়ে, শিবময় রই হে
প্রাণের যাতনা যত, প্রাণনাথ! অবিরত
তাহলে তোমার কাছে নাহি আর কই হে।

চিত্রশালা।

"যখন যায়, তখন তার ব্যাগ্‌টা ভারি ভারি বোধ হয়েছিল। কিন্তু যদি আর কারু সীমেনায় পড়ে, তা হলেই ত সব হলো? এখেনে রাখলিই হতো ভাল।"

"এই দোকানে থেকে এ কায কল্লে নিশ্চয়ই পড়্‌তে হবে। যদি একবার হাতছাড়া হয়ে কেউ পালায়, তা হলে কি উপায় আছে?"

"যে ঘাটিতে গিয়েছিলে, তার খবর কি?"

"এখনো কিছু বলা যায় না।"

"অনেক রাত হয়েছে তবে এখন শোও।" উভয়ে শয়ন করিল।

পথিক ঐ সকল কথা বার্ত্তা শুনে ভয়ে মৃতপ্রায়—"পাছে পালাই, এই ভয়ে পাপিয়সী দোকানীর স্মুখে আমাকে জানিয়ে এই রকম কথা বল্লে, কিন্তু পরে নিশ্চয়ই বলে দেবে। আর রক্ষা নেই এইবারেই মলেম।" পথিক জ্ঞানশূন্য, অস্পন্দভাবে সেই স্থলে পড়ে রইলেন, দুই চক্ষু দে অবিরল জলধারা পড়্‌তে লাগ্‌ল; চক্ষে নিদ্রা নেই, মনেরও স্থিরতা নেই, সব শূন্য—মৃত্যুর ভীষণ চিত্রে পূর্ণ; ভয়ে হৃদয় ফেটে যাচ্চে।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, যদিও বৃষ্টি পড়্‌চে না, কিন্তু ঘোর মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন রয়েছে ও ঘন ঘন বিদ্যুত নল্‌পাচ্চে। সব স্থির, গাছের পাতাটীও নড়্‌চে না;—রাত্রি প্রায় দুই প্রহর উত্তীর্ণ। এমন সময় যেন কিঞ্চিৎ দূরে "ঝম—ঝম" করে একটী শব্দ হতে লাগ্‌ল। ঘোরা রজনী, শব্দটীও ঘোরাল,—কয়েদিদিগের বেড়ীর শব্দের অনুরূপ,—পথিকের কর্ণে প্রবিষ্ট হলো। কিসের শব্দ? কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। কিন্তু ভয়ে জড় শড় হয়ে উঠ্‌লেন। শব্দ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী,—স্পষ্ট,—অতি নিকটে, বিশ হাত—দশ হাত,—অশ্বত্থ তলায়, দীঘির আড়াতেও উঠ্‌লো। ক্রমে সেই দোকানের সম্মুখেও উপস্থিত; আর পথিকের জ্ঞান নেই। বিদ্যুতের আলোয় অল্পে অল্পে ইটের ফাঁক দে দেখ্‌লেন, দোকানীর বা কি মূর্ত্তি, কতই বা কাল! তা হতেও চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর। যদি যমদূতের

অবস্থিতি সত্য হয়, তা হলে এইই তার একজন। হস্তে অর্গল সমান এক গাছা প্রকাণ্ড লাঠি। ওপরে পাঁচ সাতটী লোহার কড়া লাগান। গভীর স্বরে বল্লে,

"হারামজাদ, ঝাঁপ খোল্, রাহী হাজীর কর্।—বাঞ্চৎ এখনো উঠ্‌লিনে। ঝাঁপ খোল্ বল্‌চি, নইলে নিস্তার নেই।"

দোকানী শশব্যস্তে উঠে ঝাঁপ খুলে দেখে,—সম্মুখে কালান্তক যম দণ্ডায়মান।

দো। "কেও জুম্মন?"

"তোর বাবা। রাহী কোথায়? এখনি হাজির কর্।"

"রাহী?"

"শালা ন্যাকা? সন্দের পূর্ব্বে বরাবর এই দিকে এসেচে। কোথায় আছে, বার কর্। নইলে উপায় রাখ্‌ব না।"

"সত্যি বল্‌চি আমার এখানে নেই। এক ব্যাটা এসেছিল বটে, কিন্তু বিদেয় করে দিচি। এখানে রাখিনে।"

"তায় পারব, আলো জ্বাল।"

দোকানী আলো জ্বাল্লে জুম্মন দোকানের ভিতর গিয়ে আড়কাট বিছানা রান্নাঘর, সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল, পরে কোথাও দেখ্‌তে না পেয়ে বল্লে "কোথায় রেখেচিস্ বল্।"

দো। "দোহাই ধর্ম্ম! আমি তাকে রাখিনে।"

জু। আচ্ছা কোন্ দিকে গেচে বল্।

দো। "এই দিকে।"

জু। "একটা লণ্ঠন দে, অশ্বত্থ গাচ দেখি।"

দোকানী তটস্থ—লেণ্ঠান জ্বেলে তার হস্তে দিল। জুম্মন লেণ্ঠান হস্তে অবলীলাক্রমে সেই ভয়ঙ্কর গাছে উঠে প্রত্যেক ডাল পালা তন্ন তন্ন করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কোথায় দেখা পেলে না। গাছ থেকে নেমে অন্যান্য অনেক স্থান অনুসন্ধান কল্লে, কোথাও নাই। দোকানীর হাতে লণ্ঠন দে মাঠের দিকে চলে গেল।

পথিক এতক্ষণ নিশ্বাসও ফেলেন নাই, সেই ভয়ঙ্কর দস্যু চলে গেলে

ভাব্‌লেন, বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পেলাম, কিন্তু যার হাতে পড়েচেন, তার কাছ্‌ থেকে মুক্তি পাবেন কি না, একান্ত মনে তাইই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—কিছুই স্থির হলো না, রাত্রিও অনেক আছে। কামিনী যে তাঁকে স্তোভ বাক্যে ভুলিয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। ডাকাতের কামিনী কি কখন সতী সাধ্বী হয়ে থাকে? না নিরাশ্রয় পথিকের চকের জলে তার পাষাণ কঠিন হৃদয় আর্দ্র হতে পারে? কখনই না। এই ডাকিনী মারবার জন্যেই তখন সেই পাড়ের ওপর থেকে আমাকে হাতছানি দে ডেকে ছিল, না বুঝে ওর কুহকে পড়ে এবার মারা গেলাম। পথিক চিন্তায় আকুল, সভয়চিত্তে প্রতিক্ষণেই মৃত্যু আশঙ্কা কচ্চেন, ও যদিও দেখা যায় না, তথাপি একদৃষ্টে স্থির কর্ণে ঘরের দিকে চেয়ে আছেন।

পুনরায় সেই শব্দ!—পথিক শীউরে উঠ্‌লেন, ও সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠ্‌ল। শব্দ ক্রমে দীঘির আড়া থেকে দোকানের সম্মুখে এসে উপস্থিত।

দোকানী শশব্যস্তে ঝাঁপ খুলে বল্লে, "কেও জুম্মন! আবার যে?"

জু। "হারামজাদ, আমার সঙ্গে বজ্জাতি?"

দো। "তোমার গা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি, আমি তার বিষয় কিছুই জানি নে।"

জু। "তবে গেল কোথা?"

দো। "দোহাই ধর্ম্ম, কিছুই জানি নে।"

জু। "শালা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির; বার কর কোথা রেখেছিস বারকর্‌।"

দো। "তোমার যেখানে ইচ্ছে খুঁজে দেখ।"

জু। "আলো জ্বাল।"

দোকানী আলো জাল্লে জুম্মন ঘরের ভিতর প্রবেশ করে পুনরায় সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কোথাও দেখ্‌তে না পেয়ে দোকানীর স্ত্রীকে বল্লে, তুই সব জানিস্‌, কোথায় আছে বল; না বল্লে গায়ে আলো চেপে ধর্‌ব।

কামিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, "ধরম বাপ্‌! রক্ষে কর, আমি কিছুই জানি নে।"

জুম্মন দোকানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বল্লে, আচ্ছা এই কাট সরা, আমি মাচার নীচে দেখ্‌ব।

দো। দেখ।

বজ্রের পতন শব্দই বা কতদূর ভয়ঙ্কর! "কাট সরা" এই শব্দ কর্ণে প্রবেশমাত্র পথিক এককালে অচেতন হয়ে পড়্‌লেন।

দোকানী অতি কষ্টে এক খানি মাত্র কাট সরিয়েচে, এমন সময় নিকটে অশ্বের পদধ্বনি শোনা গেল।

জুম্মন সত্বরপদে বাইরে এল ও নিঃশব্দে অশ্বত্থ তলা দিয়ে চলে গেল। দোকানীও তটস্থ, কিন্তু অশ্ব আর সে দিকে এল না, বরাবর পশ্চিম দিকে চলে গ্যাল, জুম্মনও ফিরল না। তখন দোকানী কমিনীকে বল্লে, "ঝাঁপ বন্দ কর, বুঝি সেই ঘাটিতে কি ঘটেচে।"

কামিনী ঝাঁপ বন্দ করে আপন বিছানায় গে শুল।

পথিক তখনো সেই ভাবে পড়ে আছেন, অল্প অল্প জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু তিনি কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্চ্চেন না। এমন সময় সহসা যেন তাঁর চক্ষে প্রদীপের আলো লাগ্‌ল। দিশাহারার মত হয়ে উঠ্‌লেন; চট্‌কা ভেঙে চেয়ে দেখেন, কে যেন ইট্‌ সরাচ্চে। ভয়ে জড় সড় হলেন ও ক্যামন এক প্রকার বিকৃত স্বরে কেঁদে উঠ্‌লেন।

"ভয় নাই ভয় নাই, আমিই তোমায় সন্ধ্যের সময় পাড়ের ওপর থেকে ডেকেছিলেম।"

"রক্ষে কর, আমার যথাসর্ব্বস্ব লও, প্রাণে মের না, আমি নিরাশ্রয়।"

"আমি তোমায় রক্ষে কত্তে এসেচি, ভয় নাই।"

"ডাকিনি! ছল করে আমায় মাত্তে এসেচিস্‌ তোর পায়ে ধরিচি, মারিস না।"

"তুমি বাইরে এস, আর তোমার ভয় নেই। আমিও তোমার মত এই দুরাত্মার হাতে পড়ে জাতকুল সব খুইয়েছি, এখন যদি কোন রূপে তোমায় সহায় করে পালাতে পারি, এই জন্যেই প্রাণের ভয় না রেখে তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার আর কোন দুষ্ট মত্‌লব নেই।"

"দোকানী কোথায় ?"

"সে ঘাটীতে গেচে।"

"জুম্মন ?"

"সেও গেচে।"

পথিক কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বাইরে এলেন।

কামিনী তাঁর হস্ত ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, "মশায় যদি আমার দ্বারা আপনার কিছুমাত্র উপকার হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে আমায় উদ্ধার কত্তে হবে। আমি আর এই দুরাত্মার কাছে থাক্‌তে পার্‌ব না। অস্ত্র নিন, আমাকে নে চলুন।"

পথিক তরোয়াল গ্রহণ করে বল্লেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বার্ত্তা কইলে কি জানি যদি আবার কোন বিপদ্ ঘটে, চল ভিতরে যাই।"

কা। "আর ঘরের ভিতরে যেতে ইচ্ছে হয় না ; বিশেষ, বিলম্ব হলে এখনি দুরাত্মা আস্‌বে। রাত্ থাক্‌তে থাক্‌তেই পলান উচিত।"

প। 'আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তোমাকে আমি উদ্ধার কর্ব্বো, স্বীকার কচ্চি : কিন্তু একটা সদুপায় কল্লে ভাল হয়।"

কা। "কি বলুন, কিন্তু সদুপায়ের আর সময় নেই, পামর আগতপ্রায়।"

প। "ভাল, তায় ভয় নাই, আমি অস্ত্র হস্তে গোপনে থাক্‌ব, দোকানী ঘুমুলে, ওকে কেটে তোমায় নে যাব। রাত্‌টেও শেষ হক, না হলে মেয়ে মানুষ সঙ্গে, আবার কি কোন বিপদে পড়্‌ব ?"

কা। "যা ভাল বোঝেন, করুন ; কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নে যেতে হবে, না হলে আমি আপনার সুমকে আত্মহত্যে হব।"

প। "যদি আমি প্রাণে বেঁচে থাকি, তাহলে তোমার কিছু ভয় নেই।" উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লেন।

কা। আপনার সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, আপনি বিছানায় শুন, আমি আর শোব না।

অশ্বত্থ তলার দিকে যেন মনুষ্যের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কামিনী সভয়ে চুপে চুপে পথিককে বল্লে "মশায়, রান্না ঘরে যান, বুঝি দোকানী আস্‌ছে।"

পথিক সত্বর পদে রান্না ঘরে গেলেন।

পরক্ষণেই "ঝাঁপ খোল—বড় শীকার জটেছে—ঝাঁপ খোল্।—এখনো উঠ্‌লিনে।"

যুবতী যেন কল্পিত নিদ্রা হতে উঠে ঝাঁপ খুলে দিল।

দো। "আর রাত্রি নাই, শীগ্‌গির শীগ্‌গীর প্রদীপ জ্বাল্।"

কা। "মেয়ে মানুষ নাকি?"

দো। "প্রদীপ জ্বাল্। অনেক গয়না আছে। বয়েস ও অল্প না?—হ্যাঁ বয়সও বিলক্ষণ কাঁচা কাঁচা বোধ হচ্চে।"

যুবতী প্রদীপ জ্বালিল।

মেঘের অপলাপে যেমন চন্দ্রের বিকাশ, নিশার অবসানে যেমন ফুল্ল নলিনীর বিকাশ, সেই রূপ সেই ভগ্নকুটীরে অন্ধকারের বিনাশে ষোড়শী শশিকলা বিকাশ পাইতে লাগিল। বেশবাস বিগলিত, অর্দ্ধ অবশ; নয়ন মুদ্রিত, বদন নিষ্প্রভ, ও আরক্ত ওষ্ঠাধর অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। দেখিলেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু এ পাষণ্ডের কিছুতই ভ্রুক্ষেপ নাই। সরোজিনী মরুভূমিতে কি বিকাশ পাইতে পারে? যে পূর্ণ শশধর যুবক দম্পতিরই তৃপ্তিকর, শ্মশানের চিতাভূমি কিরূপে তাহার মহিমা গ্রহণ করিবে? দোকানীর গয়নার দিকেই দৃষ্টি, অনেক গয়না আছে, তাই দেকেই দোকানীর আর আমোদের সীমে নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

উদ্ভট কবিতাবলী।

(বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত)

যত্ত্বন্নেত্রসমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং
মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে! তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।
যেঽপি ত্বদ্‌গমনানুকারি গতয়স্তে রাজহংসা গতাঃ
ত্বৎসাদৃশ্যবিনোদমাত্রমপি মে দৈবেন ন ক্ষম্যতে ॥৪॥

না হেরে তোমারে প্রিয়ে! কি করে প্রাণ ধরি বল,
যা ছিল তোমারি তুল্য পোড়া বিধি সব হরিল।
তব মুখ সম শশী, জলদে ঢাকিল আসি
নলিনী নেত্র সদৃশী সলিলে ডুবিল।
রাজহংস ছিল যত, গমনে তোমারি মত,
বর্ষারম্ভে সবে তারা মানসে চলিল ॥৪॥
(এখন কি করে প্রাণ,—ইত্যাদি)

কিমিতি সখে! পর দেশে
গময়সি দিবসান্ ধনাশয়া মুগ্ধঃ?
বিতরতি মৌক্তিকমনিশম্
তব ভবনে কাঞ্চনী লতিকা ॥৫॥

হে সখে! ধনের আশে পড়িয়া প্রবাসে,
আর কেন বৃথা কাল করিছ হরণ।
দেখ গিয়া স্বর্ণলতা তোমার আবাসে,
অবিরল মুক্তাজাল করে বরিষণ ॥৫॥

(প্রবাসী পতির প্রতি বিয়োগীর উক্তি)

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো!
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতি রেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥৬॥

প্রাণনাথ! অধিনীর এই নিবেদন,
আর কিছু দিন বাস করহে তথায়।
বাসের অযোগ্য স্থল এদেশ এখন,
সুধার আধার শশী শরীর পোড়ায় ॥৬॥

(পতির উত্তর)

নৈতৎ প্রিয়ে! চেতসি শঙ্কনীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাসি ॥৭॥

প্রিয়তমে! এ আশঙ্কা না করিহ মনে,
কভু কি তাপিত করে হিমকর কর।
তাপিত হৃদয় মম বিরহ দহনে,
তাহে আছ বলি প্রিয়ে! তাপ ভোগ কর ॥৮॥

(রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

লতা জাতা শৈলে
ক্বচিদপি লতায়াং ন জায়তে শৈলঃ।
রাধে! ত্বয়ি বিপরীতম্
কনকলতায়াং গিরিদ্বয়ং জাতম্ ॥৮॥

ধরাধর ধরে লতা আছে এই রীত,
না হয় পর্ব্বত কভু লতার উপর।
হে রাধে! তোমাতে একি হেরি বিপরীত,
তুমিহে কনক লতা তাহে ভূমিধর ॥৮॥

(রাধার উত্তর)

অম্বুজমম্বুনি জাতম্
ক্বচিদপি ন জায়তেঽম্বুজাদম্বু।
ত্বয়ি মুরহর! বিপরীতম্
পাদাম্বুজাম্মাহানদী জাতা ॥৯॥

বিমল সলিলে হয় পদ্মের উদ্ভব,
কমলে জলের জন্ম না হয় কখন।
তোমাতে হে মুরহর! একি অসম্ভব,
চরণকমলে মহানদীর জনন ॥৯॥

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

মান্যবর

শ্রীযুক্তবঙ্গসুহৃদ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার কি মজার গল্প শুনিতে ইচ্ছা আছে? আপনার না থাকিলেও না থাকিতে পারে, কারণ আপনি একজন গম্ভীর প্রকৃতির লোক কিন্তু তাই বলে যে আপনার পাঠকবর্গের এরূপ ইচ্ছা নই, এরূপ জ্ঞান করা ভ্রমমাত্র। যাহা হউক, আমরা যে দুই চারিটী গল্প বলিব, কারু না কারু মনোরঞ্জন হবেই হবে।

একদিন কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সঙ্গে খোস গল্প করিতে করিতে যাইতে ছিল। হঠাৎ কি মনের ভাব উদয় হলো সে অমনি তার সঙ্গি-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি ভাই! চাল দাল পৃথব করিয়া রাঁধ্‌লে কি হয়?" বন্ধু উত্তর করিল "কেন? ভাত আর দাল হয়"। প্রশ্নকর্ত্তা তখন "আচ্ছা" বলে সায় দিয়া আর একটী প্রশ্ন করিলেন যে "দাল চাল একত্রে রাঁধ্‌লে কি হয়?" বন্ধু এবার উত্তর দিলেন—খিচুড়ি হয়"। বক্তা পুনর্ব্বার বলিলেন "আচ্ছা, ভাই তাই যেন হেলো কিন্তু ভাত ঝোল অম্বল ইত্যাদি যদি একত্রে মেশান যায় তবে সেটা কি হয়"? সঙ্গী উত্তর করিল "সেটা একটা বিদিকিচ্ছি হয়"।
—আমরা আজ সেই রকমের দুই একটা বিদিকিচ্ছির উদাহরণ দিচ্ছি।

আজ কাল বাঙ্গালা কাগজের দৌলতে নানা রকমেরই গল্প শোনা যায়। সেদিন "ধর্ম্মতত্ত্ব" পাঠ করে অবাক্ হইলাম, "আদি-ব্রাহ্মরা নাকি আবার হিন্দু হইবেন ?"

শুনিতে পাই কলিকাতাস্থ পিরিলীবংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হননা, কারণ অ জও নাকি ভট্টাচার্য্যি গোছের পাকা হিন্দু বামুণ্‌রা তাঁদের বাড়ীতে প্রকাশ্যে পাত পাড়েন না—তবে অন্ধকারে কে কি করে সেটা ধর্ত্তব্য নয়.—যাহা হউক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সৃষ্টি হইবার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন : এতদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখোজ্জ্বল করতঃ পরিশেষে দল বলের সহিত সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী-সভার সহিত যোগ দিয়া হিন্দ হইতে চলিলেন!! অতএব, সম্পাদক মহাশয়! দেখুন—এটা কি হচ্ছে দাল, ভাত হতে খিচুড়ি; অবশেষে "বিদিকিচ্ছি" হয়ে উঠ্‌লো কি না ?

আহা! কি শোকাবহ ব্যাপার! মনুষ্য জীবনের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! কতিপয় দিবস পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন, তাঁহারাই এখন হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়া উঠিলেন, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের শত শত ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন-মানসে স্থানে স্থানে, নগরে, নগরে, পল্লীতে, পল্লীতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারাই আবার এখন হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; যাঁহারা এতদিন হিন্দুধর্ম্মের পরম শত্রু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন তাঁহারাই এখন সেই হিন্দুধর্ম্মের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিলেন আর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জন্য অনেকে একদিন আপন মাতা পিতা প্রভৃতি প্রিয়বস্তু পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র ক্ষোভ অনুভব করেন নাই, তাঁহারাই আবার এখন সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনায়াসে পদতলে মর্দ্দন করিতে অনুমাত্রও সঙ্কুচিত হইতেছেন না। হা ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার কি শেষে এই পরিণাম হইল! যাঁহারা তোমাকে এই ৪৩ বৎসর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অপরাপর প্রচলিত

ধর্ম—তোমার পরম শত্রু খৃষ্টান ধর্মের—নানাবিধ ভয়ানক ভয়ানক আক্রমণ হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারাই এখন তোমায় পরিত্যাগ করিতেছেন, তোমার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! হা বিধাতঃ!

সম্পাদক মহাশয়! আপনি এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ কিছু স্থির করিতে পারেন? আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে এই বলে যে, ব্রাহ্মদিগের দল বিভাগই ইহার মূলীভূত।

তবে যাহারা "উন্নতিশীল" এই নামটি ধারণ করিলেন না তাঁহারাই কি কেবল এ দলবিভাগ জন্য অপরাধী? আমাদের বিবেচনায় তাহা নহে, "কারণ একহাতে কখনও তালি দেওয়া হয় না।" উভয় দলেরই দোষ আছে। তবে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ দোষ কেন আছে? আমরা তাহার উত্তর এই দিতে পারি যে, প্রাধান্য ও শাসনের বিলক্ষণ অসদ্ভাব রহিয়াছে বলিয়াই এ দোষ এখনও দ্রবীভূত হইতেছে না। যে কোন কার্য্যই হউক না কেন যদি দশজন মিলিয়া সেই কার্য্য করিতে হয় তাহাতে একের প্রাধান্য ও শাসন স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা সে কার্য্যটি কখনই সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইবে না। আদি সমাজান্তর্গত ব্রাহ্মদিগের দোষ আজ কাল অনেকের নিকট শুনিয়া থাকিবেন সুতরাং সে সকল উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অতএব নব্য অর্থাৎ উন্নতিশীল নামধারী ব্রাহ্মভ্রাতাদের দুই চারিটী দোষ উল্লেখ করিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবের অবতরণ করিব।

উন্নতিশীল ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কেমন লোক। ইহাদের এক এক জন এক এক রকমের। আমরা যেমন দেখিতে পাই তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে এ দলভুক্ত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্ম নামধারী। (প্রচারক মধ্যে এক আধ জন) পরশ্রীকাতর, ক্রোধ পরবশ, এবং অহঙ্কারী: তাহারা আপনাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, বা কোন সদ্গুণের আধার বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহার কারণ কি? কেবল এইমাত্র যে তাহারা 'উন্নতিশীল'। এই দোষ গুলি কেবল তাহাদের তরুণ বয়সের অনুভব, ইহাদের মধ্যে এক এক জনের হয়তো ব্রাহ্মধর্ম্মে আদরে দৃঢ়

বিশ্বাস নাই ; কেবল ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইবার বাসনাবশবর্ত্তী হইয়াই সমাজভুক্ত হইয়াছেন এবং সমাজে আসিয়া থাকেন ; প্রকৃত ধর্ম্মসাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। একথার যাথার্থ্য প্রমাণে বহু শ্রমের প্রয়োজন করে না ; দুই চারি জন "ব্রাহ্ম" নামে পরিচিত যুবকের সহিত ক্ষণমাত্র আলাপ করিলেই সমস্ত উপলব্ধি হইবে। উচ্চ নাম ধারণ করিলেই যে আত্মার উন্নতি হইবে ইহার কোন অর্থ নাই: কি উত্তমরূপে বিদ্যালোচনা করিলেই যে স্বভাব-পরিবর্ত্তন হইবে তাহার ও কোন মূল নাই। হিতোপদেশ রচয়িতা এই কথার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"ন ধর্ম্ম শাস্ত্রং পঠতীতি কারণং" ইত্যাদি।

সাধন ব্যতীত আত্মার উন্নতির আর উপায়ান্তর নাই। যাঁহারা সাধন করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ: কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ দেওয়া যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদের আত্মা যে কতদূর উন্নতি লাভ করিবে তাহা আপনাকে বা আপনার পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে না। ক্ষোভের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন ও যথার্থ ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত কতিপয় প্রচারক (সকল প্রচারকই নয়) মহাশয়রা এবিষয়ে একবার দৃক্পাত না করিয়া উদাসীন আছেন ! তাঁহারা কি নিদ্রা যাইতেছেন ? তাঁহাদের যে এই বহু আয়াসের ধন ব্রাহ্মধর্ম্ম কতিপয় চঞ্চলমতি যুবক কর্তৃক কলঙ্কিত হইতেছে ! যাহা হউক আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, কেশব বাবু আর যেন নিদ্রা যাইবেন না, সাবধান হউন : তিনি যাঁহাদিগকে তাঁহার প্রধান সহায় ও ব্রাহ্ম সমাজের ভাবী অবলম্বন বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন তাঁহারা যে এই বিশ্বাসের প্রকৃত পাত্র নন তাহা যেন এই নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক রহে।

সম্পাদক মহাশয় ! মার্জ্জনা করিবেন আমি এতক্ষণ অন্য বিষয়ের সমালোচনা করিলাম। যাহা হউক এখন প্রকৃত প্রস্তাব বর্ণনা করা যাউক।

• • •

ডাক্তার অন্নদা চরণ কাস্তগিরি এক জন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি, লেখা পড়াও বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার আচর ব্যবহার বিলাতি সভ্যতায় সুমার্জ্জিত :

চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী বলিয়া লোকসমাজে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। আবার এদিকে তিনি একজন ব্রাহ্মাগ্রগণ্য--তিনি আদি সমাজের ব্রাহ্ম নন--উন্নতিশীল ব্রাহ্ম নন, এর অপেক্ষা আর ও কিছু উচ্চতর উপাধি ধারণ কারী ব্রাহ্ম অর্থাৎ "অত্যত্যুন্নতিশীল" ইনি এই দুই দলের উপর টেক্কা দিয়া চলেন স্ত্রীস্বাধীনতার গোঁড়া, ইদানী যে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া মহা হঙ্গাম উপস্থিত হয় তাহার মূলই ইনি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীলোকদের জন্য পরদার বাহিরে বসিবার স্থান না পাওয়াতে (শুনিয়াছি) স্বব্যয়ে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া নিজ পরিবারের স্ত্রীলোক ও স্বাধীনতাভিলাষিনী অপরাপর মহিলা-দিগের প্রকাশ্য উপাসনার জন্য একটী ব্রাহ্মসমাজ ইনিই স্থাপন করেন: ও আপন দুহিতাদিগকে বিশেষরূপে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। শুনিতে পাই তাঁহার নন্দিনীদের বিদ্যাশিক্ষায় যেমন অনুরাগ ধর্ম্মালোচনায় ও সেইরূপ। অথবা যে কিছু গুণ থাকিলে মনুষ্য জীবনের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয় এই স্বল্প বয়স্কা কাস্তগিরি তনয়াদের তাহাই আছে? ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে! কিন্তু আহা! কি আক্ষেপের বিষয়, এইগুলি মনে মনে আন্দোলন করিলে হৃদয়কন্দর যেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে প্লাবিত হয়, নিম্নলিখিত শোচনীয় ব্যাপারটি স্মরণ হইলে তেমনি শোক ও ঘৃণা যুগপদ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে!

শুনিয়া থাকিবেন গত ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী অন্নদাচরণ কাস্তগিরির ষোড়ষবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠকন্যা সৌদামিনী কাস্তগিরির শুভ পাণি-গ্রহণবিধি হিন্দুমতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে (ইণ্ডিয়ান মিরার)। কন্যাটী উপযুক্ত পাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করি এই তরুণ বয়স্ক দম্পতী দীর্ঘজীবী হইয়া অবি-চ্ছিন্ন প্রণয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ দিন্। সম্পাদক মহাশয়! ইহার আনুসঙ্গিক বৃত্তান্ত গুলি সমালোচনা করিয়া দেখিলে নানা ভাবের উদয় হইবে।

শ্রীযুক্তবাবু বিহারীলাল গুপ্ত-ওঃ-শ্রীবিষ্ণু ইনি সিবিল সারভেণ্ট—মাষ্টার

না বলিলে রাগ করিতে পারেন—মিষ্টার বিহারীলাল গুপ্ত সি,এস, ইস্কয়ার—মিস্ সৌদামিনী কাস্তগিরির পাণিগ্রহণ করিলেন। কন্যা যেমন সর্ব্বগুণসম্পন্না জামাতাও তদনুরূপ। অথবা মনুষ্যের যাকিছু আশাস্য তাহাই ঘটিয়াছে।

এইপর্য্যন্ত শুন্‌তে বেশ সুন্দর; আর একটুকু ভিতরে প্রবেশ করুন, আর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন না—অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া চমৎকৃত এবং বিষাদযুক্ত হইবেন।

বর কন্যা উভয়ে বেশ লেখাপড়া জানেন—সত্য। বরে বরের সমস্ত গুণ গুলি আছে। অর্থাৎ কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্ বান্ধবাঃকুল মিছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥" এসকলই গুপ্ত মহাশয়ে (মিষ্টার গুপ্তে) আছে। সমস্তই সুখের বিষয় এবং ভাবি সুখের সূচনা। কিন্তু যখন মনে করি কন্যাটি একজন ব্রাহ্মিকা তখন তিনি কি করিয়া কোন ধর্ম্মে যাহার আস্থা নাই (সুলভ সমাচার) এরূপ ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিলেন! আচ্ছা না হয় বিবাহই করিলেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ করাতে কি তাহার প্রকৃত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল না! শুনিলাম তিনি এবিষয়ে সম্মত ছিলেন না, পিতার অনুরোধে পড়িয়া অগত্যা সম্মত হইয়াছিলেন!! যদি এই কথা সত্য হয়, তবে সম্পাদক মহাশয়, দেখুন স্ত্রী স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? অতএব কাস্তগিরি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে একেই কি স্ত্রী স্বাধীনতা বলে?

কাস্তগিরি মহাশয় স্বীয় দুহিতাকে অনুরোধ করিয়া তাহার বিশ্বাস বিরোধী কার্য্য করিতে সম্মত করাইলেন। সৌদামিনী সিবিল সার-ভেণ্টের প্রণয়িনী হইবেন বলিয়া পিতা এবং কন্যা উভয়ে আত্মজ্ঞানকে বলিদান করিলেন, চিরসুহৃদ ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলেন!!!

সম্পাদক মহাশয়! এখন বলুন্ দেখি কাস্তগিরি মহাশয়ের মত ব্রাহ্ম মহাশয়েরা সমাজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পিতা "আমি চাইনা হে ধন মান, চাইনা যশ অভিমান করযোড়ে করি নিবেদন" এই সঙ্গীতটী কি বলিয়া গান? তখন মুখে একখান মনে একখান করিয়া কি ঈশ্বরকে উপহাস করা হয় না?

"This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with *their* lips ; but their heart is far from me" Matt. ch x. V-8.

ব্রাহ্মদের হৃদয় হইতে কপটতা দূরীভূত হয় নাই ; এই জন্যই বল্‌ছি এখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই। কেশববাবু যতই বলন না কেন—হয়তো অনেক বিলম্ব আছে, নতুবা অনেক কাল হইল অতীত হইয়াছে।

পাঠক বর্গ! বিরক্ত হইবেন না। এইবার বিবাহের ঘটাটা শুনুন্‌। শুনিলাম অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল হিন্দুমতে বিবাহ হইবে, (কার্ত্তিকমাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ কেমন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত") তবে কন্যার মা কি একান্ত অনুরোধ যে বিবাহ সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাই স্থির হইল যে আদি সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করান। হিন্দুমতে বিবাহ, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যেরূপ স্ত্রীআচার গৃহসজ্জা, তাহা সমস্তই হইল। আত্মীয় বর্গকে (পুনর্ব্বার) পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইল। এদিকে নূতন ধরণের বিবাহ, দেখ্‌তে লোকের ভয়ানক কৌতূহল, সন্ধ্যার প্রারম্ভেই লোকের সমাগম হইতে লাগিল। অবারিত দ্বার, সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, ক্রমে লোকে লোকারণ্য, তিলার্দ্ধও আর স্থান নাই। অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিও বসিতে আসন পাইলেন না ; এদিকে মারামারি আরম্ভ হইল। শুনিলাম বিলাতের ফেরত একজন বাঙ্গালি সাহেব একটী "লেকচর" ঝাড়িলেন। এডুকেশন সম্পাদক যাহাকে দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে বরযাত্রেরা একটি সং সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

যাহক্‌ তার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। বিবাহ লগ্ন উপস্থিত অন্দর মহলের এক কক্ষায় হিন্দুমতে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। অনন্তর নবপরিণীত দম্পতী সভামণ্ডপে আসীন হইলেন ; সুমধুর স্বরে "হারমোনিয়াম" বাজিয়া উঠিল। পরে ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মোপাসনা হইলে সমাগত ব্যক্তি গুলিকে ভোজন করাইয়া দেওয়া হইল।

শুনিলাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আগমনের পূর্ব্বে নারায়ণ ঠাকুর বিবাহ সাক্ষীজন্য সমক্ষে স্থাপিত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর আসিবামাত্র শেষোল্লিখিত ঠাকুরকে অপাস্তত করা হয়। যাহাহউক ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদকের মত আমরাও ইহার বিশ্বাস যোগ্য প্রতিবার শ্রবণ করিতে উৎসুক থাকিলাম।

সম্পাদক মহাশয় দেখুন এখন :—বর না হিন্দু না ব্রাহ্ম কন্যা ব্রাহ্মিকা বরকর্ত্তা গোঁড়া হিন্দু কন্যাকর্ত্তা ব্রাহ্ম, (ইণ্ডিয়ান মিরার) পুরোহিত একজন পজিটিভিষ্ট, বরযাত্রদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কাহার বা কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই। বিবাহ হিন্দুমতে—যাঁদের বিবাহ তাঁরা উভয়েই হিন্দু নন—তারপর ব্রহ্মসংগীত ও ব্রহ্মোপাসনা।—ইহা কি ভাত, দাল, ঝোল, অম্বল, ব্যঞ্জন, ইত্যাদি একত্রে মেশানেরে মত একটা বিদিকিচ্ছি নয়?

উপসংহার কালে এই অনুরোধ যাঁহারা কান্তগিরি মহাশয়ের মত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেন কলঙ্কিত না করেন, ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করুন। সমাজে আসিয়া আর যেন কপটতা অভ্যাস না করেন। ঈশ্বরকে উপহাস করা অপেক্ষা ঈশ্বরকে স্মরণ না করাই ভাল। আর যাঁহাদের স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ এইরূপ, তাঁহারা যেন ওকথা মুখে না আনেন। মুখে লম্বা লম্বা কথা সকলেই বলিতে পারে কার্য্যে পরিণত করা বড় শক্ত কথা।

কলিকাতা
১০ই কার্ত্তিক

বশম্বদ
সোয়ান
সারস।
মকিং বার্ড।

বিরহী।

"Ah! why art thou sad, my heart?
Why?
Darksome and lonely
Frowns the face of the happy sky;
Over thee only?
Ah me! Ah me!
Render to joy the earth
Grief shuns, not envies, Mirth,
But leave one quiet spot,
Where Mirth may enter not to sign, Ah me!—
Ah me."!

১

কাহারে কহিব হায় হৃদয়ের যাতনা,
যে শুনিবে সে হাসিবে, কেহ না দয়া করিবে,
কাঁদিতে দ্বিগুণ হবে, প্রকাশিলে কামনা
অবোধে প্রবোধ দিবে, করিবারে শান্তনা।
শান্তি যে পাবার নয়, অশান্তি জগৎময়
মোর শান্তি কোথা রয়, কেবা তাহা জানিবে
হয়ত জীবনাবধি কাঁদিতেই হইবে!
থাকরে মরমে মোর মরমের বেদনা!

২

যদি কভু কর হতে, কপোলেরে তুলিয়া
চাহিরে গগণ পাণে, দেখি শশী সিংহাসনে
শশিমুখী পড়ে মনে, নাহি যাই ভুলিয়া
ভীষণ দুঃখ পেষণে, যায় হৃদি দলিয়া
ধৈর্য্য বল আদি যত, সকলি হয়রে হত
অবোধ বাতুল মত, একেবারে হইরে
কে বুঝাবে মোরে আর, আমি আমি নইরে!
যায় রে হৃদয় গ্রন্থি একেবারে খুলিয়া।

৩

দিবা অবসান কালে, সুখের সময় রে
বহে মন্দ সমীরণ, বিহগ করয় গান
কর জাল অংশুমান, ক্রমে তুলি লয় রে
বেড়ায়ে জুড়াব জ্বালা যদি মনে হয় রে
সরসে দেখি কমলে, ভাষিয়া নয়ন জলে
মৃদুল হিল্লোলে দুলে, মানা যেন করে রে
"নাই হেথা সুখ তব যাও ফিরে ঘরে রে"
প্রাণ কি তখন আর ধৈর্য্য বশে রয় রে!

৪

জুড়াতে মনের জ্বালা যদি বা কখন রে
পুস্তক লইয়া করে, পাঠ করি ধীরে ধীরে
পরাণ হৃদয়াগারে, থাকেনা তখন রে
প্রেমিক আলাপ আখি, হেরয়ে যখন রে
সেকালেতে হয় মনে, পাইলে হৃদয় ধনে
বিজনেতে দুই জনে, সকল দেখিব রে
আর কি এমন দিন কখন পাইব রে।
কল্পনা সনেতে মিলি নৃত্য করে মন রে!

৫

মানব মাঝেতে মনে সুখ আর পাই না
বাসনা বিজনে গিয়া, প্রিয়ার ভাবনা নিয়া
থাকি সব তেয়াগিয়া, কিছু আর চাইনা
লোক মাঝে সদা আর জ্বালাতন হই না।
কাঁদিয়া পাইব সুখ, ঘুচিবে অনেক দুখ
হেরিব প্রিয়ার মুখ, হৃদয়ের মাঝেতে
হায়রে সে সুধামুখী পাবনা কি কাছেতে!
গেল গেল গেল প্রাণ প্রাণাধিকা বিহনে।

৬

বিরহ বিষম জ্বালা জানে যেই জন রে
আমার যাতনা কত, কি দুখেতে করি গত
অশ্রু বারি অবিরত, করি বরিষণ রে
সে বিনে জানিবে কেবা অভাগার মন রে
কল্পনা কল্পনে হায়, এ দুঃখ না জানা যায়
তাই অবোধেরা কয়, প্রেমিক পাগল রে
প্রণয়ে কি সুখ আছে জানে কি পাগল রে!
যাবলে বলুক লোক করি না শ্রবণ রে।

(প্রাপ্ত)

কিঞ্চিৎ মুষ্টি যোগ।

আজ কাল গ্রন্থকর্ত্তা ও সম্পাদকের বাজার বড় সস্তা। মাসে মাসে কতই যে রংবেরঙের সংবাদ ও সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। তন্মধ্যে সংবাদ (নিউস পেপার) ও সাহিত্য পত্রের (ম্যাগাজিন) সম্পাদক হওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার, কারণ একবার একখানি, বাহির করিয়া বেদব্যাসের ন্যায় বিশ্রাম করিতে পারা যায় না ও এতদ্ ভিন্ন আরো নানা প্রকার পরিশ্রম ও উৎপাত লক্ষিত হয়: আজ আর সে সকল কথার প্রয়োজন নাই। এই বাঙ্গালা মধ্যে ১০৮ খানি সংবাদ ও সাহিত্য পত্র প্রকাশিত আছে, তবে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ইহার বাজার আর সস্তা কই বেশী আমদানী না হইলেত আর বাজার সস্তা হয় না? কিন্তু আমি তা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি যে অল্পাই হউক বা অধিকই হউক বিক্রী না হইলে দোকানি তাহার কিছু পাতাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়। আপনি এখন বলিতে পারেন যে জিনিষ ভাল হইলে কেন না বিক্রয় হবে? আমি তাহার এই উত্তর দিতে পারি যে, আর মদের মুখে কি আর মিষ্টি ভাল লাগে? এক জন হর করা বলিলো বাবু এক খানি ভাল কাগজ নূতন প্রচার

হইয়াছে, মশাই কাগজ খানি লন না কেন? বাবু উত্তর করিলেন দাম কত? হরকরা বলিল ॥৵০, দশ আনা দেও দেখি "পশ্চাৎ দেয়" এমন কোন নিয়ম আছে কি না, হরকরা আজ্ঞে ও ॥৵০ আনাই পশ্চাৎ দেয়,—বাবু আ, তা বলিতেছি না" বলি আজ কাল অনেক খবরের কাগজ বেরুচ্চে কিন্তু থাকে না, হরকরা বলিল দশ আনা আপনার গেলেও কি ক্ষ——। বাবু, বলিল তোমার কাছে আছে? আজ্ঞে আছে এই লন। বাবু সুচীকাপত্র (মদনাগরল, দেশানুরাগ, ক্যাম্বেলের আক্রমণ ইত্যাদি) দেখিয়াই ক্রোধে অন্ধ "রবিশ্, রবিশ্" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে হরকরাকে আক্রমণ করিতে গিয়া বারাণ্ডা হইতে নিচের রবিশ্ শায়ী হইলেন। এদিকে হরকরা বাবুর মুখশ্রী দেখিয়াই কাগজ ফেলিয়া পলায়ন করিল। আর বলুন দেখি আজ অমুক প্রেসে একখানি কেশব বাবুর কুৎসা পরিপূর্ণ একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, এক-খানা বড় রহস্যের কাগজ বেরোচ্চে যেমন সংবাদ রহস্য কাশমিরি প্যাকম্বর তাহার লেখক বাবু যদি ছাত্র হন ত সেই দিনে কলেজে যাইবেন না। আফিশার হন ত তাঁহার সেই দিন আফিশ বন্দ হবে তির-স্কৃত হরকরার কাগজ মুখ অপেক্ষা চতুর্গুণ হইলেও ছুচোঁ কিনিয়া এক-বার ছুঁচোর গন্ধে হাত কলুষিত করিতে হইবে। জানেন্ না যে এইরূপ কাশমিরি, মুলতানি ও বিলাতি ছুঁচোর ভয়ঙ্কর কাল বিষ, কালকূটে পরিপূর্ণ হয়; আবার যদি কোন গ্রন্থকর্ত্তা নিজে পিপে খোর কিন্তু এদিকে "মদ খাওয়া কি বিষম দায়" প্রভৃতি কোন নাটক লিখেন, তৎক্ষণাৎ অনেক বুদ্ধিজীব পাঠক তাই শুনেই আমাদের সুরেশ্বরীর দিন দিন "ইমপ্রুভমেণ্ট" হচ্চে আজ একখানি কি বাহাদূরির কেতাব দেখ-লাম এমন অলৌকিক সবটা লিখেছে বেগাত যে সেই মুখ করিতে পারিলেই মধুস্পর্শ করে না এমন জানোয়ার গুলা ও আমাদের ন্যায় সভ্য হইয়া উঠে। এইরূপ ভাবগ্রাহী পাঠকে দেশ পরিপূর্ণ; ইহা-দের মনোহারি-গ্রন্থ কর্ত্তার অ মদানীও সেইরূপ। আমরা সে দিন একটা শুনিলাম যে "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামে একখানি নাটক অত্যুৎকৃষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। নামটি শুনেবড় কৌতুহল জন্মিল অনেক অন্বেষণের

পর কারণ প্রকাশ্য হয় নাই দুর্ভাগ্যক্রমে একখানি জলযোগ পাইলাম। বই খুলিয়াই দেখিলাম গ্রন্থ কর্ত্তার স্পিরিট এক উড়ে বেহারার দেহে ঢুকে "সবে আড্ডা" ইত্যাদি—। ক্রমে দেখি একটী ভদ্র মহিলা লইয়া অভ্রচিত্তে নানা প্রকার কুৎসা করিতে জাচ্ছেন। কোন স্থানে জামাটিক্ট্ এমন সুচতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন যে "বটতলার তৈল প্রদায়নী সরস্বতী" তাহার কণ্ঠে আবির্ভাব হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এখন ইচ্ছা হইলেই গ্রন্থকর্ত্তা হইলেন। কোন লেখক, বা, কাহাকে "সারওলাটার স্কটের উপপত্নী" বলেন কিন্তু তিনি নিজে সেই উপপত্নীর পোষ্যপুত্র? কলহবা ক্রোধ হইলেই নাটক হইল। নাটকে যে সকল ষড়রসের আবশ্যক তাহার নাম মাত্র থাকে না। কেবল রসের মধ্যে আদিরস অর্থাৎ খোলা খুলি বদমায়িসি দুই চারি খানি নাটক ব্যতীত আর নাটক বলা যায় না।

যথার্থ সমাজের হিতকারি নাটক ধরিতে "গেলে নীলদর্পন," বিধবা বিবাহ," ও "নব নাটক" এইরূপ আরো দুই খানি পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ প্রণয় পরিদর্শক প্রথমে "নবীন তপস্বীনী" তার পরে "লীলাবতী"। এখন নব্য গ্রন্থ কর্ত্তারা এক রকম নূতন প্রেম পাইয়াছেন; তাহারা এক পিওর লভ্ শিখিয়াছেন। যে নাটক খানি খুলিবেন, দেখিতে পাইবেন, যে নায়িকা একবারে হদ্দ সুন্দরী নিখুঁদা বলিলেও হয়। বিরহে অস্থির, চন্দ্রকে ধিক্কার করিতেছেন, কোকিল ময়না তাড়াচ্ছেন, কখন বা নিধুর টপ্পায় "পুরুষ কি কঠিন" বলিয়া নায়ককে ভৎসনা করিতেছেন। এদিকে নায়ক লজ্জার ডালি মাথায় রেখে পিতারই গঙ্গাযাত্র হউক বা রাজত্ব বিনষ্ট হউক কাদা জঙ্গল ভেঙ্গে কোপনি আটীয়া "প্রাণাধিকার প্রাণে কষ্ট দেওয়া হবে না বলে দৌড়াইলেন। এই ত হলো গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের ভাব এদিকে সাধারণ জন সমাজের এইরূপ সাহেবী "পিওর লভের" প্রতি এই রূপ অভিরুচি হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকে স্বীয় বনিতা পরিত্যাগ করিয়া পরদার কেহ বা প্রকাশ্য ব্যভিচারিনীতে আসক্ত হইতেছে। জিজ্ঞাসা কর এরূপ অন্যায় আচরণ কেন কর? তখনি উত্তর দিবে আমাদিগের পিওর

লভ্ হইয়াছে। তবে কেন বিবাহ করিলে? কি বল্‌ব মুর্খ পরিজন যম-সম। আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া আর কি করিব? কেহ বলিবেন "বেটারা সুহৃদ হতে গিয়া লোকের কেবল নিন্দা গালি দিতেছে," কেহ বলিবেন "আরটিকেলের যোগাড় ত হয় না তাই মিছামিছি গোটাকত গালি দিয়া কাগজ পূর্ণ করেন কিন্তু আমাদিগের এই একটা একটা নিষিত বিষয়ে যদি এক জন ও যথার্থ কথা বলিতেছি বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট হয় কিছু দিন গত হইল সুলভ সমাচারে "অতি জঘন্য শিরোনামে লিপিটী আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একারণ তাহাকে কতকগুলি নামজাদা ভদ্র লোকের (আবার নাকি তাঁহারা ব্রাহ্ম) উল্লেখ কত্তে দেখিলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম কোন "মদন কে সাড়া" নাটক লেখকের পদবীর লোক জলযোগের লেখক; তাহা না হইলে ভদ্র লোক বিশেষ (ঠাকুর টাকুর গতিকের লোক) এমন চমৎকার নাগরালি বঙ্গ সমাজে প্রচার করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে সঙ্কুচিত হন!! যে সকল মহাত্মাগণ শাস্ত্রাদী ঘণ্ট করিয়া সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন যাঁহাদিগের ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্ম সংগীত জীবনের সারকর্ত্তব্য, কর্ম্ম যাঁহারা স্বজাতীয় দুঃখে দুঃখী ও অবস্থা উন্নতির নিমিত্ত কত প্রকার সভা, মেলা ফেলা করিতেছেন; তাঁহারাই এরূপ কলঙ্ক ভূষণ হইবেন এই কথা মনে হইলে হৃদয় কি রূপ দশা ধারণ করে তাহ কি সামান্য কথায় বা লেখনীতে ব্যক্ত হয়? হায়! মনুষ্য হৃদয়ে বিদ্বেষ কি ভয়ঙ্কর বৃত্তি!! আচ্ছা, বলি যে লেখকই যেন কোন প্রকার পশুবৎ প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া এইরূপ কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ বা কি রূপে এমত সকল জঘন্য প্রবৃত্তির উৎসাহ দান করেন! পরম্পর শুনিতে পাইতেছি যে ইহার নাকি আবার অভিনয় হইবে! হয় হোক্, যতদূর ঢলাঢলি হইতে হয় হউক কিন্তু আমার এইটি মিনতি যে অভিনয়ের পর দিবস হইতে যেন আমরা হিন্দু রিফরমার, আমাদিগের অমুক পত্রিকা আছে আমাদিগের আবার একটা সমাজ আছে এই কথা-আড়ম্বর গুলি যেন জল যোগের সহিত সমাধা হয়। জল যোগের ত এই প্রথম আয়োজন

তার পর আবার চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন আছে। যদি সুলভ সমাচারের কথা (নিশ্চয় বলিতে পারি না) সত্য হয় তাহা হইলে ঠাকুর এই বার হইতে আপনি তুলসী পত্র তুলিয়া চন্দনাভিষিক্ত করিয়া আপনার মস্তকে দিন, ঠাকুর আপনিই হাটে বাজারে গিয়া চাল কলা কিনিয়া ভোজন করুন লোকের ভক্তি উড়েছে আর পূজা ফুজার আশা করনা—করনা—করনা!!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে কাসিম বাজারস্থ শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাদিগের নবজাত সুহৃদকে বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন।

হালিসহর পত্রিকা

জ্ঞানাঙ্কুর।

হিন্দী দিপ্তী প্রকাশ।

কলিকাতা উপাসনা সমাজান্তর্গত দাতব্য বিভাগের প্রথম মাসিক অধিবেসনের কার্য্য প্রণালী।

বঙ্গসুহৃদ।

মাসিক পত্র।

জন্মভূমি দুঃখে যার চক্ষে আসে জল।
জ্ঞানবান সেই, তার জনম সফল॥

৫ম সংখ্যা [অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯] ১ম ভাগ

ঈশ্বর বিরহ।

দ্ব্যর্থক।

ওহে দিবাকর জগত লোচন
পার কি আমায় বলিতে তুমি
কোথা আছে মোর জীবন জীবন
সুখ পারাবার শান্তনা ভূমি ?

ওহে শশধর নিশার ভূষণ
একান্ত কাতর হয়েছি আমি
করিয়া বারেক কৃপা বিতরণ
দেখাও আমার প্রাণের স্বামী।

কোকিল ! করিয়া কাকলি প্রকাশ
যাঁহারে আমার তুলিলে মনে
জান যদি তবে করনা নিরাশ
কোথায় পাইব জীবন ধনে ?

অবশ্যই তুমি জানহে তাঁহায়
নতুবা তোমার স্বরেতে কেন

প্রাণনাথ তরে প্রাণ যেতে চায়
হৃদয় আমার হইবে হেন!

হে তটিনী সদা সাগর মাঝারে
গমন করিছ মোহন তানে
তব তটে এলে হৃদয় আগারে
কেন উদি দুখ কাঁদয়ে প্রাণ?

তবে বুঝি তব সলিল ভিতরে
আছেন আমার প্রাণের প্রাণ
বলিয়ে করগো সদয় অন্তরে
দুঃখানলে মোর সলিল দান।

আকাশ, মেদিনী, ভূধর. সাগর
সকলেরে আমি মিনতি করি
বল মোর কোথা দয়ার সাগর
বিনা তাঁরে ধৈর্য্য ধরিতে নারি

কোথা নাথ দেখা দেওহে বারেক
পারিনা পারিনা সহিতে আর
আসিয়ে হৃদয়ে বসহে ক্ষণেক
তৃপ্ত হোক্ প্রাণ জগত সার!

গোহত্যা।

দেখিতে শুভ্র মূর্ত্তির অন্তর যদি কালিমার পূর্ণ হয়, সে যেমন ভয়াবহ, এবং প্রকাশে দিব্য সুন্দর কিন্তু হৃদয় যক্ষ্মায় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, তাহাও যেমন শোকাবহ তেমনি বাহ্য আড়ম্বরশালী অন্তর্বিষময় ইদানীন্তন সভ্যতাও যারপর নাই শোকাবহ হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতার প্রকাশ্য রথ্যায় একটী গোপৃষ্ঠে সজোরে কশাঘাত করিবার

যো নাই, কারণ উহা দয়ালু গবর্ণমেণ্টের অন্তরের বিরোধী সভ্যতারও বিরোধী কিন্তু কলিকাতার পর পারেই বেলেঘাটাতে প্রত্যহ যে অসংখ্য গোহত্যা হইতেছে, উহা সহৃদয় দয়ালু গবর্ণমেণ্টের অন্তর কি সভ্যতার বিরোধী হইতে পারে না, কারণ গোমাংসে উদরপূর্ত্তির মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলও প্রমাণ প্রদান করিতেছে। যদি বন্য শাক সব্‌জিতে এই পাঁশ উদর পূর্ণ হয়, ও ক্ষুধা শান্তি জন্য সমান তৃপ্তি অনুভব করা যায়, তবে এই মলভাণ্ডের জন্য অহরহ কেন এই অসংখ্য প্রাণিঘাত হইতেছে? গোরু আহারে ভোক্তার ক্ষণকালের জন্য প্রীতি অথচ একটী নির্দ্দোষ প্রাণীর চিরদিনের মত জীবনের অপলাপ! একি সামান্য সভ্যতা!

গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে, ভক্তগণ গোমস্তক লইয়া বসিয়াছেন, ছাড়িবার যো নাই, অথচ গির্জার ঘণ্টা, সময়ে না যাইলে লোকে অধার্ম্মিক বলিবে, কাযেই সত্বর আহার সম্পন্ন করিয়া ভক্ত উপাসনা গৃহে গিয়া বসিলেন, দুই চক্ষু মুদ্রিত হইল, ঈশ্বরও বর ও অভয় হস্তে সম্মুখে উপস্থিত, যে যে পরিমাণে গোমাংস আহার করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন ধর্ম্ম কি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? না এমন সভ্যতা আর কোথাও আছে? উদরে এক উদর গোমাংস, হস্তে বাইবেল, মুখে উপদেশ, এমন সুদৃশ্য দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁরাই আবার ধর্ম্মের প্রকৃত পথ প্রদর্শক, মুক্তির কর্ত্তা পাপের প্রতিবিধাতা. আপনারা অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যকেও আপনার পথের পথিক করিতে চাহেন! না হইলে মুক্তি হইবে না। বিনা গোমাংস আহারে মুক্তির পথ প্রতিরুদ্ধ; (শঙ্করার উক্তি!)

বাইবেলের মতে মনুষ্য ভিন্ন আর কোন জীবই প্রাণীর মধ্যে গণ্য নহে কারণ এক মনুষ্যের সময়ই হিংসার প্রতিহিংসা করিবে না, স্পষ্ট বিধি দেখিতে পাওয়া যায় অপর গোহত্যার সময়ে হিংসার জন্য কোন পাপে পাপী হইতে হইবে না। আশ্চর্য্য ধর্ম্ম গ্রন্থ! আবার সেই বাইবেল হস্তে অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ও বাইবেলোক্ত ধর্ম্মের মত সংস্থাপন কি হাস্য

জনক নহে? এইত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, তাহার পর সভ্যতার বিধি আরো চমৎকার! গো হত্যায় দোষ নাই, কশাঘাতে দোষ! ব্যভিচারে দোষ নাই, অশ্লীল গান কি পুস্তকেই দোষ! মদ্য বিক্রয়ে দোষ নাই, পর্য্যুষিত দ্রব্য বিক্রয়েই দোষ! বলপূর্ব্বক পর রাজ্যের সর্ব্বস্ব গ্রহণে দোষ নাই, মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণ রক্ষার জন্য সামান্যমাত্র পর দ্রব্য গ্রহণেই দোষ! প্রভৃতি শুভ্রবসন ধারী অন্তর্বিষময় সভ্যতার স্পর্দ্ধাই বা কত?—সমুদায় পরিশুদ্ধ হউক, কশাঘাত জন্য রাজদণ্ডেরও সৃষ্টি হউক. নতুবা এই মাত্র যে গো পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া পুলিশে দণ্ডিত হইতে হইল, পরক্ষণেই বেলেঘাটায় সেই গোশির ছিন্ন হইতেছে! উহাতে দোষের নাম মাত্র হইল না?— ভাল গোহত্যার নিষেধ বিধি ব্যবস্থাপিত হউক, এদেশীয়গণ এই মুহূর্ত্তেই মৎস্য মাংস পরিত্যাগকরিবে। না হইলে বঙ্গদেশের যাবতীয় গোরু যে প্রায় উদরসাৎ হয়, আর কিছুদিন পরে এতদ্দেশীয়দিগকে পিতামহ প্রভৃতির নিকট গল্পে গব্যের আস্বাদ জানিতে হইবে।— কি অত্যাচার! হিন্দুরা যাহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে হিন্দুর বক্ষে বসিয়া তাহাতেই পাপ উদর পূরণ হইতে লাগিল! ইহাতে কি ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইল না?

বঙ্গদেশের গোসংখ্যা ও গোখাদকগণের উদরের ফাঁড় ও দীর্ঘের কালী কসিয়া দেখিলে, স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।— অন্যস্থানের কথা দূরে থাকুক এই এক বেলেঘাটাতেই দুই বেলা অসংখ্য গোহত্যা হইতেছে। বিকট মূর্ত্তি কসাইগণ দেশ দেশান্তর হইতে মাল আমদানী করিতেছে, ও জাহাজ সমান এক একটা উদরে গড়ে মাসে ৪।৫ টী গোরু রপ্তানী হইতেছে। গব্য অগ্নি মূল্য, প্রকৃত গব্য ঘৃত একসের দুই টাকায় বিক্রীত হইতেছে, নির্জ্জল দুগ্ধের ত কথই নাই, ছানা ও মাখনও খাঁটি পাওয়া দুষ্কর। এদিকে চামড়ায় নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে হাড়ে সার ও চিনী, খুর ও শৃঙ্গে শিরীষ প্রস্তুত হইতেছে। চর্ব্বিতে ভোজন ব্যাপারের কতক অংশ অবশিষ্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে! উন্নতির সীমা নাই! ধন্য! ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট! চামরত্তিও আর বৃথা নষ্ট হয় না।

এইত উন্নতির চিহ্ন নিশ্মে সভ্যতার চিহ্ন দেখিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যাইবে না ; পূর্ব্বতন লম্বাদাড়ি কোরান হস্ত ধার্ম্মিকসম্প্রদায়ের জুবাই প্রথা নিতান্ত অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া ফারপর নাই দূষ্ট ছিল ; বিশেষত অতদূর নিষ্ঠুর ব্যবহার কি সদয় সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ে সহিতে পারে! ইহাঁরা দয়াবান্ পরের উপকারী! পরের জন্য না পারেন হেন কর্ম্মই নেই (বিশেষত নীলকরেরা) এমন সভ্য গবর্ণমেণ্টের উপর অমন ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত থাকিল ? ইহা কি সহ্য হয়! কখনই না। কি সে লোকের ক্লেশ নিবারণ হয় এই জন্য সভ্যতম ইংরাজগণ অহরহ ব্যতিব্যস্ত, উহার জন্য সভা আহুত হইল, দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বুদ্ধি তোলপাড় করিতে লাগিলেন, বুদ্ধি স্থির হইল, নূতন বিধ উপায় ও উদ্ভাবিত হইল। বেলাঘাটায় গোহত্যার কলই সেই উপায়ের নিদর্শন। ইহাতে আর গোরুর মরিতে কষ্ট হয় না। সর্ব্ব প্রথম প্রায় শতাবধি গোরুকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শয়ন করান হইল, মুখ বদ্ধ, হস্ত পদ বদ্ধ, নড়িবার সামর্থও নাই. ডাকিবারও ক্ষমতা নাই, নিরীহ জীব, কেবল দুইচক্ষু দিয়া অবিরল জলধারাই পড়িতেছে, নিমেষের অপেক্ষা সহিল না, কল পড়িল, মস্তক ও শরীর হইতে দ্বিধা বিভিন্ন হইল, কলশী প্রমাণে সভ্যতার স্রোত কণ্ঠ হইতে বিষম বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরও স্বর্গ হইতে দুইহস্ত তুলিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, ও তৎক্ষণাৎ স্বর্গরাজ্যে শতাবধি স্বর্ণ সিংহাসন পাতিবার আদেশ করিলেন। বাইবেলের মত অভ্রান্তই দৃষ্টান্ত ও ধর্ম্ম যুগত! হে পৃথিবীস্থ যবতীয় ব্যক্তি! তোমারা খৃষ্টান হও, যে বাইবেল পরিনামে মুক্তি আর কোন ধর্ম্মেই দিতে পারিবে না।

বঙ্গসমাজ।

পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বপত্রে আমরা বঙ্গসমাজের অবৈধ দানের বিষয় লিখিয়া ছিলাম এবারে একটি বিষয়ে লেখনি চালন করিতেছি তাহাতে অনেকেই রুষ্ট হইবেন কিন্তু চিরকালই বলিয়া আসিতেছি যে রুষ্টই হউন আর তুষ্টই হউন আমরা ছাড়িবার নহি।

বিষয়টি দেশের বৃথাভিমান অকর্ম্মণ্য "বাবু"। ইহাঁদিগকে একটি সম্প্রদায় ভুক্ত করিলেও করা যায় কিন্তু সামান্য কথায় একটি প্রবাদ আছে "ঠক বাচ্‌তে গাঁ উজড়"; বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অধিক অতএব বাড়াবাড়ি না করিয়া কিঞ্চিত লিখিয়া যাই।

এই সমুদয় লোকের বোধ এই ভদ্র সন্তান স্বহস্তে কোন পরিশ্রমকর কর্ম্ম করিলে ভদ্রতার হানি হয়; এই কুসংস্কার থাকাতে ইহারা অতিশয় হাস্যাস্পদ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

"বাবু" শুইয়া আছেন নিকটে এমনকি এক পদ উঠিলে কোন বস্তু পাওয়া যায় কিন্তু পাছে ভদ্রতার হানি হয় এজন্য "মেদো" "মেদো" বলিয়া রাষববৎ ভীষণ চীৎকার করেন!! সভ্যতম দেশের নিয়ম এই কোন ভৃত্যকে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ঘণ্টার শব্দ করেন তাঁহাদের মতে চিৎকার করা ভদ্রতা হানিকর কিন্তু আমাদের "বাবুরা" ভদ্রতা হানির ভয়ে গাধার ন্যায় চিৎকার করিয়া থাকেন!!!

"দকিনে বাবু" মাত্রেই আহারের পর নিদ্রা যান: সেটি তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতি পালন করা! এইরূপ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন বাল্যাবস্থা হইতেই অভ্যাষ হইয়া যৌবনে একটি প্রকৃত "বাবু" রূপে প্রকটিত হন। যৌবনে আবার দুইটী দোষ ধরে; "স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন" ও "ভদ্রতা হানির ভয়" এই দুই দোষে বাবুকে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। অনেকে "স্বাস্থ্যরক্ষার ফল যৌবনে ভোগ করেন না বটে কিন্তু চল্লিশ পার হইয়াই অর্থাৎ তাজা রক্তের জোর

কমিলেই একেবারে ' ভীম রথি' হইয়া পড়েন প্রথমে "ভদ্রতা হানি" ভয়ে শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ, পরে অভ্যাস গুণে (অথবা অন্য দোষে) সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম হন তখন "বাবুর" শোচনীয় দশা ঘটে যে কাচা খুলিয়া গেলে বাবুকে "মেদোর" স্মরণ নিতে হয় !!!

হা দুর্ভাগ্য জীব ' ভদ্রতা রক্ষা' "স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনের" চরম ফল কি এই !!! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার কি স্বাভাবিক অবস্থা এই রূপ ? তুমি কি জন্মাবধি এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছ ? কখনই নহে তবে বাল্যকালে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া ছিলে এ তাহার ফল !!!

অনেকে বলেন বৃদ্ধ হইলে সকলকেই রোগ গ্রস্ত হইতে হয় ; একথা বাঙ্গালির পক্ষে অনেক অংশে সত্য বটে কিন্তু অপর জাতীর পক্ষে ইহা কেবল কল্পিত প্রবাদ মাত্র। অনেকেই অবগত আছেন কলিকাতা হাই-কোর্টের "চিপজষ্টিস" সার বারন্স পিকক সাহেব নব্বই বৎসরে বিবাহ করেন। বাঙ্গালি দিগের মধ্যে নব্বুই বৎসর বয়স্ক একজন পাওয়া দুষ্কর যা দুই এক জন আছেন তাঁহাদের পরিবারেরাও 'সুভ গঙ্গা প্রাপ্তির উদ্যোগ" করিয়া দেন। অনেকে বলেন ইঙ্গরেজেরা মদ্য মাংস আহার করেন তজ্জন্য অধিক বয়সেও "ডাঁটো" থাকেন। কিন্তু এ কথাকেও আমরা কুসংস্কার বলি ; ইংরাজ জাতীর স্বাস্থ্যের কারণ আর কিছুই নহে কেবল যথা নিয়মে শরীর চালনা মাত্র।

বঙ্গবাসীগণের মধ্যে শরীর চালনা একপ্রকার নাই বলিলেও বলা যায় উচ্চ শ্রেণী মধ্যে, যে কোন কর্ম্মে অধিক পরিশ্রম হয় তাহা করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। এই ঘৃণাকর ঘোর অনিষ্ঠের আকর সামাজিক নিয়মের বশীভূত হইয়াই বাঙ্গালিদিগের মনে শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি ঘৃণা হইয়াছে। উপরের সত্ত্বে কেহইতো পরিশ্রম করিতে চাহেন না এবং এজন্য শরীর চালনা সম্ভূত বিমল সুখের আস্বাদ অবগত নহেন। এজন্য এমনকি বাল্য বস্থা হইতে শরীর অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে পরে বৃদ্ধাবস্থার একেবারে পদার্থ হীন হইয়া পড়ে।

বঙ্গসমাজের যত গুলি দোষ আছে এটি তাহাদের সর্ব্বোপরি গণনীয় ইহার প্রভাব এত অধিক, ইহা সমাজের বুকে এত দূর শিকড় গাড়িয়াছে

যে বাল্যকালে কেহ শরীর চালনা প্রিয় হইলে তাহাকে "ডাণপিটে" "দুরন্ত" ইত্যাদি দোষ দেওয়া হয় সুতরাং "শান্ত শিষ্ট" হইবার জন্য অনেকে সমস্ত পৃথিবী মাড় ইয়া গমন করে অর্থাৎ এরূপ ধীরে ধীরে গমন করে যে বোধ হয় স্থানটি মাপিয়া যাইতেছে। এইরূপে আপনার সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্ষতি পুরণের স্বরূপ "নিরীহ" "অতিভাল মানুষ" ইত্যাদি সম্মান লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়।

ভ্রাতৃগণ একবার চক্ষু উন্মীলন কর! দেখ কি অনিষ্ট ঘটিতেছে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে এক বৃথা অভিমান হইতেই কি সর্ব্বনাশ হইতেছে !!!

বাবুদিগের মধ্যে যাহারা যুবা তাঁহারা আলস্য শয্যায় শয়ান হইয়া কতশত মহৎ কার্য্যই করেন তন্মধ্যে "বাগানে যাওয়া" মৎস ধরিতে যাওয়া ইত্যাদি প্রধান। আর জৃম্ভন করিতে করিতে সময়ে সময়ে দুইএকটি কথা কহিয়া থাকেন যথা "উঃ বাজ্যে হলোনা" "আঃ মাথাটা বড় ধরেচে" ইত্যাদি, ফলতঃ শীষ্ট যে কি পদার্থ তাহার কল্পনাই তাঁহাদের নাই!!! ইহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু তাঁহারা রোগো-পশমের নিমিত্ত "গ্রহপূজা" "স্বস্ত্যয়ন" প্রভৃতি দৈবকর্ম্ম করেন! গ্রহগণ গ্রাসে ধরিয়া স্বাস্থ্য আনিয়া বাবুকে দেখে ধরাইবেন!!! কি ভ্রম! শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য গ্রহপূজা আর যক্ষাকাশে বিকারের ঔষধ সেবন কি এক নহে? কিন্তু মুল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে ঐসকল ব্যক্তির তত অপরাধ দেখা যায় না; তবে অপরাধি কে? উত্তর সামাজিক নিয়ম।

ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াচে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে কেহ লাঙ্গল, করপত্র ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সমাজচ্যুত হয়। একেত বাঙ্গালিরা অধিক পরিশ্রম করিতে স্বাভবিক অক্ষম তাহাতে আবার যাহা করিতে পারে তাহা করিলে সমাজে "হুঁকোবন্দ" হইবে !!!

এতদ্দ্বারা আমরা এরূপ বলিতেছি না যে সকলেরই লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া মাঠে যাওয়া উচিত কিন্তু যে পারে তাহাকে বাধা দেওয়া অন্যায় তাহা আমরা সহস্র বার বলিব যদি কেহ আপত্তি করেন আসুন আমরা তাঁহার ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিব।

যাক্ ইঁহাদের শারীরিক বিষয় তো এই মানসিক ব্যাপার আরও কদর্য্য। যাঁহারা হিন্দু তাঁহাদের তো কথাই নাই তাঁহারা সাত হত্যে গোবধ ব্রহ্মবধ ভ্রূণ হত্যা র পাতক "দিনান্তে একবার রামনাম উচ্চারণ" রূপ খাড়া দ্বারা বলিদান করেন আবার সকল দিন খাওয়া উত্তোলনের সময় থাকে না দুই এক দিন অন্তর দুই তিনবার করিয়া খাওয়া তুলিতে হয় (অর্থাৎ সুদ সুদ্ধ) আর যাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী (এখন ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে এজন্য এরূপ "বাবুর অভাব নাই) উঁহাদের উপায়ও সহজ অর্থাৎ (সমস্বর) একবার চক্ষু মুদিয়া "জগদীশ্বর ক্ষমা কর, পিতঃ অনাথ নাথ! ক্ষমা কর!" ইত্যাদি; আবার হয়ত মুখে ঐসকল প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় মনে করিতেছেন (যেরূপ তজ্জন্যে ভট্টাচার্য্যি সন্ধ্যা করবার সময় "কর" ফিরাইতে ফিরাইতে বলিয়া থাকেন "ব্যাটা এবার যজ্ঞেশ্বর কাপড়খানা বড় ছোট করিয়াছে" ইত্যাদি) কার সর্ব্বনাশ করবেন কার নিন্দা করিয়া আপনি প্রশংসা লাভ করবেন ইত্যাদি শরীর ও মনে এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ যে একের কোন কষ্ট উভয়ে সমানরূপে অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ উপরোক্ত বাবুরা প্রথমে শারীরিক অপটু হন পরে তাঁহাদের মনও সেই পথে পদার্পণ করে আর সর্ব্বদা অকারণ বৃথা চিন্তা করিতে করিতে মন এরূপ অপ্রশস্ত হয় যে তাহা কোন প্রকার সৎচিন্তার ভার সহ্য করিতে পারে না সুতরাং মানসিক বিষয়ে তাঁহারা সকলেই যৌবনেই "ভীমরথি" হইয়া পড়েন। পাঠকগণ কিছু বুঝ্লেন!

ক্রমশঃ

চন্দ্র।

সুপ্ত এবে জীব কুল নীরব সংসার
কেনহে শশাঙ্ক তুমি গগণ প্রান্তরে
বসিয়া কৌমুদীমালা করিছ বিস্তার
রজত বিকাশে বিশ্ব হাসাবার তরে।

চকোর নিকর প্রতি হয়ে কৃপাবান্
করিছ কি সুধা দান প্রফুল্ল অন্তরে
অথবা দাম্পত্য ধর্ম্ম ওহে অংশুমান
রাখিতে রয়েছ কিহে কুমুদী গোচরে ?

থাক থাক এইত হে উচিত তোমার
যে ধনি তব বিহনে মলিনী সতত
তবদরশনে ফুল্ল হৃদয় যাহার
ক্ষণ তরে তার সহ সুখে হও রত !

ছি ছি শশী পুন একি দেখি বিপরীত
বাতায়ন পানে কেন বিনত বদনে
চাহিয়ে রয়েছ হায় এই কি উচিত
সতী যথা হর্ষযুতা পতির সদনে।

দেখ দেখ নিশিনাথ নয়ন ভরিয়া
প্রণয় কি সুখ প্রদ মানব মাঝারে
প্রিয়া প্রিয় উভয়েই হৃদয় খুলিয়া
ভুঞ্জিছে অলকা সুখ ধরণী আগারে !

আর বার কোথা কেন হইলে অমন
কি দেখিয়া অশ্রু বিন্দু ফেলিতেছ হায়
কেন এত দ্রুত হয়ে করিছ গমন
কি দেখি হইলে দুঃখি বলহে আমায় ?

আহা বুঝি পতিহীনা কমলিনী হোথায়
ভারতের কলঙ্কের নিশান-রূপিণী
ধরা মাঝে সুখ নাহি পাইয়া কোথায়
হুতাশ হইয়া কাঁদি যাপিছে যামিনী !

ঘন বাসে মুখ, শশী ঢেকনা ঢেকনা
কি বলে তোমায় বলা করুণা করিয়া
সিঞ্চিয়া নয়ন নীরে ; বধির হয়ো না
শোন শোন একবার সদয় হইয়া।

তুমিত সকল দেশ কর বিলোকন
বঙ্গনা জিজ্ঞাসে হায় তোমায় চাহিয়া
কভু কি দেখেছ আহা দুঃখিনী এমন
ঐ অভাগিনী সদা ভুবন ভ্রমিয়া ?

আদিকাল হতে তুমি অচ্ছ গগনে
ভারতের আদি-অন্ত তুমি ভাল জান
বল বল বল দেখি রূপে, বিত্ত গুণে
এবে কি ভারত বাসী পাইতেছে মান ?

প্রাচীন কালের মত আর্য্য নিকেতন
যাঁহাদের সম কেহ ছিলনা কোথায়
অন্য সভ্য বীরদের হবে কি সমান ?
বল বল বল শশী হইয়া সদয়।

কালিদাস কাব্য সুধা পিয়ে নিরন্তর
তৃপ্ত করেছিল যারা শ্রবণ বিবর
তাহারা রসিক নয়, রসের আকর
হয় কি হে নবরাগ বিলাসী কিঙ্কর ?

দময়ন্তী নলসনে পশিলা বিপিনে
রেখেছে যে কীর্ত্তিভাতি ভুবন ব্যাপিয়া

এখন কামিনীগণ মিলি পতি সনে
পাবে কি অধিক যশ "টৌনহলে" গিয়া ?

গগণ হইতে উচ্চ জনকে মানিয়া
স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতরা জননীরে বলি
ভক্তিভাবে তাঁহাদের চরণ পূজিয়া
ছিল যারা বোধহারা তারা কি সকলি ?

এবে সেই স্নেহময়ী জননীর প্রতি
প্রেমময় পিতা প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া
অজ্ঞ জ্ঞানে যে প্রাজ্ঞেরা নহি করে প্রীতি
কর্ত্তব্য সাধিছে কিহে তাঁদের চাহিয়া ?

ওহে শশী মনে কিহে পড়য়ে তোমার
পূর্ণভাবে যে দিনেতে হইতে উদয়
দেখিয়া তোমাতে সেই প্রেমের আধার
প্রেম রসে সিক্ত করি মানস হৃদয়

দয়াময়ে স্মরি দয়া দীনে প্রকাশিত
প্রাচীন কালের যত ভারত বাসীরা ?
মূঢ়তা আঁধারে আঁখি রাখি আবরিত
একে আর দরশণ করিত কি তারা ?

থাক থাক থাক শশী শোভিয়া গগণ
কর কর অবিরত কৌমুদী প্রকাশ
কে পারে বলিতে কত করিবে দর্শন
অধিক সভ্যতা জ্যোতী হইলে বিকাশ

রজনী অধিক হলো হে রজনীপতি
যাই আমি নিদ্রা তরে করিতে শয়ন
মানব মঙ্গল প্রতি সদা রাখি মতি
বিশ্বনাথ গুণ গ্রাম করহে ঘোষণ।

আর এক কথা মোর রাখিও স্মরণে
পূর্ব্বদৃষ্ট ভারতের গৌরব ঘোষণা
ভারত বাসীর কর্ণে বজ্রের স্বনে
কোর ২ কোর শশী ভুলনা ভুলনা।

এতদ্দেশীয় ধনিগণ।

ধনীরধন অনিষ্টের কারণ, মধ্যবিত্তের ধন ইষ্টের কারণ, এতদ্দেশে সামান্যও একথা বলিলে বোধ হয় অনুমাত্রও অসঙ্গত উক্তি হয় না। ধনীর ধনে দরিদ্রের সর্ব্বনাশ, আদালতের উদর পোষণ, বেশ্যার ভরণ পোষণ, মদ্যশোষণ, নিষ্কর্ম্মা শাকান্তর বদম য়েসগণের প্রশ্রয় দান, নির্দ্দোষ কুলে কলঙ্কার্পণ, প্রলোভক পরিণাম বিরস, আহার্য্যশোভার অতিবৃদ্ধি ও বাহ্য আড়ম্বরেরও আড়ম্বরতা সম্পাদন হইয়া থাকে। এবং মধ্যবিত্তের ধনে পরিবার পালন, দেশের উন্নতি, মনের উন্নতি, সাধুদৃষ্টান্তের প্রয়োগ, দরিদ্রের ভরণপোষণ দুঃখিতের অশ্রুবিমোচন, দেশে দুষ্কর্ম্মের প্রতিবিধান প্রভৃতি সংকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়। ধনিরা প্রকৃত দান কাহাকে বলে, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না, কেবল নাম ক্রয়ের জন্যই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ করিয়া থাকে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ভক্তির উদ্রেকে করে না, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দেখাইবার জন্যই করিয়া থাকে, বিচারালয়ে অভিযোগ প্রকৃত বিষয় উদ্ধারের জন্য হয় না, কেবল দরিদ্রের সর্ব্বনাশের জন্যই হইয়া থাকে, আশ্রিতের প্রতিপালন কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না, বেশ্যা মদ নৃত্য গীতের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই হয়। আহার্য্য শোভা আত্মস্ফূর্ত্তির জন্য নহে কেবল বেশ্যা কি কুলবতী কামিনীদিগের নিকট সুশ্রীকতা প্রদর্শনের জন্যই হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যাহা গর্হিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ইহারা একাধারে সেই সকল গুলিই অধিকার করিয়া জগতের যারপর নাই অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতৃপিতামহগণ সৎ পথেই হউক বা অসৎ পথেই হউক, যাহা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন

এই সকল ঘৃণিত প্রাণী তাহার অধিকারী হইয়া জগতের অসুখের সৃষ্টি করিতে থাকে। ধনী গৃহে প্রায়ই বুদ্ধিমান্ পরিশ্রমী কি বিদ্বানের জন্ম গ্রহণ হয় না কতক গুলি কুলাঙ্গারই জন্মিয়া থাকে। যাবতীয় ধনী সন্তানের একটী আকার কল্পনা করিয়া যদি তাহার সমস্ত দিবসের নিয়মিত কার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, যে বেলা এক প্রহরের সময় নিদ্রা ভঙ্গ, পরে এক ঘণ্টা ধূমপান, তৎপর হইতে আহার পর্য্যন্ত দুই প্রহর, দুই প্রহর হইতে তিনটা পর্য্যন্ত নিদ্রা, তৎপরে শৌচাদি ও জলযোগ দিতে এক ঘণ্টা, তাহার পর এক ঘণ্টা মাত্র বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, তৎপরে বেশভূষা, শকটারোহণ, ও চিৎপুররোডে বিলাস।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, বাবু বিলাস ভবনে প্রবেশ করিলেন ও কুৎসিৎ আমোদে পৈতৃক অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে বিবাহিতা পত্নী আপন গৃহে বসিয়া সতীত্বের ঘণ্টায় ঘা দিতে লাগিলেন, ক্রমে রাত্রি দুই প্রহর কি একটা বাজিল বাবু উন্মত্ত, উলঙ্গ, মোসাহেবেরা ধরাধরি করিয়া গাড়িতে আনিয়া তুলিলেন। গাড়ি বাটীর দ্বারে আসিয়া থামিল, বাবু কষ্টেসৃষ্টে বৈঠকখানার পাশকুঠরীতে গিয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতে ভৃত্যগণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহময় বমন, ঝাড়ল্যাণ্টনের ভগ্ন খণ্ড ও রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে, মনে মনে বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পরিষ্কার করিতে লাগিল। কখন বা বেশ্যালয়ের ফিরৎ অন্তর্মহলে প্রবেশ করেন ও স্ত্রীর প্রতি শান্তবাদ প্রয়োগ করত মৃত শ্বশুরের প্রেতকৃত্য সমধা করিতে থাকেন।

আমরা অদ্যাবধি প্রায় কোথাও দেখিলাম না যে একটী ধনী অসৎকার্য্য ভিন্ন সর্ব্বষান্ত হইলেন। মৃত্যু প্রায়ই বক্ষমা বা যকৃতেই হইয়া থাকে, অন্য পীড়ায় ধনীর মৃত্যু অতি সাধারণ। ইহাঁরা পৃথিবীস্থ কাহাকেই দৃক্পাত করেন না, আপন অপেক্ষা ধনে মানে কুলে শীলে কাহাকেও বড় দেখেন না। ইহাঁদের নিকট বিদ্বানের গৌরব নাই, বিজ্ঞের সম্মান নাই, প্রকৃতবাদীর আদর নাই ও উপদেষ্টার নিস্তার নাই। অধিক কি এই সকলের মধ্যে কেহই প্রায় ইহাঁদের বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতেও পারেন না,

চাহেনও না। সঙ্গী নীচলোক, ও আমোদ অশ্লীল কথা প্রসঙ্গেই হইয়া থাকে, সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে পারিলে ৫০০ শত টাকা পুরস্কার, বাইজীর সহিত এক পাত্রে আহার, গালে চুন কালী মাখা, হনুমান সাজা ভদ্র লোকদের অপমান প্রভৃতিতেই প্রভুর মনস্তুষ্টী ও অজস্র অর্থ বিতরণ হইয়া থাকে। এদিকে স্ত্রী ও মাতা দাসীর মধ্যে গণ্য সপ্তাহ অন্তর সাক্ষাৎ ও ব্যয় সংক্ষেপ প্রায় অন্তর্ম্মহলেই ঘটিয়া থাকে। ইচ্ছার বিপরীত কথা বলিলে পিতারও নিস্তার নাই ও পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে নিষেধ করেন, বলিয়া মাতা প্রায় ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন।

এইরূপে একস্থলে অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে, অন্য স্থলে উদরান্নের জন্য কোন পরিবার অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। যে ব্যক্তি সমস্ত মাস নিয়ত পরিশ্রম করিয়া অতি সামান্য টাকা উপায় করিতেছেন, তিনিও সাধারণের উপকারের জন্য হয়ত দুইটী টাকা দিবেন কিন্তু এই সকল পামর সে স্থানে একটী পয়সা ব্যয়ও অপব্যয় মনে করিবে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরিক্ত সৎকার্য্যের জন্য এতদ্দেশ হইতে যাহা কিছু অর্থ সংগৃহীত হইতেছে অধিকাংশই প্রায় মধ্যবিত্ত লোকের নিকট হইতে। মধ্যবিত্তদিগেরও যেরূপ সংক্ষেপ আয় তাহাতে উহাঁদের প্রদত্ত অর্থে দেশের কি উপকার হইতে পারে? বিলাতে ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভারসিটীর চৌদ্দটী কলেজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভরসিটীর উনিশটী কলেজ শুদ্ধ এক দেশীয় লোকদিগের সাহায্যে চলিতেছে এবং কত শত ছাত্রবৃত্তি যে বৎসর বৎসর প্রদত্ত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করাও সুকঠিন। ইহা ভিন্ন কত শত সৎকার্য্য যে শুদ্ধ দেশীয় লোকদিগের সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। দেশের উন্নতি দেশীয় লোকের উৎসাহ ভিন্ন সম্পাদিত হইতে পারে না; কখনই হইতে পারে না, কোন দেশই দেশীয়দিগের উৎসাহ ভিন্ন কখনই উন্নত হইতে পারে নাই পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই দৃষ্টান্তের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই দেশের উন্নতি বিষয়ে বলবত্তর কারণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশীয় লোকের সেই উৎসাহের

সীমা কি? একটী স্কুলে মাসিক দুই টাকা দানে যাহার পর নাই কাতরতা প্রদর্শিত হইবে, কিন্তু একটী বেশ্যার মাসিক চারিশত টাকা বেতন প্রদানে কিছুমাত্র কাতরতা প্রদর্শিত হইবে না: অথচ দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকই উন্নতির জন্য লালায়িত। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ছাড়িয়া দেখ কোন্ ধনী কোন্ সৎবিষয়ে একটী পয়সা প্রদান করেন? অথচ কথায় কথায় আবার স্বাধীনতার অভিলাষ! বলিয়া থাকেন, কেন এখনত আমরা উপযুক্ত হইয়াছি, প্রতিজ্ঞামত ইংরাজগণ আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিউন, "দেখুন স্বাধীন হইলে আমরা দেশের উন্নতি করিতে পারি কি না?" কিন্তু যদি ইংরাজগণ আমাদের দেশ ছাড়িয়া আপনাদের দেশে গমন করেন, তাহা হইলে অন্য কথা দূরে থাকুক শুদ্ধ এক মদের জন্যই দেশে হাহাকার পড়িয়া যাইবে। অন্ন জল পরিত্যক্ত হইবে, দেশে কান্নাগোল নিবারণের জন্য জাহাজ জাহাজ মাতাল মদ্যপানের ইংলণ্ডে রপ্তানি করিতে হইবে!

যদি মদই পরিত্যক্ত হয়, তাহা হলেইবা দেশে কান্নাগোল নিবারণের উপায় কি? এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি না থাকিত, তাহা হইলে কোন্ প্রজা জমিদারের হস্ত হইতে স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধনমান রক্ষা করিয়া অন্তত ছয় মাস কাল সুখে সংসার করিতে পারিত? ঐ সকল মহাত্মাগণ যদি দুই দিনের জন্যও স্বাধীনতার সিংহাসনে বসিতে পান, তাহা হইলে দেশ কি ঐ দুই দিনের মধ্যেই উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হয় না?

অধিক ধনীর আবাস বলিয়া কলিকাতা নিজেই একটী পশুশালা, আড়ম্বরশালী অট্টালিকা মাত্রেই একএকটী পশুর আয়তন, মধ্যে শৃঙ্খলযুক্ত বিষাক্ত জন্তুর বাস, ইহারা কিসে তুষ্ট, কিসে অসন্তুষ্ট তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য। ইহাদের হিংসা অতি ভয়ানক। যে জন্য আমাদের আজ এই ঘৃণিত প্রস্তাবের আলোচনা করিতে হইল, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

একটি ভদ্র সন্তান কোন ধনীর বাটীতে গমনাগমন করিতেন, যথার্থ ভদ্র সন্তানের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাহার প্রায় সমুদায়

গুলিই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল, নিকটে ধনীভবন বলিয়া গতায়াত করিতেন। ধনীসন্তান সমবয়স্ক, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে উনি ধনী পুত্রের সহিত মিশ্রিত থাকিতেন, অন্য সময় স্বভবনে গমন করিতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্ব স্ব পত্নীর গুণ দোষ কীর্ত্তন সময় ঐ নিরীহ ভদ্র সন্তানটী আপন পত্নীর সর্ব্ববিষয়ের যথেষ্ট প্রশংসা বাদ করিলেন। পামরেরও লোভ পড়িল, কিসে ইহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিবে, অহরহ এই চিন্তা। অবশেষে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ও আত্মগোপন করিয়া ঐ ভদ্র মহিলার সতীত্ব নষ্ট করিল। পরক্ষণেই স্ত্রী জানিতে পারিলেন যে তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হইল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অনেক যত্নে সে ভাব তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু সেই অবধি তিনি সদাই বিরস, সকল বিষয়েই ঔদাস্য, আহারে স্পৃহা নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইল, শরীর অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া উঠিল, স্বামীর প্রতি সর্ব্বদাই সভয় দৃষ্টি, সম্মুখে বাহির হয়েন না। কাহারও সহিত মিশ্রিত হয়েন না। সর্ব্বদা বিজনে বাস, রোদন, প্রলাপ। স্বামীও ঘোরতর উন্মত্ত। কখন উলঙ্গ কখন দিব্য বেশ পরিচ্ছন্ন। অন্নের বিচার নাই, আহারেও স্পৃহা নাই। কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন, গান করিতেছেন, হাস্য করিতেছেন, কখন পুস্তক রচনা, কখন নৃত্য বাদ্য প্রভৃতি প্রকৃত উন্মত্তের যাহা যাহা লক্ষণ সমুদায় গুলিই অধিকার করিয়াছেন। অন্তর্ব্বহলে গতিবিধি নাই, সেই ধনীভবনের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কেবল দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল ধারাই পড়িতে থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই জীবিত আছেন ও যারপর নাই শোকাবহ অবস্থা উপভোগ করিতেছেন। শুদ্ধ এক ধনী সহবাসই এই সর্ব্বনাশের মূল।

চিত্রশালা।

কামিনী এতক্ষণ মূর্চ্ছায় বিচেতন ছিলেন, তাঁর ভাগ্যে যে কি ঘটেছে, এতক্ষণ বিশেষ কিছুই জান্তে পারেন নাই, ক্রমে মূর্চ্ছার অপলাপে চেয়ে

দেখেন, একাকিনী, যমদূতের হস্তে দেহ সমর্পিত, ভগ্ন কুটীর, দীপ হস্তে একটী কামিনী নিকটে দণ্ডায়মান। "একি স্বপ্নের গতি?" নয়ন মুদ্রিত কল্লেন আবার দেখেন, পুনরায় চেয়ে দেখেন, সেই অবস্থা, সেই কালান্তক যমের করে আবদ্ধ হয়েছেন; কি ভয়ঙ্কর, যা জন্মেও দেখেন নাই কল্পনাও করেন নাই, সেই মুর্ত্তি! সর্ব্বশরীর কম্পিত, হৃদয় শুষ্ক, নয়ন নীরস, ক্রমে অঙ্গ অবশ হতে লাগ্‌ল বদন পাণ্ডুবর্ণ, সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত। কণ্ঠ হতে কেমন এক প্রকার বিকৃত স্বর বহির্গত হতে লাগ্‌ল। ক্রমে তাও শান্ত, কামিনী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হলেন।

যে আশায় দোকানীর এতক্ষণ সাহস হয় নাই, অন্তরে ক্রমে সেই আশার সঞ্চার হতে লাগ্‌ল। মনোহর মুর্ত্তি, আপনারই অঙ্কগত; যা জন্মেও দেখে নাই, তাতেই আজ, তার ভগ্ন কুটীর আলোকিত হয়েছে। হৃদয় আহত হলো, ললাট ঘর্ম্মাক্ত, ও মস্তক বিঘূর্ণিত। গদগদ স্বরে সঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করে বল্লে, "আমীন রাত্রি আর অধিক নাই, এখানে অধিক ক্ষণ জটলা করাও অনুচিত, কি জানি সেই ঘোঁড়-সওয়ারেরা যদি ফিরে আসে তাহলেই বিপদ, অতএব গহনার ভাগ কাল রাত্রিতে হবে, এক্ষণে তুমি একে নিয়ে যাও আজ অবধি এ তোমার হলো, "বলে যে কামিনীর হস্তে দীপ ছিল, তাকে বল্লে, প্রদীপ নীচে রেখে, আমীনের সঙ্গে যা।"

কামিনী "কাঁন্দে কাঁদ্‌তে বল্লে, কোথায় যাব?"

দো। "তোর বাবার বাড়ী যা। রাত অধিক নেই, ঝাঁপ বন্দ করি।"

কামিনী। "তোমার পায় ধরিচি, আমি তোমার দাসী হয়ে থাকৃব। আমাকে আর মোছল মানের হাতে দিও না।"

দোকানী। তোর বাবা যাবে। আমীন এ বেটীকে নিয়ে যাও। বেটীর ন্যাকামী দেখ, মোছল মানের ঘরে যাবেন না।

আমীন। 'আর, কাঁদতে হবে না'। কামিনী ঘরের খুটি ধরে উচৈঃস্বরে কাঁন্দ্‌তে লাগ্‌ল দেখে, দোকানী আমীনকে বল্লে আমীন! বেটীর মুখে কাপড় বেঁধে ঘর থেকে বার কর আমি ঝাঁপ বন্দ করি।

আমীন কামিনীর হস্ত হতে প্রদীপ নাবিয়ে সজোরে মুখে কাপড় বেঁধে ঘর থেকে বার কল্লে!

ক্রমে অবরুদ্ধা কামিনীরও চেতনা হলো, দেখেন কাছে কেহই নাই, দোকানী ঝাঁপ বন্দের উদ্যোগ কচ্চে; উচৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্‌লেন। দোকানীও হাত দে ওর মুখ চেপে ধল্লে। আমীন ও সেই কামিনীর হাত ধরে সজোরে টান্‌তে লাগ্‌ল। যুবতীরর মুখ কাপড়ে বাঁধা, চেঁচাবার যো নাই, হাত পা মাটীতে আছড়াতে লাগ্‌ল। আমীন অ্যাকে মোছুলমান, তায় দস্যু। সামান্যের জন্যে অনায়াসে লোকের প্রাণ বধ করে, কোমলপ্রাণা অবলার কষ্টে যে ওদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। আমীন রাগে কামিনীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করে টেনে নে যেতে লাগ্‌ল। দোকানীও সেই অবরুদ্ধা কামিনীর পায়েধরে কান্না, ও পিতৃউক্তি প্রভৃতিতে ভ্রূক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্দের উদ্যোগ করে।

পথিক আর স্থির থাকৃতে পাল্লেন না। রান্না ঘর হতে বেরিয়ে এসে দোকানীর পৃষ্ঠে তরয়ালের আঘাত কল্লেন। কিন্তু তরোয়াল আড়কাঠে ঠেকে গ্যাল দোকানীর কিছুই হলো না, দোকানী পশ্চাতে একজন সশস্ত্র মানুষ দেখে কুকিদে বাইরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পথিকও বাইরে এলেন। দোকানী অন্ধকারে কোথায় মিসিয়ে গ্যাল, পথিক দেখ্‌তে পেলেন না, অ্যাক আঘাতে তার কাঁদ থেকে পেট পর্য্যন্ত নাবিয়ে দিলেন ও সেই শোণিতাক্ত অস্ত্র হস্তে চাদ্দিকে দোকানীকে খুঁজতে লাগলেন। পথিক সহসা চমকিত ভাবে পেছনে চেয়ে দেখেন, কে অ্যাক জন এসে হঠাৎ তার কোমর ধরে ফেল্লে ও অ্যাক জন তার হাতধরে তরোয়াল কেড়ে নেবার উদ্যোগ কল্লে। পথিক বাঁ হাতে তার চুল ধরে ফেল্লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর বক্ষঃস্থলে কে যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় মুষ্টাঘাত কল্লে। পথিক সেই দারুণ আঘাতে অচেতন হলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্যাধান হলো, চেয়ে দেখেন, চার ধারে পাঁচো হাতিয়ার ধরা দশ বারো জন দেশোয়ালী দণ্ডায়মান, মস্তকের নিকট সেই অবরুদ্ধা কামিনী আসীনা, অপে অপে মুখে জল প্রক্ষেপ

করিতেছেন ও নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন। তার চৈতন্যে কামিনী লজ্জায় মাতার কাপড় টানিয়া দিলেন। পথিক সেই কামিনীকে লক্ষ্য করে বল্লেন, সুন্দরি আমি এখন কোথায়?

কামিনী লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না।

অশ্বা। মহাশয়, আপনি এখন সেই দীঘির আড়াতে মাটির ওপর পড়িয়া আছেন।

পথিকের সমুদায় স্মরণ হলো, বল্লেন দোকানী?

অশ্বা। আপনাকে মারবার উদ্যোগ করেছিল, কিন্তু আমাদের দেখে পালিয়েছে।

প। যে কামিনী আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, তিনি কোথায়?

অশ্বা। কই তাঁকে দেখি নেই। অশ্বারোহীগণ ওই কথা বল্‌বামাত্র সেই অবরুদ্ধা কামিনী চমকিত ভাবে সত্বর একটী আলোক হস্তে যেখানে সেই কামিনী মুখে বস্ত্র বাঁধা পড়িয়া ছিল সেই খানে গেলেন।

পথি। আমার বুকে অত্যন্ত বেদনা হয়েছে। কেউ আমাকে হাত ধরে তোলো।

সকলে উহাকে মাটী থেকে তুল্লে তিনি অল্পে অল্পে সেই কামিনীর কাছে গে দেখেন, কামিনী এতক্ষণ অচেতন ছিল, কিন্তু অবরুদ্ধা কামিনীর যত্নে চেতনা পেয়েচেন, ও উটে বসেচেন। এদিকে ক্রমে রাত্রি শেষ হয়ে এলো অশ্বারোহীগণ দোকানীর গৃহে অগ্নি দিয়া পথিককে বলিল, মশায়, আমাদের ঠাকুরাণী বল্‌চেন্ যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যান, তা হলে উনি যারপর নাই সন্তুষ্ট হন।

প। যদি এই কামিনীকেও সঙ্গে নিতে তোমাদের ঠাকুরাণীর মত হয়, তাহলে আমি যেতে পারি, না হলে আমি এঁর অ্যাকটা উপায় না করে কোথাও যেতে পারি না।

অশ্বা। ঠাকুরাণী বল্‌চেন, যদি উনি যেতে স্বীকার করেন, তাহলে আমার অমত হবার বিষয় কি?

কামিনী। যমালয়ে থাকৃতে কার বাসনা?

তখন সেই অবরুদ্ধা কামিনীর অভিপ্রায়ানুসারে পথিক একটী অশ্বে

আরোহণ কর্লেন এবং উহার জন্য যে পাল্‌কী আসিয়াছিল, তাহাতে উহাঁরা দুইজন উঠিলেন অশ্বারোহীগণ সামঞ্জস্য ভাবে অবশিষ্ট কয়েকটী অশ্বে চড়িয়া বেহারাদিগকে অগ্রে যাইতে বলে, আপনারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌ল। রাত্রিও প্রভাত হয়ে এলো।

প্রাপ্ত।

বঙ্গভাষার নাটক ও সাহিত্য উন্নতি বিষয়ক সভা।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সাতিশয় হীনাবস্থা। যদিও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকট হইতে আমাদের বঙ্গভাষার পূর্ব্বকাল অপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে, তথাপি আমরা আশানুযায়ী ফল অদ্যাপি প্রাপ্ত হইনাই। ইদানীন্তন-কালে বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানে সংবাদপত্র, সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা দলে দলে পক্ষীর ন্যায় উড্ডীয়মান হইতেছে। কিন্তু তাহাদিগের কয়খানি পত্রিকা আমাদিগের চির আদরণীয় বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছে? ইদানীন্তন সময়ে নানা বিষয়োপরি বিবিধ প্রকার পুস্তক প্রণয়ণ হইতেছে কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কয়টী পুস্তক সত্য ও হিতজনক ভাবপূর্ণ? এই সকল পুস্তকের মধ্যে প্রায় সমুদায় অশ্লীল ভাব পরিপূর্ণ এবং ঐ সকল পুস্তক হইতে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসমাজের অবনতি ভিন্ন উন্নতি আশাকরা যাইতে পারে না। বঙ্গভাষার প্রথম আবির্ভাব সময় হইতে বর্ত্তমান সময়াবধি আলোচনা করিয়া আসিলে বিশেষ প্রতীত হইবে যে ক্রমে ক্রমে ইহার উন্নতিসাধন হইয়া আসিতেছে। কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত রাজনারায়ন বসু মহাশয় "জাতীয় সভায়" বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে একটী সুললিত ও দীর্ঘ বক্তৃতায় সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। এবং উক্ত বিষয়ে দুইখানি

পুস্তকও প্রণয়ণ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর নীলকরদিগের বিপক্ষে "নীল-দর্পণ" নামক একখানি সর্ব্বজন প্রশংসনীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ণ করিয়া বঙ্গবাসীর অশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। এই নাটকের কয়েকটী অশ্লীলভাগ পরিত্যাগ করিলে ইহাকে আমাদিগের বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথম নাটক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশে হিতান্বেষী শ্রীযুক্ত মেংলং সাহেব উক্ত নাটক ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার জন্য একমাস কারাবাস দ্বারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহা জারমেন ও রুসিয়ান ভাষাদ্বয়েও ভাষান্তরিত হইয়াছে, এবং রুসিয়ার প্রধান প্রধান নাট্যশালায় ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

কাব্য লেখকের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত মহাশয় একজন কবিকুল চূড়ামণি বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তল্লিখিত মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য সর্ব্বোত্তম।

সাহিত্য লেখকের মধ্যে অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দ্বয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ব প্রশংসনীয় পুস্তকাদি প্রণয়ণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষগণেরাও সাহিত্য লিখিবার বিষয়ে এক প্রকার উৎকৃষ্ট।

উপরি উল্লিখিত কয়েকটী মহাশয় ব্যতীত আর কয়টী গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগের বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন? ইদানীন্তন সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে ভূরি ভূরি নাটক সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে বটে কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কয়টী পুস্তক পাঠযোগ্য। ইহা আমাদিগের একটী বর্ত্তমান বিশেষ অভাব। এই অভাবটী পূর্ণ করা সাতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, এই বিশেষ অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমরা একটী সভা স্থাপনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই সভার এই প্রকার নিয়ম হইবে যে ঐ সভার সভ্যমহাশয়গণ উপকারী সত্যভাব পরিপূর্ণ নাটকাদি প্রণয়ণ করিবেন। এবং উক্ত সভার অন্তঃর্গত নাট্যশালায় ঐ সকল সাধারণ উপকার জনক নাটকাদির অভিনয় হইবে। কিছুদিন

হইতে আমাদিগের কলিকাতার মধ্যে নানাস্থানে নাট্যাদির অভিনয় হইয়া আসিতেছে তাহাতে দৃশ্য কাব্যের যে ক্রমশঃ উন্নতি হইবে সে বিষয়ে আর. সন্দেহ নাই। এবং আমরা সভাস্থাপন করিয়া উক্ত উন্নতির পক্ষে স্বল্পমাত্র যত্ন করিলেও বোধহয় দোষভাগী হইব না। অতএব এই সভার উন্নতির নিমিত্ত আমরা দেশস্থ সহৃদয় বন্ধুবর্গকে ইহাতে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। আশা করি স্বদেশ উন্নতি তৎপর মহাশয়গণ ইহাতে যোগ দিয়া আমাদিগের আশা বর্দ্ধন ও উৎসাহ প্রজ্বলিত করেন। নাট্যশালার আমোদ উপভোগ করার ন্যায় নির্দ্দোষ আমোদ আর নাই ইহা আমাদের চির সংস্কার।

ক্রমশঃ।

বঙ্গীয় মহিলাদিগের স্বাধীনতা।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "বঙ্গসুহৃদ" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার পত্রিকার এক পার্শ্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় শিক্ষিত যুবকগণের এইরূপ আশা ও ইচ্ছা যে ইউরোপীয় নারীদিগের ন্যায় তাঁহাদের স্বদেশীয় নারীগণকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে স্ত্রী স্বাধীনতা দিলে তাঁহাদিগের দেশে সুসভ্যতার আলোকে আলোকিত হইবে ও দেশ হইতে সকল দুঃখ দুরীভূত হইবে। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় নারীরা স্ত্রী স্বাধীনতা পাইয়া কি আমাদের বঙ্গীয়া মহিলাগণ অপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন করিতেছে? যদি কেহ বলেন যে তাহারা স্বাধীনতা দ্বারা অশেষ সুখ ভোগ করে, কিন্তু সে সুখ পার্থিব, বাহ্যিক, অসার, অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর ও

আপাত—মনোরম। ভবিষ্যত বিবেক শূন্য হিতাহিত বিবেক শূন্য নারীরা ঐ প্রকার সুখেতে মোহিত হয়। উহা আমাদিগের বঙ্গীয় তেজঃপ্রভা নারীদিগের উপযুক্ত নহে। বর্ত্তমান কালীন অনেক ভদ্র ইংরাজরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে " বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতানুযায়ী ইউরোপীয় মহিলাগণের যথেচ্ছা স্বাধীনতা অপেক্ষা বঙ্গীয় মহিলাগণের কারারুদ্ধ অবস্থা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। আমাদিগের এই সুন্দর ও অতি আদরণীয় নিয়ম থাকায় আমাদিগের স্ত্রীলোকগণ ইউরোপীয় বিলাস প্রিয় মহিলাগণের অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেখ স্ত্রীলোকগণের স্বাধীনতা ও বিলাস প্রিয়তা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাপ্রতাপসম্পন্ন ফ্রান্স রাজ্য ধ্বংশ করিল। ভারতের পুরাবৃত্তে দৃষ্টিগোচর হয় যে শকুন্তলা সাবিত্রী ইত্যাদি সতীত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত স্বরূপা নারীগণেরা স্বাধীনতায় থাকিতেন। কিন্তু উহা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বিজাতিয় স্ত্রী স্বাধীনতা নহে, যে স্ত্রী স্বাধীনতা স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। ইউরোপীয় দিগের ন্যায় বর্ত্তমান বিষম ও ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত হইলে ভারতের চির-আদরণীয়—চির-প্রসিদ্ধ—চির-গৌরবান্বিত যে স্ত্রীগণের সতিত্ব-ধর্ম্ম তাহা আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। ভারতবর্ষ যাহার স্ত্রী জাতি পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতি অপেক্ষা সতীত্ব-ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অগ্রগণ্যা সেই যে অপরিস্খলনীয় ভারতের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আছে তাহা চির কলঙ্কিত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অধিকাংশ ইংলণ্ড বাসী দিগের এ প্রকার বাসনা যে 'স্ত্রী স্বাধীনতা সমাজের অশেষ দোষের আকর স্বরূপ"। বর্ত্তমান যথেচ্ছা স্বাধীনতা প্রিয় বঙ্গীয় যুবকগণ ইউরোপীয় বর্ত্তমান কপট, আপাত—মনোরম সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন না—তাঁহারা যেন কুহক জালে পতিত হইয়া আপনাদিগের স্বদেশের গৌরবকে অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ না করেন।

বাধ্য

শ্রীঃ